NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ১৩০তম জন্মদিন উপলক্ষে শ্রদ্ধার্ঘ্য

আন্দোলনের জেরে বিনা চিকিৎসায় দেগঙ্গায় মৃত্যু হল এক যুবকের ৬

কলকাতা ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৪ ২৬ ভাদ্র ১৪৩১ বৃহস্পতিবার অষ্টাদশ বর্ষ ৯৪ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 12.9.2024, Vol.18, Issue No. 94 8 Pages, Price 3.00

‘খোলা মনে’ নবান্নের আলোচনা, শর্ত চাপিয়ে এড়ালেন জুনিয়র চিকিৎসকরা

‘দুর্ভাগ্যজনক’ বললেন মুখ্যসচিব, ‘রাজনীতি’ দেখছেন চন্দ্রিমা

নিজস্ব প্রতিবেদন: আন্দোলনরত জুনিয়র চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে এবার কঠোর অবস্থান নেওয়ার ইঙ্গিত দিল রাজ্য সরকার। আলোচনায় বসা নিয়ে যুযুধান দুই পক্ষের দিনভর টানটান স্নায়ুযুদ্ধের পর বুধবার সন্ধ্যায় আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে কিছুটা সুর চড়িয়েছে রাজ্য। এতদিন আবেদন- নিবেদনের সুর শোনা গেলেও এদিন জুনিয়র ডাক্তারদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক অভিসন্ধির অভিযোগ তোলার পাশাপাশি অচলাবস্থা কাটানোর ব্যাপারে তাদের সদিচ্ছা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন রাজ্যের স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য।

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ উল্লেখ করে ফের একবার জুনিয়ার চিকিৎসকদের কাজে ফেরার আবেদন জানিয়েছেন। একইসঙ্গে প্রয়োজনে রাজ্য সরকার ওই নির্দেশ কার্যকর করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করবে বলেও ইঙ্গিত দিয়েছেন। চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য এবং মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ রাজ্য পুলিশের মহা নির্দেশক রাজীব কুমারকে পাশে নিয়ে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন, কোনও শর্ত দিয়ে আলোচনা হয় না। নবান্ন চায়, খোলামনে আলোচনায় আসুন জুনিয়র ডাক্তাররা। আলোচনার জন্য তাদের নতুন করে আর ডাকা হবে কিনা সে বিষয়টি স্পষ্ট না করলেও এ ব্যাপারে আর রাজ্যের তরফে নতুন করে কোনও উদ্যোগ নেওয়া হবে না বলেই ইঙ্গিত মিলেছে।

চন্দ্রিমা আরও বলেন, ‘জুনিয়র ডাক্তারদের একাংশের কথা শুনে মনে হচ্ছে, তাঁরা রাজনৈতিকভাবে প্রভাবিত হচ্ছেন। এভাবে রাজনৈতিক প্রভাব নিয়ে আলোচনা হয় না। আমরা চাই, আপনারা রাজনীতির খেলা ছেড়ে খোলামনে আলোচনায় আসুন।’ তিনি বলেন, ‘নবান্নতে মেল এল ভোর তিনটেয়। কোনও সিএমও-কে কি এটা মেল করার সময়? এটা কি স্বাভাবিক? নির্যাতিতা নিহত মেয়েটি বিচার পান-- এটা আসলে প্রকৃত দাবি নয়। পিছনে রাজনীতির খেলা আছে। লাইভ টেলিকাস্ট করতে হবে, মাননীয়াকে থাকতে হবে, ডাক্তারদের যা দাবি আছে সেগুলো নিয়েই কথা বলতে হবে। আসল লক্ষ্য হচ্ছে, কোনও আলোচনা না করা। তাই এই শর্ত আরোপ করা হচ্ছে।’ মুখ্যসচিব বলেন, ‘আমরা ভেবেছিলাম, জুনিয়র ডাক্তারদের সঙ্গে খোলামেলা আলোচনা হবে। তাঁদের উদ্বেগের বিষয়গুলো সরকার শুনবে। এবং সরকার তার পর যথাসাধ্য করবে। কিন্তু দেখা গেল, ওঁরা নানান শর্ত দিচ্ছেন। এভাবে আগাম শর্ত দিয়ে খোলামেলা আলোচনা কখনও হয়?’

আরজিকর কাণ্ডে আন্দোলনরত জুনিয়র চিকিৎসকরা আলোচনায় বসার জন্য মঙ্গলবার স্বাস্থ্য সচিবের পাঠানো আমন্ত্রণ অপমানজনক বলে খারিজ করে দেওয়ার পর থেকেই দুপক্ষের স্নায়ুযুদ্ধ চরমে ওঠে। মুখ্যমন্ত্রী খোদ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় রাজ্য সরকারের শীর্ষ কর্তাদের নিয়ে জুনিয়র ডাক্তারদের সঙ্গে আলোচনার জন্য বহুক্ষণ নবান্নে অপেক্ষা করছিলেন এই বার্তা ছড়িয়ে পড়ার পর কিছুটা ব্যাক ফুটে চলে যান আন্দোলনকারীরা। পরিস্থিতি সামাল দিতে তড়িঘড়ি কাকভোরে মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরে ইমেইল পাঠিয়ে আলোচনায় সম্মতি জানানো হয় তাঁদের তরফে। তবে বেশ কয়েক দফা শর্ত বেঁধে দেওয়া হয়। যার মধ্যে অন্যতম তাদের ৩০ জন প্রতিনিধির সঙ্গে বৈঠকে বসতে হবে খোদ মুখ্যমন্ত্রীকেই। সেই বৈঠকের সরাসরি সম্প্রচারেরও দাবি জানানো হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে বিকেলে পাল্টা ইমেইল পাঠান রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। সন্ধ্যা ৬ টার সময় আন্দোলনকারীদের ১২ থেকে ১৫ জনের প্রতিনিধিদলকে নবান্নে বৈঠকে বসতে আহ্বান জানানো হয়। তবে মুখ্য সচিবের চিঠি পাওয়ার পরেও নিজেদের শর্ত থেকে সরে আসেননি জুনিয়র চিকিৎসকরা। ৩০ জনের কম লোক নিয়ে আলোচনা সম্ভব নয় বলেও স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয় তাদের তরফে। একই সঙ্গে তাদের শর্ত মেনে আলোচনা না করলে তারা আন্দোলনে অনড় থাকবেন বলেও বার্তা দেওয়া হয়। সূত্রের খবর, আন্দোলনকারীদের এই অনড় মনোভাব দেখেই কিছুটা ধৈর্যচ্যুতি ঘটে সরকারের। যদিও এরপরেও নিজেদের অবস্থানে অনড় রয়েছেন জুনিয়র চিকিৎসকরা।

এত জেদ কেন?: মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: পাঁচ দফা দফা দাবি নিয়ে স্বাস্থ্য ভবনের সামনে অবস্থানে বসে রয়েছেন ডাক্তাররা। তাঁদের শর্ত না মানা হলে নবান্নে কোনও বৈঠকে যোগ দেবেন না বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন তাঁরা। এরই মধ্যে নবান্নে শিল্প সংক্রান্ত বৈঠকে সেই আন্দোলন নিয়ে মুখ খুললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন নিয়ে বুধবার বৈঠক ছিল নবান্নে। সেই বৈঠকের অন্দরেই আন্দোলনকারী চিকিৎসকদের নিয়ে মমতা মন্তব্য করেছেন বলে সূত্রের খবর।নবান্নে সূত্রে খবর, শিল্প নিয়ে বৈঠকের অন্দরে মমতা বলেছেন, ‘ওরা কেন এত জেদ করছে? ওরা যা বলবে সব মানতে হবে? আমি তো ওদের জন্য সব সময়, সময় দিতে রাজি। সুপ্রিম কোর্টের অর্ডার তো সবাইকে মানতে হবে। ওদেরকে আরও একবার বোঝাও। শুধু তাই নয়, চিকিৎসকদের দেওয়া শর্ত নিয়েও মমতা কার্যত প্রশ্ন তুলেছেন বলেই সূত্রের খবর। নবান্ন সূত্রে জানা যাচ্ছে, বৈঠকের অন্দরে তিনি বলেছেন, ‘গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত হয়ে আসা সরকারকে কেউ বলতে পারে না, কোন অফিসার থাকবে, আর কোন অফিসার থাকবে না। খোলা মনে আলোচনা হলে কোনও শর্ত দিয়ে হয় না।’

‘আন্দোলনে রাজনীতি নেই, তবে ৪টি শর্ত মানতে হবে’

পালটা জানালেন জুনিয়র চিকিৎসকরা

নিজস্ব প্রতিবেদন: নবান্নে মুখ্যসচিব এবং স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সাংবাদিক বৈঠকের পরেই জুনিয়র ডাক্তারদের তরফে কিঞ্জল নন্দ প্রতিক্রিয়া জানালেন তাঁদের সল্টলেকের ধর্নাস্থল থেকে। তিনি বলেন, ‘এই আন্দোলনে কোনও রাজনীতির রঙ নেই।’ তাঁদের চার দফা শর্ত মানলে আলোচনায় যোগ দিতে কোনও আপত্তি নেই বলেও জানান কিঞ্জল। আন্দোলনকারী জুনিয়র ডাক্তারদের আর এক নেতা অনিকেত মাহাতো বলেন, ‘যে মুহূর্তে আমাদের দাবি মেনে নেওয়া হবে, সেই মুহূর্তে আমরা আলোচনায় যোগ দেব।’ সেই সঙ্গে তাঁর মন্তব্য, ‘আমাদের আন্দোলন সম্পূর্ণ ভাবে অরাজনৈতিক।’ প্রসঙ্গত, জুনিয়র ডাক্তারদের তরফে কিঞ্জল বিকেলে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জানিয়েছিলেন, নবান্নের বৈঠকে গেলেও ডাক্তারদের প্রতিনিধিদল সেখানে কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হবে না। তাঁরা বৈঠকে গেলে, সেখান থেকে আবার অবস্থান বিক্ষোভ মঞ্চে ফিরে আসবেন। সকলের সঙ্গে আলোচনার পরই কর্মবিরতি এবং অবস্থান-বিক্ষোভ প্রসঙ্গে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

এর পর চার দফা শর্ত দিয়েছিলেন তাঁরা; প্রথমত, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বৈঠকে থাকতে হবে, দ্বিতীয়ত, ৩০ জনের প্রতিনিধি দলকে নবান্নে যেতে দিতে হবে, বৈঠকের লাইভ টেলিকাস্ট করতে হবে এবং কর্মবিরতি প্রত্যাহার নয়, আলোচনা হবে পাঁচ দফা দাবি নিয়ে। শেষ পর্যন্ত তাঁরা বৈঠকে যাননি। অনিকেত এ প্রসঙ্গে জানান, রাজ্য সরকার তাঁদের চার দফা দাবি সংক্রান্ত মেলের কোনও জবাব দেয়নি বলেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাঁরা। এর পরে নবান্নে সাংবাদিক বৈঠক করেন রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ এবং রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার।

স্থগিত আজকের প্রস্তাবিত স্বাস্থ্য বৈঠক

নিজস্ব প্রতিবেদন: স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে উদ্ভূত পরিস্থিতির মোকাবিলায় নবান্নে আজকের প্রস্তাবিত স্বাস্থ্য বৈঠক আপাতত স্থগিত রাখা হচ্ছে। বৃহস্পতিবার দুপুর একটার সময় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির পৌরহিত্যে ওই বৈঠক ডাকা হয়েছিল। রাজ্যের সব মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ ও হাসপাতাল সুপারদের ওই বৈঠকে থাকার কথা ছিল। থাকার কথা ছিল জেলা ও রাজ্যের স্বাস্থ্য কর্তাদের। সিনিয়র ডাক্তার এবং জুনিয়র ডাক্তারদের প্রতিনিধিদেরও বৈঠকে ডাকা হয়েছিল। জেলার স্বাস্থ্য কর্তারা ওই বৈঠকে ভার্চুয়ালি যোগ দেবেন । স্বাস্থসচিব নরায়ণস্বরূপ নিগম এদিন এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে আপাতত ওই বৈঠক স্থগিত রাখার কথা জানিয়েছেন। সেখানে তিনি জানিয়েছেন, মেডিক্যাল কলেজগুলিতে জরুরি কাজ চলছে। তাই বৈঠক আপাতত স্থগিত রাখা হচ্ছে। আগামী সপ্তাহে ওই বৈঠক হতে পারে। বৈঠকের দিন-ক্ষণ পরে জানিয়ে দেওয়া হবে।

প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা অনুমোদন পেল

নয়াদিল্লি, ১১ সেপ্টেম্বর: আয়ুষ্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনার অধিনে প্রবীণ নাগরিক ও ৭০ বছরের উর্ধ্বে মানুষদের জন্য স্বাস্থ্যবিমা অনুমোদন করলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উৎসাহে এই স্বাস্থ্যবিমায় উপকৃত হবেন দেশের প্রায় সাড়ে চার কোটি পরিবার। প্রায় ৬ কোটি প্রবীণ নাগরিক ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিনামূল্যে চিকিৎসার সুবিধা পাবেন। চলতি বছরের এপ্রিল মাসেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ৭০ বছর বয়সী প্রবীণ মানুষ ও তার বেশি বয়সি মানুষদের স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে এই স্বাস্থ্যবিমার কথা ঘোষণা করেছিলেন। এদিন কেন্দ্রিয় মন্ত্রিসভা এই সিদ্ধান্ত অনুমোদন দিল।

উধমপুরে খতম ৩ জঙ্গি

শ্রীনগর, ১১ সেপ্টেম্বর: গতকাল রাতে জম্মুর আখনুর সীমান্তে সংঘর্ষবিরতি লঙ্ঘন করে গোলাবর্ষণ করে পাক সেনা। যাতে আহত হন এক বিএসএফ জওয়ান। এবার উধমপুরে নিরাপত্তা বাহিনীর অভিযানে বড়সড় সাফল্য। এনকাউন্টারে খতম ৩ জঙ্গি। এদিন গোপন সূত্রে খবর পেয়ে জঙ্গি দমনে কাঠুয়া জেলায় অভিযান চালায় সেনা এবং কাশ্মীর পুলিশের বিশেষ বাহিনী। তখনই যৌথ বাহিনীর গুলিতে খতম হয় ৩ জঙ্গি। এলাকা ঘিরে ফেলা হয়। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত চলছে অভিযান চলছে। উল্লেখ্য, ১৮ সেপ্টেম্বর জম্মু ও কাশ্মীরে ভোট শুরু হচ্ছে। তার আগে উপত্যকায় জঙ্গি অনুপ্রবেশে উদ্বিগ্ন কেন্দ্র।

ভাঙছে মসজিদ, রণক্ষেত্র শিমলা

শিমলা, ১১ সেপ্টেম্বর: কংগ্রেস সরকারের মদতে রাজ্যের নানা জায়গায় যত্রতত্র বেআইনিভাবে গজিয়ে উঠেছে মসজিদ। এমনই বেআইনি মসজিদ ভাঙার দাবিতে আন্দোলনে উত্তপ্ত হয়ে উঠল হিমাচল প্রদেশের শিমলা। ধর্মীয় ও স্থানীয় নাগরিকদের সংগঠনের মিছিলে লাঠি ও জলকামান চালাল পুলিশ। পালটা পুলিশকে লক্ষ্য করে পাথর ছোড়ে আন্দোলনকারীরা সব মিলিয়ে রণক্ষেত্র হয়ে ওঠে পরিস্থিতি।

বিপাকে ফারুক আবদুল্লা

নয়াদিল্লি, ১১ সেপ্টেম্বর: আগামী ১৮ সেপ্টেম্বর থেকে জম্মু ও কাশ্মীরে শুরু হচ্ছে বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে চাপ বাড়ল প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ফারুক আবদুল্লার। আর্থিক তছরুপ মামলায় ন্যাশনাল কনফারেন্স দলের প্রধানের বিরুদ্ধে দুটি নতুন অভিযোগে পদক্ষেপের দাবিতে আদালতের দ্বারস্থ হল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টর বা ইডি। জম্মু ও কাশ্মীর আদালতের অনুমতি পেলে ফারুকের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করবে কেন্দ্রের আর্থিক দুর্নীতি দমন সংস্থা।

প্রেসিডেন্সিতে একই ওয়ার্ডে পার্থ-সঞ্জয়ের সঙ্গী সন্দীপ

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারে আগেই তাঁর প্রতিবেশী হয়েছিলেন আরজি কর কাণ্ডে মূল অভিযুক্ত হিসেবে ধৃত সঞ্জয় রায়। মঙ্গলবার থেকে প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারের পয়লা বাইশ ওয়ার্ডেই ঠাঁই হল আরজি কর দুর্নীতি কাণ্ডে হাসপাতালের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষেরও। ফলে প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারে এখন থেকে একই ওয়ার্ডের বাসিন্দা হলেন পার্থ, সঞ্জয় এবং সন্দীপ। আরজি কর হাসপাতালে মহিলা চিকিৎসককে ধর্ষণ এবং খুনের ঘটনার পাশাপাশি হাসপাতালের দুর্নীতির তদন্তে নেমে সন্দীপ ঘোষ-সহ চার জনকে গ্রেপ্তার করে সিবিআই। এদিন চার জনেরই জেল হেপাজতের নির্দেশ দেয় আলিপুরের বিশেষ সিবিআই আদালত। কারণ, সিবিআই তাঁদের আর নিজেদের হেপাজতে রাখার জন্য আবেদনই জানায়নি। আদালতের নির্দেশের পর এদিন বিকেলেই সন্দীপ ঘোষ-সহ চার জনকে প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারে নিয়ে আসা হয়। সন্দীপকে রাখা হয় বহু চর্চিত পয়লা বাইশ ওয়ার্ডে। সাধারণত হাই প্রোফাইল এবং কুখ্যাত অনেক বন্দিকেই এই ওয়ার্ডের বিভিন্ন সেলে রাখা হয়। নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডে ধৃত রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় বহুদিন ধরেই এই ওয়ার্ডের ১১ নম্বর সেলে বন্দি রয়েছেন। আরজি কর কাণ্ডে ধৃত সঞ্জয় রায়কে রাখা হয়েছে পয়লা বাইশ ওয়ার্ডের ১১ নম্বর সেলে। সূত্রের খবর, হাসপাতালের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষকে ওই ওয়ার্ডেরই ৭ নম্বর সেলে রাখা হয়েছে। সঞ্জয়ের মতোই সন্দীপ ঘোষের উপরেও সর্বক্ষণ নজরদারির ব্যবস্থা করেছে জেল কর্তৃপক্ষ। তাঁর উপর সর্বক্ষণ নজর রাখবেন দু-জন কারারক্ষী।

পাশাপাশি, সিসিটিভি-র নজরদারিও থাকছে। এ দিন জেলে নিয়ে যাওয়ার পর দু-বার স্বাস্থ্য পরীক্ষা হয়েছে সন্দীপের। তিনি একেবারেই সুস্থ আছেন বলে প্রেসিডেন্সি জেল সূত্রে খবর। সন্দীপের সঙ্গে গ্রেপ্তার হওয়ার তাঁর ঘনিষ্ঠ তিন জনকে জেলের ২৩/৪৪ ওয়ার্ডে রাখা হয়েছে।

আত্মনির্ভরতার লক্ষ্যে আরও এক ধাপ, প্রযুক্তিতে নতুন স্বপ্ন দেখালেন মোদি

‘বিশ্বের সব ডিভাইসেই থাকবে ভারতে নির্মিত চিপ’

নয়ডা, ১১ সেপ্টেম্বর: তিনি দেশকে ‘আত্মনির্ভর’ করে তোলার ডাক দিয়েছিলেন কয়েক বছর আগেই। বুধবার ফের সেই কথাই শোনা গেল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মুখে। উত্তরপ্রদেশের গ্রেটার নয়ডায় সূচনা হল তিনদিনের সেমিকন ইন্ডিয়া ২০২৪-এর। আর সেই সম্মেলনের উদ্বোধনে মোদিকে বলতে শোনা গিয়েছে, ‘এটাই ভারতে থাকার সঠিক সময়। আপনারা সঠিক সময় ও সঠিক স্থানে রয়েছেন। একবিংশ শতাব্দীতে চিপ নিয়ে সমস্যা হবে না। আজকের ভারত বিশ্বকে এটা বিশ্বাস করাতে পেরেছে যদি চিপের সংকটও দেখা দেয়, আপনারা ভারতের উপরে নির্ভর করতে পারেন।’

এটা সিলিকন কূটনীতির যুগ। এই মুহূর্তে দেশের ইলেকট্রনিক্স ক্ষেত্র ১৫০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের। কিন্তু এই দশকের শেষেই সেটা ৫০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের করে তোলাই লক্ষ্য মোদির। সেকথা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘আমরা ৮৫ হাজার প্রযুক্তিবিদ, ইঞ্জিনিয়ার এবং গবেষণা ও উন্নয়ন বিশেষজ্ঞদের একটি কর্মী বাহিনী প্রস্তুত করছি। ভারতের ফোকাস রয়েছে তার পড়ুয়া এবং পেশাদারদের সেমিকন্ডাক্টর শিল্পের জন্য প্রস্তুত করা।’

এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ইলেকট্রনিক্স ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। তিনি বলেন, ‘এখনও পর্যন্ত ডিজিটাল ইন্ডিয়া মিশন বা টেলিকম মিশনের মতো পদক্ষেপের মাধ্যমে প্রযুক্তি পৌঁছে গিয়েছে নাগরিকদের হাতে। এর ফলে দেশে সেমি কন্ডাক্টর শিল্পের উন্নতি হয়েছে প্রভূত।’

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন যোগী আদিত্যনাথও। তাঁকে বলতে শোনা গিয়েছে, ‘গত কয়েক বছরে উত্তরপ্রদেশ সরকারের করা পদক্ষেপে এখন এখানকার মোবাইলের যন্ত্রাংশের অর্ধেকই তৈরি হয় এখানেই।’

এই সম্মেলনের আগে মঙ্গলবার নয়াদিল্লিতে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে একটি বৈঠক করেন মোদি। সেই বৈঠকে সেমিকন্ডাক্টরের প্রসার নিয়ে আলোচনা হয়। বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেন, ডিজিটাল যুগের ভিত্তি হল সেমিকন্ডাক্টর। মঙ্গলবার ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ইলেকট্রনিক্স ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। ছিলেন বিভিন্ন সংস্থার সিইও, প্রতিনিধিরা। বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভবিষ্যৎ প্রযুক্তির উপর নির্ভরশীল হবে। গণতন্ত্র এবং প্রযুক্তি একসঙ্গে মানবকল্যাণ সুনিশ্চিত করতে পারে। ভবিষ্যতে সেমিকন্ডাক্টরের ভূমিকা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ডিজিটাল যুগের ভিত্তি হল সেমিকন্ডাক্টর। ভবিষ্যতে মৌলিক চাহিদাগুলি পূরণেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে সেমিকন্ডাক্টর শিল্প।

সেমি, মাইক্রন, এনএক্সপি, টোকিয়ো ইলেকট্রন লিমিটেড, টাওয়ার, জ্যাকবস, র‍্যাপিডাস-সহ বিভিন্ন সংস্থার সিইও ও প্রতিনিধিরা এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। ভারতে ব্যবসার উপযুক্ত পরিবেশের প্রশংসা করে সিইও-রা বলেন, শিল্পগোষ্ঠীগুলি একমত যে ভারত বিনিয়োগের জায়গা। প্রধানমন্ত্রী এর আগেও তাঁদের উৎসাহিত করেছেন জানিয়ে সংস্থাগুলি বলে, ভারতে এখন যা সুযোগ রয়েছে, তারা আগে কখনও দেখেনি। ভারতের সঙ্গী হতে পেরে তারা গর্বিত। সেমিকন্ডাক্টর শিল্পের ভরকেন্দ্র ভারতের দিকে সরতে শুরু করেছে বলে বৈঠকে উপস্থিত সিইও-রা মন্তব্য করেন।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ০৬/০৯/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ১৩ নং এফিডেভিট বলে Anirban Datta S/o. Rabindra Nath Datta ও Anirban Dutta, Dr. Anirban Datta S/o. R. N. Dutta, Rabindranath Datta সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৬/০৯/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ১৭ নং এফিডেভিট বলে আমি Uday Sankar Mondal ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Siddheswar Mondal, Siddheshar Mandal ও Lt. S. Mondal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ১০/০৯/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১২৬৩৪ নং এফিডেভিট বলে Paresh Mondal S/o. Feluram Mondal ও Pares Mandol S/o. P. R. Mandol সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১০/০৯/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১২৬৩১ নং এফিডেভিট বলে আমি Md Irfan ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Md Ijahar ও Nd Ijahar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ১০/০৯/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১২৬৩৩ নং এফিডেভিট বলে আমি Saikh Sirajul Islam ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Saikh Mustafa ও Sk. Mustafa সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ১১/০৯/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ১৩৯ নং এফিডেভিট বলে Sobuj Baran Chatterjee S/o. Late Santosh Kumar Chatterjee ও Sobuj Chatterjee S/o. Late Santosh Kumar Chatterjee R/o. Olai Chanditala, Sarat Sarani, Chinsurah, Hooghly-712103, W.B. সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১২ই সেপ্টেম্বর। ২৬ শে ভাদ্র। বৃহস্পতিবার। নবমী তিথি। জন্মে ধনু রাশি। বিশোত্তরী বৃহস্পতি র মহাদশা কাল। বিংশত্তরী শুক্র র মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : পরিবারে তর্ক বিতর্ক। ধৈর্য্য ধরলে বাণিজ্যে অর্থ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। নতুন ব্যবসা বৃদ্ধির পথ। যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় কাজ করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। আইসক্রিম বা ঠান্ডা পানীয় র ব্যবসা, তাদের ব্যবসা বৃদ্ধি সম্ভাবনা। বিবাহ বিষয়ে যে কথা বন্ধ ছিল সেই কথা আবার হবে। বাড়িতে কপূর আরতি করুন অতীব শুভ হবে।

বৃষ রাশি : প্রেমে সফলতা প্রাপ্তি। বাণিজ্যে অর্থ প্রাপ্তি। বিদ্যার্থীদের জন্য অতীব শুভ। যারা লেখালেখি করেন মাস-কমুনিকেশনে কাজ করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। কর্মে চঞ্চলতা বৃদ্ধি না হলে, সম্মান প্রাপ্তির যোগ। যে কথাটা আপনি প্রিয়জনকে বলতে পারেননি আজকে বলুন শুভ হবে। সম্পত্তি বিষয়কে কেন্দ্র করে যে গোলযোগ চলছিল তা মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা। শ্রীদেবে নারায়ণের চরণে তুলসী প্রদান করুন শুভ হবে।

মিথুন রাশি : যারা সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ তাদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। প্রেমের ব্যাপারে পূর্ণ সফলতা প্রাপ্তি। তৃতীয় ব্যক্তি যিনি সংসারে অশান্তির কারণ ছিলেন, তিনি সরে যাবেন। বিবাহের বিষয়ে কথা পাকা হতে পারে। গৃহবধূদের অর্থ লাভ নিশ্চিত। বিদ্যার্থীরা যারা দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করছো তাদের আজ কর্মের সুযোগ বৃদ্ধি হবে। দেব-দেব মহাদেবের চরণে বিল্বপত্র দিলে অতীব শুভ যোগ।

কর্কট রাশি : কথা বলার আগে গুছিয়ে নিতে হবে শব্দকে। বিবাদ বিতর্কে প্রবল সম্ভাবনা। বাড়িতে সকালে অশান্তির কালো মেঘ থাকবে। পরিবারে একজন সদস্যকে নিয়ে অশান্তির বাতাবরণ। প্রেমে অশুভ। বিদ্যার্থীদের মানসিক চাপ বৃদ্ধি হবে। গণেশ দেবতার চরণে দুর্বা প্রদান শুভ।

সিংহ রাশি : আজ শুভ দিন। সম্পত্তি কেনা বা বিক্রয়ের ব্যাপারে কোন বড় সিদ্ধান্ত নিতে পারে। যারা এন জি ও তে জড়িত আছেন তাদের কর্মে সফলতা প্রাপ্তি। যারা ঋণ বিষয়কে কেন্দ্র করে ব্যাংকে আবেদন করেছেন তাদের কাজ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। গৃহবধূদের সুখ বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। সতর্ক থাকতে হবে গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের। শ্রী গণেশ দেবতার চরণে, দুর্বা দিলে শুভ হবে।

কন্যা রাশি : মানসিক শান্তি। নতুন সুযোগের দ্বারা ব্যবসা বৃদ্ধির প্রবল সম্ভাবনা। অর্থবৃদ্ধির সময়। বাড়ি জমি বাস্তু কৃষি জমি বিষয়ে অর্থ লাভ নিশ্চিত। ভ্রমন শুভ। গোপন চুক্তির দ্বারা বাণিজ্যে অর্থ লাভ। শরীর একপ্রকার থাকবে। তবে লিভারের পীড়া কষ্ট দিতে পারে। দেব দেব মহাদেবের চরণে বিশ্ব পত্র প্রদান করলে শুভ হবে।

তুলা রাশি : আজ পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। স্বজন আত্মীয় বান্ধব দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। কোন অতিথির আগমনে পরিবারে সুখ বৃদ্ধি। গৃহ সরঞ্জাম ক্রয় আনন্দবৃদ্ধি, প্রবীণ নাগরিক যারা তাদের ব্যাংক এবং ইন্সুরেন্স এর দিক থেকে লাভ বৃদ্ধ। বিবাহের বিষয় কথা পাকা হতে পারে। যারা ক্রীড়া বা খেলাধুলা করে থাকেন, তাদের উন্নতি নিশ্চিত। মহাকালী চরণে রক্ত জবা প্রদানে সুপ্রীতি।

বৃশ্চিক রাশি : কোন ইলেকট্রনিক্স দ্রব্য ক্ষতির সম্ভাবনা। ইলেকট্রিক্যাল ওয়ারিং থেকে কোন বিপদ আসার সম্ভাবনা। সতর্কতা অবলম্বন ভালো। হঠাৎ ক্রোধ এবং রাগের মাথায় কোন গৃহ সরঞ্জাম ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা। এক সন্তানের কারণে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি। পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ। সতর্ক থাকা শুভ। ধৈর্য ধরে থাকা শুভ। মহাকালী চরণে রক্ত জবা দেওয়া শুভ।

ধনু রাশি : আজ পরিবারের শান্তির বাতাবরণ থাকলেও, এক গুপ্ত শত্রুর চক্রান্তে দুশ্চিন্তার রেখা মুখে ফুটে উঠবে। স্ত্রীর বুদ্ধিতে যে সমস্যার সমাধান হওয়ার কথা ছিল, বুদ্ধি না শোনার জন্য কিছুটা দুশ্চিন্তা থাকবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ দিন। ব্যবসা-বাণিজ্যে অতীব শুভ দিন। অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা গৃহবধূদের ক্ষেত্রে শুভ দিন। যারা লেখালেখি করেন তাদের জন্য সম্মান বৃদ্ধি। দেব দেব মহাদেবের চরণে বিশ্বপত্র প্রদান করুন।

মকর রাশি : শুভ দিন সন্তান এবং বৌমা সম্পর্কের দ্বারা লাভ বৃদ্ধি শ্বশুরবাড়ি র কোন বৃদ্ধ মানুষের সহযোগিতা লাভ। প্রতিবেশীর দ্বারা লাভ প্রাপ্তি। স্ত্রীর বুদ্ধির দ্বারা সমস্যা মুক্তির পথ। শরীরে পীড়াব্যাধি মুক্তি। গাড়ির যন্ত্রাংশ, গাড়ি বেচাকেনা যারা করেন, তাদের শুভ দিন। প্রতিদিন বাড়িতে কপূর আরতি করুন শুভ হবে।

কুম্ভ রাশি : বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। যারা মোটর মেকানিক এবং এন জি ওর সাথে জড়িত, তাদের শুভত্ত বৃদ্ধি। আজ সম্মান বৃদ্ধি যোগ। সমাজে পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। সন্ধ্যে বেলার পর কোন নতুন যোগাযোগের দ্বারা কর্মে লাভ প্রাপ্তি। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় কাজ করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধির যোগ। ভগবান শিবের পাশে লৌহ ত্রিশূল রাখুন শুভ হবে।

মীন রাশি : আজ সতর্ক থাকা শুভ। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের চক্রান্ত থাকবে। কর্মে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বিষ নজর থাকবে। যারা জল তরল পদার্থের ব্যবসা করেন, ব্যবসা বৃদ্ধির যে নতুন পথের কথা ছিল, আজ তা আটকে গেছে। দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি দাম্পত্য কলহের কালো মেঘ আজ। মন্দিরে প্রদীপ দান করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

(শ্রীশ্রী অনুকূল চন্দ্র র শুভ ভুমিষ্ঠ দিবস।
কথা সাহিত্যিক বিভূতি ভুষন বন্দোপাধ্যায় শুভ ভুমিষ্ঠ দিবস)

নাম-পদবী

গত ৩০/০৮/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ২৯৯৫ নং এফিডেভিট বলে আমি Hasina Mal & Hasina Khatun Mal ও আমার কন্যা Khushi Mal & Khushi Khatun সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১০/০৯/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১২৬৩০ নং এফিডেভিট বলে Satya Ranjan Paul S/o. Ratneshwar Paul ও Satya Ranjan Pal S/o. R Pal সাং ত্রিবেণী, মগরা, হুগলী সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১১/০৯/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০৪ নং এফিডেভিট বলে Sujoy Mazumder S/o. Rabindranath Mazumder ও Sujay Mazumdar S/o. R. N. Mazumdar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

আমি Anjan Kr. Mukherjee, পিতা- প্রদীপ কুমার মুখার্জী, গ্রাম ও পোঃ- খড়ার, ওয়ার্ড নং- ০৩, থানা- ঘাটাল, জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন- ৭২১২১২, গত (১০/০৯/২০২৪) এ ফাস্টক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ঘাটাল কোর্টের এফিডেভিট (No. 39) দ্বারা আমি Anjan Kr. Mukherjee হইতে Anjan Kumar Mukherjee যথাক্রমে এক ও অভিন্ন ব্যক্তি রূপে পরিচিত হইলাম।

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

শ্রী মলয় দাস পিতা স্বর্গীয় কাশীনাথ দাস, সাকিম ও পোস্ট দক্ষিণ নলডাঙ্গা, থানা- চুঁচুড়া, জেলা- হুগলী, পিন -৭১২১২৩ বিগত ইং 19/09/2022 তারিখে ডি.এস.আর.-I হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-10866/2022 নং আমমোক্তার দলিলমুলে আমার মক্কেলগণ **১) শ্রী অরিজিৎ দে,** পিতা স্বর্গীয় অশোক কুমার দে, সাকিম কাজিডাঙ্গা দেবানন্দপুর, পোস্ট দেবানন্দপুর, থানা চুঁচুড়া, জেলা-হুগলী, পিন ৭১২১২৩ ও **২)শ্রী ভবানী প্রসাদ দাস,** পিতা স্বর্গীয় রাধাকান্ত দাস সাকিম কাজিডাঙ্গা নিয়ার নলডাঙ্গা প্রাইমারী স্কুল, পোস্ট দেবানন্দপুর, থানা চুঁচুড়া, জেলা হুগলী, পিন-৭১২১২৩ মহাশয়দ্বয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্নিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তার নামা বলে আমার মক্কেলগণ বিগত ইং 27/03/2024 তারিখে ডি.এস.আর.-I হুগলী, চুঁচুড়া অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-2769/24 নং দলিল মূলে **শ্রীমতী শ্যামলী মিশ্র,** স্বামী শ্রী রবি কুমার পান্ডে, সাকিম নলডাঙ্গা জৈন মন্দির(ব্যান্ডেল), পোস্ট ব্যান্ডেল, থানা চুঁচুড়া, জেলা হুগলী, পিন ৭১২১২৩ মহাশয়া কে বিক্রয় করেন।

তপশিল - জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়া, মৌজা নলডাঙ্গা, জে. এল নং 06, L. R খতিয়ান নং 3858, সাবেক আর.এস. 499 তথা হাল এল.আর. 549 নং দাগে বাগান জমি ষোল আনায় ০.৩২ একর বা ৩২ শতক মধ্যে নিজ নামীয় ০.৫৬৭১ অংশে ০.১৮ একর বা ১৮ শতক তন্মধ্যে কমবেশী ২ কাঠা সম্পত্তি আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে।

এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, শ্রীমতী শ্যামলী মিশ্র, স্বামী শ্রী রবি কুমার পান্ডে উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া অফিসে আবেদন করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

সনৎ কুমার শীল (উকিলবাবু)
জেলা জজ আদালত চুঁচুড়া, হুগলী

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

১)বংশীবদন ঘোষ পিতা ৺কালীপদ ঘোষ **২) বাসন্তী ঘোষ** স্বামী সুকুমার ঘোষ **৩)বন্দনা ঘোষ** স্বামী বিপদ বরন ঘোষ **৪) মল্লিকা ঘোষ** স্বামী কৌশিক ঘোষ সর্ব সাকিম তিন্না, পান্ডুয়া, হুগলী- ৭১২১৪৯ বিগত ইং 28/06/2006 তারিখে এ.ডি.এস.আর, পান্ডুয়া, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত IV-12/2006 নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমাদেরকে **(১)প্রতাপ চন্দ্র ঘোষ ২)স্বপন কুমার** ঘোষ উভয়ের পিতা ৺কালীপদ ঘোষ সাকিম- তিন্না, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্ণিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমরা তিনটি বিক্রয় কোবালা দলিল যথা – ক) ইং 19/07/2024 তারিখে এ.ডি.এস. আর, পান্ডুয়া, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-3803/2024 নং দলিল মূলে **১) রীনা ঘোষ** স্বামী প্রতাপ চন্দ্র ঘোষ **২) গীতালী ঘোষ** স্বামী স্বপন কুমার ঘোষ উভয়ের সাকিম তিন্না, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯ মহাশয়াদ্বয়কে বিক্রয় করি। খ) ইং 19/07/2024 তারিখে এ.ডি.এস.আর, পান্ডুয়া, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-3804/2024 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **রীনা ঘোষ** স্বামী প্রতাপ চন্দ্র ঘোষ সাকিম তিন্না, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯ মহাশয়াকে বিক্রয় করি। গ) ইং 19/07/2024 তারিখে এ.ডি.এস.আর, পান্ডুয়া, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-3802/2024 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **রীনা ঘোষ** স্বামী প্রতাপ চন্দ্র ঘোষ সাকিম তিন্না, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯ মহাশয়াকে বিক্রয় করি।

তপশীল – জেলা হুগলী, থানা পান্ডুয়া, মৌজা তিন্না, জে.এল. 45, হাল 170 খতিয়ানে, সাবেক তথা হাল 307 দাগে শালি জমি ষোল আনায় 26 শতকের মধ্যে 17 $^{2}/_{3}$ শতক ও সাবেক তথা হাল 2233 দাগে শালি জমি ষোল আনায় 40 শতকের মধ্যে 26 $^{2}/_{3}$ শতক এবং সাবেক তথা হাল 321 দাগে শালি জমি ষোল আনায় 26 শতকের মধ্যে 17 $^{1}/_{3}$ শতক আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, **১) রীনা ঘোষ** স্বামী প্রতাপ চন্দ্র ঘোষ **২) গীতালী ঘোষ** স্বামী স্বপন কুমার ঘোষ উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পান্ডুয়া অফিসে আবেদন করিয়াছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **প্রতাপ চন্দ্র ঘোষ**
স্বপন কুমার ঘোষ

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

শ্রী অমিত মাজি পিতা অশোক মাজি সাকিম আয়মা চাঁপশারা, পোঃ মহিষটিকরী, থানা হরিপাল, জেলা হুগলী, পিন ৭১২২২৩ বিগত ইং 22/03/2022 তারিখে ডি.এস.আর.-I হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-3860/2022 নং আমমোক্তার দলিলমুলে আমার মক্কেল **শ্রীমতী শম্পা মাজি** স্বামী শ্রী অমিত মাজি সাকিম আয়মা চাঁপশারা, পোঃ মহিষটিকরী, থানা হরিপাল, জেলা হুগলী, পিন ৭১২২২৩ মহাশয়াকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্নিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তার নামা বলে আমার মক্কেল বিগত ইং 31/01/2024 তারিখে এ.ডি.এস.আর., সিঙ্গুর, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-452/24 নং দলিল মূল্যে **শ্রী রবীন্দ্রনাথ বেরা,** পিতা ৺গনেশ চন্দ্র বেরা, সাকিম কানগই, পোঃ মহিষটিকরী, থানা হরিপাল, জেলা হুগলী, পিন ৭১২২২৩ মহাশয় কে বিক্রয় করেন।

তপশিল - জেলা হুগলী, থানা সিঙ্গুর, মৌজা গাজিপুর, জে. এল নং 50, L. R খতিয়ান নং 1459, সাবেক আর.এস. 589 তথা হাল এল.আর. 522 নং দাগে শুনা জমি ষোল আনায় 12 শতক মধ্যে নিজ নামীয় 0.2067 অংশে 01 কাঠা 08 ছটাক 03 বর্গফুট বা কমবেশী 2.48 শতক আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে।

এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, শ্রী রবীন্দ্রনাথ বেরা, পিতা ৺গনেশ চন্দ্র বেরা, উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও সিঙ্গুর অফিসে আবেদন করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

সনৎ কুমার শীল (উকিলবাবু)
জেলা জজ আদালত চুঁচুড়া, হুগলী

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে আমার মক্কেল শ্রী কৃষ্ণ চন্দ্র মন্ডল ঠিকানা- ১১১ সুব্রত পল্লী চাঁপদানী, হুগলী -৭১২২২১, ভদ্রেশ্বর নেতাজি পল্লী এঙ্গাস এর অন্তর্গত ঁ তপন চক্রবর্তীর পরিবার রিনা চক্রবর্তী এবং তার কন্যা ময়ূরিকা ভট্টাচার্য এর নিম্ন তপশীল সম্পত্তি যার পরিমাপ ১ কাটা ৬ ছটাক ৪০ বর্গফুট জমি ক্রয় করিতে ইচ্ছুক, এই জমির যদি অন্য কোন মালিকানা কেউ থেকে থাকেন তাহলে আজ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে আমার মক্কেল এর নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করবেন বা ফোন ৮৩৮৯৮৫৭৮২৮ / ৯৯০৩৩৫৯৭৫৫ নাম্বারে যোগাযোগ করিবেন।

সনৎ কুমার শীল
উকিলবাবু
জেলা জজ আদালত
চুঁচুড়া, হুগলী

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল বেবীরাণী মন্ডল, স্বামী- ঁ যুগলপদ মন্ডল, মিনতি মন্ডল ও বৈজয়ন্তীমালা মন্ডল, উভয়ের পিতা- ঁ যুগলপদ মন্ডল, সকলের সাং ও পোঃ-গাজনা, থানা- হাঁসখালী, জেলা- নদীয়া। হাঁসখালী থানার অধীন ১৮ নং গাজনা মৌজায় খতিয়ান নং এল.আর. ১৫৯২, ১৫৯৩, ১৫৯৪, ১৫৯৫, ১৫৯৬, দাগ নং ১৫৭৫, ১৫৭৬, ১৫৭৭, পরিমান- ১৮৪ শতক জমি গত ইংরাজী ১৩/০৩/১৯৮৬ তারিখে হাঁসখালী এস.আর. অফিসের IV-২ নং আমমোক্তারনামাবলে তপন কুমার মন্ডল ও সুকেশ কুমার মন্ডল, উভয়ের পিতা- ঁযুগলপদ মন্ডল মহাশয়দ্বকে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছেন। বর্তমানে রেকর্ডে নোটিশ নং ১৫৩১০, ১৫৩১৮, ১৫৩২৯, ১৫৩৩০ রেকর্ড হইবে। এই বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৭ দিনের মধ্যে হাঁসখালী বি.এল. আর.ও. অফিসে অথবা আমার সহিত ৮৯১৮৬০১২৩৭ নম্বরে যোগাযোগ করিবেন, অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।

শ্রেতম রায়,
এ্যাডভোকেট,
জজ কোর্ট, কৃষ্ণনগর, নদীয়া ।

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

১)মায়া চ্যাটার্জী স্বামী ৺অসিত চ্যাটার্জী ওরফে অসিতবরন চ্যাটার্জী সাকিম ১৫৬ গোবিন্দ মুখার্জী লেন, বৈদ্যবাটি, শ্রীরামপুর, হুগলী, পিন ৭১২২২২, **২) বৈশাখী চক্রবর্তী** স্বামী অরূপ চক্রবর্তী পিতা ৺অসিত চ্যাটার্জী ওরফে অসিতবরন চ্যাটার্জী সাকিম ৫১/ডি/১ কুমিরজলা রোড, শ্রীরামপুর, হুগলী, পিন ৭১২২০৩ **৩) ঋর্ণা ব্যানার্জী** স্বামী সৈকত ব্যানার্জী পিতা ৺অসিত চ্যাটার্জী ওরফে অসিতবরন চ্যাটার্জী সাকিম সত্যনারায়নতলা, বালী, হাওড়া, পিন ৭১১২০৫, বিগত ইং 29/05/2023 তারিখে ডি.এস.আর-I, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-4829/2023 নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমাকে (**দেবাশীষ মুখার্জী** পিতা ৺ভোলানাথ মুখার্জী সাকিম গোয়াড়া, সিমলাগড়, পান্ডুয়া, হুগলী, পিন ৭১২১৩৫) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্ণিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমি বিগত ইং 24/07/2024 তারিখে ডি.এস.আর-II, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-2325/2024 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **তুষার কান্তি মন্ডল** পিতা ৺কার্ত্তিক মন্ডল সাকিম বৈঁচীগ্রাম, পান্ডুয়া, হুগলী, পিন ৭১২১৩৫, মহাশয়কে বিক্রয় করি।

তপশীল – জেলা হুগলী, থানা পান্ডুয়া, মৌজা বৈঁচীগ্রাম, জে.এল. 20, হাল 3115 খতিয়ানে, সাবেক 5406 তথা হাল 5683 দাগে শালি জমি ষোল আনায় 19 শতক এবং হাল 1298 খতিয়ানে, সাবেক 5404 তথা হাল 5681 দাগে শালি জমি ষোল আনায় 09 শতক, একুনে দুইটি দাগে মোট 28 শতক আমমোক্তারকৃত সম্পত্তির মধ্যে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে।

এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, **তুষার কান্তি মন্ডল** পিতা ৺কার্ত্তিক মন্ডল, উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পান্ডুয়া অফিসে আবেদন করিয়াছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **দেবাশীষ মুখার্জী**
আমমোক্তার

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

জেলা হুগলীর ডিষ্ট্রীক্ট জজ আদালত
মোকাম - চুঁচুড়া

২০২৩ সালের ৬৮ নং মিস কেস মোকর্দ্দমা

দরখাস্তকারিনী:- শ্রীমত্যা সাগরিকা দিকপতি উপাধ্যায়, স্বামী – ঁজীমুত বাহন উপাধ্যায়, পিতা - শ্রী উদয় চাঁদ দিকপতি, সাকিম - এস.সি সুরলেন, বাগবাজার, সুরপাড়া, পোঃ ও থানা – চন্দননগর, জেলা - হুগলী, পিন - ৭১২১৩৬, হাল সাকিম - কুন্ডুঘাট লেন, চন্দননগর, পোঃ ও থানা চন্দননগর, জেলা - হুগলী, পিন- ৭১২১৩৬।

অত্র মোকর্দ্দমার দরখাস্তকারিনী তাহার একমাত্র নাবালক পুত্র সন্তান **সুভাঙ্গ উপাধ্যায়,** পিতা- ঁজীমুত বাহন উপাধ্যায় তাহার পিতা জীমুত বাহন উপাধ্যায় মহাশয়ের পরলোকগমনের পর তাহার ওয়ারিশ বিধায় প্রাপ্ত ১/৪ রকম অবিভক্ত অংশ যাহা নিম্ন তপশীলে বিশদভাবে বর্নিত হইল তাহা বিক্রয় করিবার নিমিত্তে অনুমতি লইবার প্রার্থনায় অত্র আদালতে অত্র মিস কেস মোকর্দ্দমা দাখিল করিয়াছেন। উক্ত মোকর্দ্দমার বিষয় ও নিয়ম সমূহ সম্পর্কে কাহারোর কোনরূপ ওজর আপত্তি থাকিলে বা কাহারোর কোনরূপ স্বার্থ সংশ্লিষ্ট হইলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার দিন হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উপরিলিখিত আদালতে নিজে বা কোন উকিলবাবুর দ্বারা হাজির হইবেন। অন্যথায় উক্ত মোকর্দ্দমার আইনানুগ শুনানী হইবে। ইহাতে কাহারোর কোনরূপ ওজর আপত্য রহিল না বা রহিবে না।

তপশীল সম্পত্তি

জেলা ও ডিষ্ট্রীক্ট সাব-রেজিষ্ট্রী অফিস হুগলী, এ্যাডিসনাল ডিষ্ট্রীক্ট সাব-রেজিষ্ট্রী অফিস চন্দননগর, থানা- চন্দননগরের এলাকাধীন, চন্দননগর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের অন্তর্গত ১৪ নং ওয়ার্ডে জে.এন.সুর রোডস্থিত, ৫৭ নং হোল্ডিং ভুক্ত সীট নং ১১ চন্দননগর মৌজাস্থিত জে.এল. নং - ১, রিভিশনাল সেটেলমেন্ট স্বত্বলিপির ৭৫৫ নং দাগে তথা এল.আর. সেটেলমেন্ট স্বত্বলিপির ২৭৭৫ নং খতিয়ানভুক্ত, এল.আর. সেটেলমেন্ট স্বত্বলিপির ১২২৮ নং দাগে বাস্তু সম্পত্তি পরিমান ১৲ ষোল আনায় .১৪৬ একর সম্পত্তির মধ্যে ০.০৩৭ একর তন্মধ্যে নাবালক **সুভাঙ্গ উপাধ্যায়ের** ১/৪ রকম অবিভক্ত অংশে ০.০১০ (শূন্য দশমিক শূন্য এক শূন্য) একর সম্পত্তি মায় তদুপরিস্থিত গৃহাদী সহ মায় যাবতীয় প্রকার ইজমেন্ট স্বত্বাদী সহ সম্পত্তি হইতেছে।

দরখাস্তকারীর পক্ষে
শ্রী দীপাঞ্জন ভট্টাচার্য্য (এ্যাডভোকেট)
আদালতের অনুমত্যানুসারে
শ্রীচরণ সিং (সেরেস্তাদার)
জেলা হুগলীর ডিষ্ট্রীক্ট জজ আদালত
মোকাম - চুঁচুড়া

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

১)শ্রীমত্যা গীতা গোস্বামী ২)শ্রী প্রনব কুমার গোস্বামী ১ নং এর স্বামী ও ২ নং এর পিতা স্বর্গীয় তারাপদ গোস্বামী উভয়ের সাকিম তামলিপাড়া, পোঃ ও থানা বলাগড়, জেলা হুগলী, পিন ৭১২৫০১, পঃবঃ, **৩)শ্রী প্রবীর কুমার গোস্বামী** পিতা স্বর্গীয় তারাপদ গোস্বামী, সাকিম চ্যাটার্জী বাগান, পোঃ ও থানা চুঁচুড়া, জেলা হুগলী, পিন ৭১২১০২, পঃবঃ, **৪) শ্রীমতী কৃষ্ণা মুখার্জী** পিতা স্বর্গীয় তারাপদ গোস্বামী স্বামী শ্রী অলোক মুখার্জী সাকিম কামালপুর, পোঃ খামারগাছি, থানা বলাগড়, জেলা হুগলী, পিন ৭১২৫১৫, পঃবঃ, **৫)শ্রীমতী কাবেরী গোস্বামী (মুখার্জী)** পিতা স্বর্গীয় তারাপদ গোস্বামী স্বামী শ্রী অমিত কুমার মুখার্জী সাকিম ব্যান্ডেল ষ্টেশন রোড, পোঃ ব্যান্ডেল, থানা চুঁচুড়া, জেলা হুগলী, পিন ৭১২১২৩, পঃবঃ, বিগত ইং 25/07/2023 তারিখে ডি.এস.আর.-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-7240/2023 নং আমমোক্তার দলিলমুলে আমার মক্কেলগণ **(১)শ্রী মহাদেব দাস** পিতা স্বর্গীয় বেঁচারাম দাস **২)শ্রী রাজু সুর** পিতা স্বর্গীয় সুভাস সুর উভয়ের সাকিম তামলিপাড়া, পোঃ ও থানা বলাগড়, জেলা হুগলী, পিন ৭১২৫০১, পঃবঃ, **৩)শ্রী দিলীপ ঘোষ** পিতা শ্রী তারক ঘোষ সাকিম প্রতাপপুর, পোঃ পাঁচপাড়া, থানা বলাগড়, জেলা হুগলী, পিন ৭১২৫০১, পঃবঃ, **৪)শ্রী সৌমেন দাস** পিতা শ্রী সুজয় দাস সাকিম চাঁদরা মিত্র কলোনী, পোঃ শ্রীপুর বাজার, থানা বলাগড়, জেলা হুগলী, পিন ৭১২৫১৪, পঃবঃ, **৫)শ্রী রাজীব চক্রবর্ত্তী** পিতা স্বর্গীয় শ্যামল চক্রবর্ত্তী সাকিম ও পোঃ মিলনগড়, থানা বলাগড়, জেলা হুগলী, পিন ৭১২৫০১, পঃবঃ) মহাশয়গণকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্নিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তার নামা বলে আমার মক্কেলগণ বিক্রয় করিতেছেন।

তপশিল - জেলা হুগলী, থানা বলাগড়, মৌজা তামলিপাড়া, জে. এল নং 106, L. R খতিয়ান নং 46, হাল এল.আর. 118 নং দাগে 07 শতক ও 118/227 নং দাগে 33 শতক, একুনে দুইটি দাগে মোট 40 শতক বা কমবেশী 24 কাঠা শুনা ও বাগান জমি আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, উক্ত জমি আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়ের পর, ক্রেতাগণ তাহাদের খরিদা সম্পত্তিতে নিজ নিজ নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর. ও বলাগড় অফিসে আবেদন করিতে পারিবেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

সনৎ কুমার শীল (উকিলবাবু)
জেলা জজ আদালত চুঁচুড়া, হুগলী

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, জেলা নদীয়া, থানা ও A.D.S.R. অফিস রানাঘাট, ১৫৫ নম্বর রানাঘাট মৌজার ৪৪১৩৩ খতিয়ান নম্বরে L. R. ৫১৬৪ দাগে ০.৮১৫ শতক জমি ও L.R. ৫১৬২ দাগে ০.৫০ শতক জমি মুনমুন দাসের পক্ষে গত ইংরাজীর ২২/১২/২০২৩ তারিখে A.D.S.R. রানাঘাট- ১ নং অফিসে ৮৯২১/২৩ নম্বর আমমোক্তার বলে শ্রী দীপঙ্কর ভট্টাচার্য্য, পিতা- ঁ তাপস কুমার ভট্টাচার্য্য হইতে আমার মক্কেল সন্তোষ মন্ডল, পিতা শ্রী নারায়ন চন্দ্র মন্ডল ও শ্রীমতী রিমা দাস, স্বামী- সন্তোষ মন্ডল গত ইংরাজীর ১৮/০৬/২০২৪ তারিখে A.D.S.R. রানাঘাট - ১নং অফিসে ৪৫১৯ নং বিক্রয় কোবলাবলে উপরোক্ত দাগের জমি খরিদ করেন । উপরোক্ত জমির বিষয়ে কারোর কোন অভিযোগ থাকলে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে B.L.& L.R.O. রানাঘাট ১নং রানাঘাট, নদীয়া অফিসে যোগাযোগ করিবেন, অন্যথায় পরবর্তীকালে কোন অভিযোগ গ্রাহ্য হইবে না।

সুমিত গুহঠাকুরতা,
এ্যাডভোকেট,
রানাঘাট কোর্ট।

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল শ্রী চিত্তরঞ্জন ঘোষ পিতা প্রয়াত নন্দলাল ঘোষ, গ্রাম : কাঠালবেড়িয়া, পো : বেথুয়াডহরী, থানা : নাকাশিপাড়া, জেলা :নদিয়া, দলিল নং ৩৬১৮-১৯৮৬ সালের এবং ৩৬২৯-১৯৮৬ সালের, ২৩.০৮.২০২৪ তারিখে বেথুয়াডহরী বি এল এবং এল আর ও অফিসের নিকট বেলা ১২.৩০ নাগাদ হারিয়ে গিয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নাকাশিপাড়া থানায় ২৫.০৮.২০২৪ তারিখে উল্লেখ্য জিডি দাখিল করা হয়েছে।
কোনও ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট দলিল সম্পর্কে কোনও দাবি বা খোঁজ পেয়ে থাকলে ৭ দিনের মধ্যে নোটিশ দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে অন্যথায় দাবি অগ্রাহ্য হবে।

জয়দীপ মুখার্জি (অ্যাডভোকেট)
৭, এন পি বি লেন, কলকাতা : ৭০০০১৪
ফোন : ৯৮৩১৩০৭৩৯৬
মেল : joydeep_mookherjee@rediffmail.com

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল শ্রী ভূদেব চন্দ্র মোদক, পিতা- শম্ভুনাথ মোদক, গ্রাম-সালয়া, পোষ্ট-মেখ্যাদা, থানা-কাশিপুর, জেলা-পুরুলিয়া (পশ্চিমবঙ্গ) বিগত ২০০৯ সালে নিবন্ধিকৃত ১৩৯৬ নং কোবলা দলিল মারফৎ খৃষ্টফার জর্জ ওরফে সুনীল দত্ত এবং সুচিৎ দত্ত উভয়ের পিতা প্রেমধন দত্ত এর নিকট হইতে তাদের নিযুক্ত আমমোক্তার সঞ্জীব দত্ত, পিতা-অরুন চন্দ্র দত্ত (দলিল নং.- IV-19 dt.19.03.2009) মারফৎ ক্রয় করেন। যাহার বিবরন জেলা-পুরুলিয়া, থানা- পুরুলিয়া(সদর), জে.এল. নং-৩, ওয়ার্ড নং- ৫, মৌজা-নডিহা মধ্যে খতিয়ান নং ১৩২, হাল প্লট নং-২৪৯, মাপ ৫৭ ডে. এর মধ্যে ২ কাঠা ৬ ছটাক ১৬ বর্গ ফুট।
উক্ত সম্পত্তিতে কাহারো আইনানুগ কোনরূপ আপত্তি বা অধিকার থাকিলে আগামী ৭ দিনের মধ্যে B.L. & L.R.O. পুরুলিয়া ১ অফিসে অথবা অত্র মোবাইল ৯৭৩২২৮৪১৩৬ নং এ যোগাযোগ করিয়া দস্তাবেজ দর্শাইয়া আপত্তি জানাইতে পারিবেন।

আব্দুস সামাদ আনসারী
(উকিল)
জেলা ও দায়রা আদালত
পুরুলিয়া
Enrollment No.-F 646/ Of 2021

বিজ্ঞপ্তি

মহাশয়, আমার মক্কেলগণ ১। সেখ রিয়াজউদ্দিন পিতা-সেখ আব্দুল রউফ, (ঠিকানা সাং- গোপালপ্রসাদ, পোঃ-দ্বারহাটা, থানা- হরিপাল, জেলা- হুগলী), ২। সেখ আকতার আলি পিতা- মরহুম সেখ আমিরুদ্দিন, (ঠিকানা সাং সন্তনপুর, পোঃ- জাগলগড়ী, থানা- জাঙ্গীপাড়া, জেলা- হুগলী), স্থায়ী বাসিন্দা থাকাকালীন হরিপাল ব্লক মধ্যস্থ (জে.এল. নম্বর-৪৩) ডিপাগজা মৌজায় অবস্থিত হাল এল. আর. ৯ নং খতিয়ানে থাকা ৩৫৩ নম্বর দাগে কমবেশী ৩০ (ত্রিশ) শতক সম্পত্তি, অঞ্জলী ঘোষের এর নিকট হইতে ৩৫/২০১৪ নং রেজিষ্ট্রীকৃত পাওয়ারনামা দলিলমূলে পরিমল ঘোষ পিতা- মৃত অমলেন্দু ঘোষ প্রাপ্ত হইয়া উক্ত রেজিষ্ট্রীকৃত পাওয়ার মূলে (এ.ডি.এস.আর হরিপাল, বুক নং IV, ভল্যুম নং I, পাতা (৩৭৩ ৩৮১) গত ইংরাজী ২০১৪ সালের একই অফিসে ২৫শে নভেম্বর তারিখে আমার মক্কেলগণকে ৪১২৫/২০১৪ নং সাফ কোবালা দলিলমূলে কমবেশী ১০ (দশ) শতক সম্পত্তি হস্তান্তর করিবার পর, উক্ত দাগের সম্পত্তি সম্বন্ধে যদি কাহারো কোন দাবী দাওয়া বা আপত্তি থাকে, তাহা হইলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ হইতে ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বি. এল. এ্যান্ড এল আর. ও, হরিপাল অফিসে আসিয়া আপত্তি জানাইতে পারেন, অন্যথায় একতরফা শুনানী হইবে ।

ধন্যবাদান্তে,

Lakrshman Pal
Advocate
Chinsurah, Serampore Court
Reg No - WB-1593/2015

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

১)সেখ মুস্তাক আলি ওরফে সেখ মোস্তাফ আলি, ২) সেখ মুনসুর আলি, ৩) সেখ মুনতাজ আলি ওরফে মন্তাজ আলি, ৪)নাজির আলি ওরফে সেখ নাজির আলি, ৫) সেখ সাবির আলি সকলের পিতা মরহুম সেখ মনোয়ার আলি ওরফে মনোয়ার আলী সর্ব সাকিম নামাজগ্রাম, পান্ডুয়া, হুগলী, পিন ৭১২১৪৯, **৬)আনসুরা বিবি** পিতা সেখ মনোয়ার আলি ওরফে মনোয়ার আলী স্বামী মহঃ রফিক সাকিম শ্রীনগর, রোসনা, পান্ডুয়া, হুগলী, ৭১২১৪৯ বিগত ইং 06/10/2023 তারিখে এ.ডি.এস.আর, পান্ডুয়া, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-5250/2023 নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমাকে (**জাভেদ মিয়াদাদ** পিতা মরহুম আব্দুল হাকিম সাকিম নামাজগ্রাম, পান্ডুয়া, হুগলী, পিন ৭১২১৪৯) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্ণিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমি বিগত ইং 05/02/2024 তারিখে এ.ডি.এস.আর, পান্ডুয়া, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-0578/2024 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **সেখ কামালুদ্দিন** পিতা আব্দুল রহমান, সাকিম মামুদপুর, মগরা, হুগলী-৭১২১৪৮, হাল সাকিম সদর নতুন প্রেস রোড, লালজী খোজা, শেরী, রাজকোট, গুজরাট, পিন ৩৬০০০১, মহাশয়কে বিক্রয় করি।

তপশীল – জেলা হুগলী, থানা পান্ডুয়া, মৌজা নামাজগ্রাম, জে.এল. 104, হাল 4252, 4253, 5254, 4255, 4256 ও 4258 খতিয়ানে, সাবেক তথা হাল 1010 দাগে শালি জমি ষোল আনায় 65 শতকের মধ্যে 4.63 শতক, তন্মধ্যে 2.48 শতক আমমোক্তারকৃত সম্পত্তির মধ্যে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে।

এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, **সেখ কামালুদ্দিন** পিতা আব্দুল রহমান, উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পান্ডুয়া অফিসে আবেদন করিয়াছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **জাভেদ মিয়াদাদ**
আমমোক্তার

নোটিশ

আমার মক্কেল শ্রী অশোক কুমার প্রসাদ, পিতা শ্রী পঞ্চানন প্রসাদ, সাং- ৮৫, এল এন, আটা রোড, চাঁপদানী, পোষ্ট বৈদ্যবাটী, থানা ভদ্রেশ্বর, জেলা হুগলী, পিন ৭১২২২২ গত ইং ২৬/০৪/২০০৫ তারিখে ডি. এস আর- ২. হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ১৩২৬ নং সাফ বিক্রয় কোবালা দলিলমূলে শ্রী সন্তোষ কুমার সাউ এর নিকট হইতে মৌজা দীর্ঘাঙ্গ, জে. এল নং ৪. আর. এস. দাগ নং ৭১৯, আর, এস, খতিয়ান নং ১৪০৮, এল আর দাগ নং ৭৫৭, এল আর. খতিয়ান নং ১১৭১, জমির পরিমাণ ০৭ কাঠা ০৭ ছটাক ১৫ বর্গফুট খরিদ করেন। বর্তমানে আমার মক্কেল উক্ত জমি মিউটেশান করার জন্য আবেদন করেছেন। উক্ত দলিলের বিক্রেতা গত ইংরাজী ১৮/১১/১৯৯৬ তারিখে শ্রীরামপুর এ. ডি. এস. আর ও. তে রেজিষ্ট্রীকৃত ২২১ নম্বর দলিলমূলে সনাতন ঘোষ, পিতা দুলাল চন্দ্র ঘোষ কে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। উক্ত ব্যাপারে যদি কাহারো কোন আপত্তি থাকে তাহা হইলে ২১ দিনের মধ্যে শ্রীরামপুর বি. এল এ্যান্ড এল. আর. ও. অফিসে যোগাযোগ করুন।

Sd/- Prasun Kumar Gupta (Advocate), Serampore Court

নোটিশ

আমার মক্কেল শ্রী সত্য রঞ্জন দাস (আধার নং -৭৮০৯ ৭০০৮ ৯৭৯৩) পিতা প্রয়াত নলিনী রঞ্জন দাস, সাকিন ১ এম সি গার্ডেন রোড, পো : ঘুঘুডাঙ্গা, থানা : দম দম, বর্তমানে নাগেরবাজার, কলকাতা : ৭০০০৩০, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, ঘোষণা করছেন যে তাঁর কাকিমা নাম ঊষা দাস ২৭ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে প্রয়াত হন কোনও সন্তান ব্যতীত, পরবর্তীতে ভাইপো হিসেবে ১৯৫৬ সালের হিন্দু উত্তরাধিকারী আইনের সংস্থান অধীনে কেবল আইনি উত্তরাধিকারী এবং সংশ্লিষ্ট এর সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী হিসেবে বারাকপুর ফার্স্টক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট সমীপে ০৬.০৯.২০২৪ তারিখে এক হলফ নামা দাখিল করেছেন। যদি সত্য রঞ্জন দাস ব্যতীত প্রয়াত ঊষা দাসের সম্পত্তির অন্য কেউ স্বত্বাধিকারী বা আইনি উত্তরাধিকারী থাকেন নোটিশ প্রকাশের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে নিম্নোক্ত ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে অনুরোধ করা হচ্ছে অন্যথায় কোনও দাবি পরবর্তীতে গ্রাহ্য হবে না।

দেব সুন্দর দারিপা, (অ্যাডভোকেট)
৯৬/১, দম দম রোড, থানা : দম দম,
কলকাতা : ৭০০০৭৪
মোবাইল : ৯৮৩১৯৬৩১৫৪

NOTICE

"Notice is given to all that Sri Tapas Paul owner of land measuring about 2 Cottahs 3 sq.ft. be the same a little more or less comprised in Mouza - Krishnanagar, J.L No.28, appertaining to R.S. Dag No. 310/399 (Part) corresponding to L.R. Dag No. 345 under L.R. Khatian No.1013, P.S. Thakurpukur, within the local limits of Joka – 1 Gram Panchayet, District South 24 Parganas. Be it mentioned that Deed being No. 00994 for the year 2003 is lost / misplaced from the custody of owner, General Diary was lodged with Haridevpur Police Station, vide G.D.E. No. 311 dated 04-09-2024. Any person having any objection/claim/trace of the Deed please contact the undersigned within 7 days strictly as advised. Biman Kumar Das & Associates Advocates 12/2, Old Post Office Street,Kolkata–700001. Ph.033-4003-8952. M : 9830238836"

NOTICE

In the Court of Ld. District Judge, Hooghly.
Act VIII No. 53/2023

Take notice that the petitioners **(1) Sri Kalipada Pal,** S/o Gourchandra Pal and **(2) Smt. Shrabani Pal,** W/o Sri Kalipada Pal, D/o Nirmal Chandra Das both residing at Jagannath Bati, P.O.- Sugandha, P.S.- Polba, District - Hooghly, Pin- 712102 has filed one application u/sec 7 of the Guardians and Wards Act, 1890 being **Act VIII Case No.- 53/2023** in the Court of Ld. District Judge, Hooghly at Chinsurah for appointment of **Kalipada Pal** as the guardian of **Suvojit Das**. If any person has objection against the grant of guardianship of **Suvojit Das** in favour of **Kalipada Pal** then he/she should appear in Court either in person or through their agent/ pleader within 30 days from the date of publication of notice for filing objections failing which the application will be decided in accordance with law.

Sankar Tarafdar
(Petitioner's Advocate)
By order of Court
Charan Singh (Sheristadar)
Ld. District Judge Court, Hooghly

NOTICE

Reference Case No : Before the Learned District Delegate at Howrah
SUCCESSION CERTIFICATE CASE NO. 37 OF 2024

Sri Sandip Gupta, son of Late Chakkhan alias Chakkan Lal Gupta, of 14 Raj Ballav Saha Lane, P.O. + P.S + District - Howrah - 711101 .... Petitioner

It is notified for information to all concerns that the aforesaid Petitioner has filed the above referred Succession Case, before the above referred Ld. Court in respect of the movable properties of the deceased, viz Ratan Prasad Gupta, died intestate in unmarried condition on 03.12.2023, leaving behind him his nephews, viz Sri Sandip Gupta, Sri Dipak Gupta and Sri Sarad Kumar Gupta as his legal heirs and executors to inherit his estate including the movable properties, the detail of which is given herein below;-

Detail of Accounts

Sl No. 1 Bank/Post Office Details - **Canara Bank, Howrah Branch**, Account / Policy Detail- **Account being no 95402010006706** Account Holder (Name) - **Ratan Prasad Gupta**, Amount in Rs. Laid in / Death Value - **8,55,797.009 (Rupees Eight Lacs Fifty Five Thousand Seven Hundred and Ninety Seven) only with interest**

Sl No. 2 Bank/Post Office Details - **Indian Bank, (Formerly known as Allahabad Bank) Howrah Main Branch**, Account / Policy Detail - **Account being no. 50020555649** Account Holder (Name) - **Ratan Prasad Gupta**, Amount in Rs. Laid in / Death Value - **3,89,351.00 (Rupees Three Lacs Eighty Nine Thousand Three Hundred and Fifty one) only with interest**

Sl No. 3 Bank/Post Office Details - **Life Insurance Corporation of India**, Account / Policy Detail - **Policy being no. 16934420** Account Holder (Name) - **Ratan Prasad Gupta**, Amount in Rs. Laid in / Death Value - **2,70,000.00 (Rupees Two Lacs Seventy Thousand) only with interest**

If anybody has any claimant and / or claim in regard to the same, then in the case he is directed to appear in person of through authorized representative as per law, before the ld. District Delegate at Howrah within 38 days from the date of publication of this notice, otherwise, an appropriate order will be passed by the aforesaid Ld. Court .

By Order of the Ld. Court
Swagata Paul
Sheristhadar / Registrar
Ld. District Delegate, Howrah

গয়না জগতে ৪৮ বছর পূর্ণ করল আরআর আগরওয়াল জুয়েলার্স

নিজস্ব প্রতিবেদন: গয়না জগতে ৪৮ বছর পূর্ণ করল আরআর আগরওয়াল জুয়েলার্স। এই উপলক্ষে এক সাংবাদিক সম্মেলনে আরআর আগরওয়াল জুয়েলার্সের প্রতিষ্ঠাতা রতন লাল আগরওয়াল জানান, তিনি এই কোম্পানি যখন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তার আকার ছিল এক ছোট গাছের মতোই। তবে দিন বদলের সঙ্গে আজ তা মহীরূপে পরিণত হয়েছে। সঙ্গে এও জানান, কোম্পানির ট্যাগ লাইন হল 'রিশতা ভরসে কা'। প্রকৃত অর্থে, গ্রাহকদের সাথে আস্থার সম্পর্কের কারণে কোম্পানিটি তার ৫ দশকের যাত্রা থেকে মাত্র দুই ধাপ দূরে দাঁড়িয়ে।

আরআর আগরওয়াল জুয়েলার্স তার ৪৮তম বার্ষিকীতে মহিলা এবং পুরুষদের জন্য মহারানি এবং মহারাজা কালেকশন প্রস্তুত করেছে। এর পাশাপাশি, এই উদযাপন উপলক্ষে গ্রাহকদের মেকিং চার্জে ৫০ শতাংশ পর্যন্ত ছাড় দেওয়া হচ্ছে। কেনাকাটা করার সময় কুপন দেওয়া হচ্ছে, যার মাধ্যমে গ্রাহকরা ইউরোপ ট্রিপ, এলইডি টিভি, আইফোন এবং আরও অনেক আকর্ষণীয় উপহার জিততে পারবেন। এই অফারটি কোম্পানির ৬টি শোরুমেই প্রযোজ্য। সংবাদ সম্মেলনে রতন লাল আগরওয়ালের ছেলে রেবতী রমন আগরওয়াল এবং নাতি ঋষভ আগরওয়ালও উপস্থিত ছিলেন।

মহিলা যাত্রীদের নিরাপত্তা জোরাদার করছে পূর্ব রেল

নিজস্ব প্রতিবেদন: মহিলা কামরায় কোনও পুরুষ যাত্রী নয়, এই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই এবার মহিলা নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার প্রস্তুতি শুরু করল পূর্ব রেল।

পূর্ব রেলের পক্ষ থেকে নিত্যযাত্রী বিশেষ করে মহিলাদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে চাইছে পূর্ব রেল। মহিলা যাত্রীদের সুরক্ষা এবং তাদের মর্যাদা বজায় রাখতে ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। পূর্ব রেলের সুরক্ষা বাহিনী (আরপিএফ) মহিলা যাত্রীদের উদ্বেগ দূর করতে এবং একটি সুরক্ষিত ভ্রমণের অভিজ্ঞতা দিতে এই বিষয়ে মহিলা সুরক্ষার অধীনে সতর্কতামূলক প্রচার শুরু করেছে পূর্ব রেল।

২০২৪ সালের অগাস্ট মাস জুড়ে, পূর্ব রেলের আরপিএফ বাহিনী বিভিন্ন ট্রেনের মহিলা কামরায় নিয়মিত ভাবে নিখুঁত অভিযান চালাচ্ছে। যাতে মহিলা বগিগুলিতে অবৈধভাবে ভ্রমণকারী পুরুষ যাত্রীদের গ্রেপ্তার ও বিচার করা সম্ভব হয়। ওই মাসে রেল আইনের ১৬২ ধারায় মোট ১,৭৭৪ জন অপরাধীকে গ্রেপ্তার ও মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং ৩,২৪,৪৫০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে। পূর্ব রেলের তরফে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, মহিলা যাত্রীদের নিরাপত্তা ও মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করে এমন নিয়ম লঙ্ঘন করলে কাউকে বরদাস্ত করা হবে না।

নারী ও শিশু সুরক্ষার জন্য যেসব মূল পদক্ষেপগুলি বাস্তবায়িত করা হয়েছে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ট্রেন এসকর্ট এবং নজরদারি বৃদ্ধি। নজরদারি রাখার জন্য ১২টি মহিলা ইএমইউ স্পেশ্যাল ট্রেন-সহ ৩৩৯টি ট্রেনে নিয়মিত যাতায়াত করছেন আরপিএফ জওয়ানরা।

৭৪টি এক্সপ্রেস ট্রেনে পুরুষ ও মহিলা আরপিএফ কর্মীরা যৌথভাবে সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার অভিযান শুরু হয়েছে। রেলের নিজস্ব নেটওয়ার্ক জুড়ে ১৭০ টি স্টেশনে মোট ৩,৮৯৪ টি সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো হয়েছে। বিশেষত মহিলা যাত্রীদের সুরক্ষার জন্য আরপিএফ দ্বারা ৮৭ টি স্টেশনে ২,২৬৫ টি ক্যামেরা মাধ্যমে সক্রিয়ভাবে কাজ করছে।

পাশাপাশি যাত্রী সচেতনতা এবং সংবেদনশীল বিষয় নিয়েও সতর্ক রয়েছে পূর্ব রেল। রেলের নিজস্ব সুরক্ষা ব্যবস্থা এবং সচেতনতা বাড়াতে স্টেশনে, ট্রেনে এবং স্কুল ও কলেজের মতো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মহিলা যাত্রীদের সচেতনতামূলক প্রচার নিয়মিতভাবে পরিচালিত হয়। এছাড়াও উন্নত পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থার জন্য ট্রেন এসকর্ট এবং যাত্রী ইন্টারফেস অপারেশন চলাকালীন আরপিএফ কর্মীদের ১২৭টি পরিধানযোগ্য ক্যামেরা সরবরাহ করা হয়েছে যা সুরক্ষা পরিস্থিতির রিয়েল-টাইম পর্যবেক্ষণের সুবিধা দেবে।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৪ ২৭ ভাদ্র ১৪৩১ বৃহস্পতিবার

স্বাস্থ্যে অচলাবস্থার মধ্যেই আগামীর বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনের ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজিকর কাণ্ডের জেরে রাজ্যের স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে চলতি অচলাবস্থার মধ্যেই আগামী বছরের বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনের দিনক্ষণ চূড়ান্ত করল রাজ্য সরকার। আগামী বছর ফেব্রুয়ারি মাসের ৫ এবং ৬ তারিখে দুদিনের বাণিজ্য সম্মেলনের আসর বসবে রাজ্যে। এছাড়া চলতি মাসেই দুবাইয়ের ধাঁচে আন্তর্জাতিক শপিং ফেস্টিভ্যালেরও আয়োজন করা হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে প্রস্তাবিত ওই সম্মেলনের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। কিন্তু বৃহস্পতিবার নবান্নে মুখ্যমন্ত্রীর পৌরহিত্যে আয়োজিত শিল্প বৈঠকে ওই সম্মেলনেরও দিনক্ষণ চূড়ান্ত করা হয়েছে। পুজোর মুখেই চলতি মাসের ২০ সেপ্টেম্বর থেকে ২৪ সেপ্টেম্বর চারদিন ধরে ওই মেগা ফেস্টিভালের আয়োজন করা হবে বলে জানানো হয়েছে রাজ্য সরকারের তরফে। বিশ্ব বাংলা কনভেনশন সেন্টার ২০ সেপ্টেম্বর এই উৎসবের উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ।

এদিন, নবান্ন সভাঘরে রাজ্যের বণিক সভা এবং শিল্পপতিদের সঙ্গে বৈঠকে বসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি ওই বৈঠকে বিশ্ব বঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনের সুনির্দিষ্ট তারিখ ঘোষণা করেন। তিনি বৈঠকে উপস্থিত সকল বণিক সভা এবং শিল্পপতিদের সহযোগিতার করার অনুরোধ করেন। পাশাপাশি এরাজ্যে যাতে আরও বেশি সংখ্যক ক্ষুদ্র শিল্প ও অনুসারী শিল্প গড়ে ওঠে, তার জন্য শিল্পপতিদের পাশে চেয়েছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী আশা আগামী তিন মাসের মধ্যে এ রাজ্যে বড় শিল্প গড়ে ওঠার সম্ভাবনা দেখা যাবে। রাজ্য সরকার এর জন্য সব রকম সহযোগিতা করতে প্রস্তুত। শিল্প গড়ার আবেদন করার এক মাসের মধ্যে সেই আবেদন এক জানালা পদ্ধতির মাধ্যমে অনুমতি দেওয়া হবে বলেও মুখ্যমন্ত্রীর এ দিন আশ্বাস দিয়েছেন। আগামী ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে 'ই ডুইং বিজনেস' এর কাজ শেষ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে মুখ্য সচিবের তরফ থেকে। শিল্পপতিদের সুবিধার জন্য যে যে বিষয়গুলি দরকার,তা নিয়ে রাজ্য সরকার এরমধ্যে ভেবে দেখছে। পরিকাঠামোর বিকাশ থেকে একজানালা পদ্ধতি কার্যকর করার মতো বিষয় শিল্পমহলকে বাংলার প্রতি আগ্রহ বাড়িয়েছে। বহু শিল্পপতি বাংলায় লগ্নি করার জন্য এগিয়ে আসছে। এরমধ্যে অনাবাসী ভারতীয় থেকে বিদেশী লগ্নকারীরাও বাংলাকে শিল্পের সেরা গন্তব্য বলে মেনে নিয়েছে। উল্লেখ্য, ২০২৩-এর বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনে ৪ লক্ষ কোটি টাকার কাছে বিনিয়োগ প্রস্তাব আসে। যার জন্য রাজ্যে একের পর এক সম্ভাবনাময় প্রকল্প রূপায়ণ সম্ভব হচ্ছে বলে প্রশাসনের দাবি। জঙ্গলমহল সুন্দরীর মতো প্রকল্প রূপায়ণ করার প্রক্রিয়াও চলছে। তাই আশা করা হচ্ছে ল্যান্ড ব্যাঙ্ক, সুলভে বিদ্যুৎ, উন্নত পরিকাঠামো আর স্থিতিশীল সরকার থাকায় আগামীদিনে বিনিয়োগের বহর বাড়বে। বৈঠকে বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স, ইন্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স-সহ রাজ্য ও জেলা স্তরের সব বণিক সভায় উপস্থিত ছিল। প্রথম সারির শিল্পপতিদের মধ্যে সঞ্জয় বুধিয়া, উমেশ চৌধুরী, সিকে ধানুকা, ওয়াই কে মোদি, সুশীল মোহতা, সুশীল পোদ্দার সুচরিতা বাসু প্রমুখ।

১১ সেপ্টেম্বর, ঠিক এই দিনেই শিকাগো শহরে বিশ্বের বিবেক জাগরণ ঘটিয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। তার ১৩১ বছর বাদে আরজি করকাণ্ডে যখন বিবেক দংশনে 'ক্ষতবিক্ষত', সেই বাঙালিই এদিন সিমলা স্ট্রিট থেকে বিবেক জাগরণ যাত্রায় প্রতিবাদী মিছিলে শামিল হলেন। আর তাতে অংশ নিলেন মিঠুন চক্রবর্তী। ভাঙা হাতে প্লাস্টার। তবুও দমে যাননি। পথে নামলেন মহাগুরু।

বিপুল সম্পত্তির মালিক সন্দীপ ও সঙ্গীতা, দাবি ইডি'র

নিজস্ব প্রতিবেদন: সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আরজি কর কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ডক্টর সন্দীপ ঘোষের একের পর এক সম্পত্তির হিসেব সামনে আসছে। ইডি-র তদন্তে তাঁর যে তালিকা পাওয়া যাচ্ছে তাতে তিনি কার্যত ধনকুবের। কলকাতা মামলায় দুর্নীতির তদন্তকারী ইডি জানিয়েছে, তল্লাশির সময় সন্দীপ ঘোষের বাড়ি থেকে বহু সম্পত্তির নথি পাওয়া গেছে, যা থেকে বোঝা যায় তাঁর কয়েক কোটি টাকার সম্পদ রয়েছে।

ইডি-র তরফে জানানো হয়েছে, কলকাতার বিত্তশালী এলাকায় তাঁর একটি বা দুটি নয় তিনটি বিলাসবহুল ফ্ল্যাট রয়েছে। মুর্শিদাবাদে একটি ফ্ল্যাট রয়েছে তাঁর নামে। শুধু তাই নয়, সন্দীপ ঘোষের স্ত্রী ডক্টর সঙ্গীতা ঘোষের নামে কলকাতায় ২টি ফ্ল্যাট ও একটি ফার্ম হাউস রয়েছে।

এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট মঙ্গলবার জানিয়েছে আরজি কর হাসপাতালে প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের স্ত্রীয়ের যে সম্পত্তি রয়েছে তাতে রাজ্য সরকারের স্বীকৃতি-সহ সঠিক ডকুমেন্ট নেই। ইডি মঙ্গলবার জানিয়েছে, প্রায় অর্ধেক ডজনেরও বেশি সম্পত্তি রয়েছে সন্দীপ ঘোষ ও তাঁর স্ত্রী সঙ্গীতা ঘোষের নামে। এই সম্পত্তির কয়েকটি আবার তাঁদের আত্মীয় ও পরিচিতর নামেও। কলকাতারই ৭টি লোকেশনে মিলেছে সম্পত্তি।

প্রসঙ্গত, আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের দুর্নীতির তদন্ত করছে ইডি। তদন্তকারী সংস্থার মতে, ডক্টর সন্দীপ ঘোষ যখন আরজি কর কলেজে অধ্যক্ষ পদে ছিলেন, তাঁর স্ত্রী একই মেডিক্যাল কলেজে সহকারী অধ্যাপক হিসাবে কর্মরত ছিলেন। সম্প্রতি তাঁর বাড়িতে অভিযান চালানো হলে কোটি টাকার সম্পদের প্রমাণ মেলে। এদিকে তদন্তকারী সংস্থা একের পর এক চাঞ্চল্যকর তথ্য তুলে আনছে। ডক্টর সন্দীপ ঘোষ তাঁর স্ত্রী সঙ্গীতা ঘোষকে ২০২১ সালে সম্পত্তি কেনার অনুমতি দিয়েছিলেন। এরপর থেকে তিনি নিজেও অনেক সম্পত্তি কিনেছেন। এদিকে আবার তল্লাশির সময়, সন্দীপ ঘোষ সম্পর্কিত আরও অনেক অপরাধমূলক নথি এবং ডিজিটাল ডিভাইস বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। যার থেকে প্রাপ্ত তথ্য-প্রমাণে স্পষ্ট বোঝা যায়, দুর্নীতির মাধ্যমে সংগ্রহ করা অর্থ দিয়ে এসব সম্পত্তি কেনা হয়েছে। সরকারি সিলমোহর যুক্ত কাগজ ছাড়াই দুটি সম্পত্তি কিনেছেন তা তল্লাশির সময়েই সামনে আসে। রাজ্য সরকারের আধিকারিকদের অনুমতি ছাড়াই ডক্টর সঙ্গীতা ঘোষ দুটি সম্পত্তি কিনেছেন। এদিকে ইডি আধিকারিকরা সন্দীপ ঘোষ এবং তাঁর স্ত্রী সঙ্গীতা ঘোষের সম্পত্তি এবং ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ চান। সঙ্গীতা ঘোষ নিজে ইডি অফিসারদের কাছে এবিষয়ে সম্পূর্ণ তথ্য দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, সন্দীপের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে লেনদেন সংক্রান্ত সমস্ত নথি জমা দেওয়া হয় সিবিআই অফিসে। সূত্রের খবর, আগামী দিনে ইডি সঙ্গীতা ঘোষকেও জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকতে পারে।

অনুমোদন ছাড়া লোক নিয়োগের আগে বেলেঘাটায় সন্দীপ ঘোষের বাড়িতে তল্লাশি চালায় সিবিআই। তদন্তকারী সংস্থা সন্দীপের বিরুদ্ধে বহু অভিযোগ পেয়েছে। সিবিআই আরও দাবি করেছে, যে ২০২২-২৩ সালে ৮৪জন এমবিবিএস হাউস স্টাফকে বেআইনিভাবে নিয়োগ করা হয়েছিল। নিয়োগ কমিটির অনুমোদন ছাড়াই ওই সময়ে লোক নিয়োগ করা হয়েছে। লাইসেন্স ছাড়াই ৩টি কোম্পানিকে টেন্ডার দেন সন্দীপ ঘোষ। বিনিময়ে বিপুল কমিশন আদায় করেন। এসব অভিযোগের জেরে গ্রেফতার করা হয় সন্দীপ ঘোষকে।

সন্দীপ ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ীর বাড়ি থেকে উদ্ধার বিপুল পরিমাণ সোনা ও হিরে

নিজস্ব প্রতিবেদন: সল্টলেকে সন্দীপ ঘোষ 'ঘনিষ্ঠ' ব্যবসায়ী স্বপন সাহার বাড়ি থেকে উদ্ধার বিপুল পরিমাণ সোনার গহনা। ইডি সূত্রে খবর, প্রায় সাত কোটি টাকার সোনার গহনা এবং হিরে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

ইডি সূত্রে এ খবরও মিলেছে, সল্টলেকের বি ই ব্লকে রয়েছে ব্যবসায়ী স্বপন সাহার বাড়ি। সেই বাড়িতে তল্লাশি চালান ইডি আধিকারিকরা। ওই একই দিনে স্বপনের হুগলির বাড়ি এবং ৭ নম্বর ক্যামাক স্ট্রিটে অবস্থিত আরও একটি বাড়িতে অভিযান চালান ইডির আধিকারিকরা। ইডি সূত্রে খবর, স্বপন সাহার বাড়ি থেকে প্রায় ৯ কিলো ২০০ গ্রাম সোনা ও ১৬৫ ক্যারট হিরে উদ্ধার হয়েছে।

এখানেই শেষ নয়, উদ্ধার হয়েছে ১০ লক্ষ নগদ টাকা। এছাড়াও ইডি ১০ কোটি টাকার ব্যাঙ্ক অ্যাকউন্ট বাজেয়াপ্ত করেছে। ইডি আধিকারিকদের দাবি, স্বপন সাহা এই সকল গহনা ও সোনার উৎসের বিষয়ে পর্যাপ্ত নথি দেখাতে পারেনি। সেই কারণেই বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত বড় অঙ্কের টাকার আর্থিক অনিয়ম ও ঋণের টাকা আত্মসাতের অভিযোগ উঠেছে।

বুধের ভোরে নতুন স্লোগানে ভরে উঠল স্বাস্থ্যভবন চত্বর

নিজস্ব প্রতিবেদন: 'ভোর হল, দোর খোল, দুয়ারে ডাক্তার এলো রে!' এ যেন লালবাজার অভিযানের-ই রিপ্লে। রাতভর স্বাস্থ্য ভবনের সামনে বসে থাকার পর এমনই স্লোগান বুধের সকালে উঠল স্বাস্থ্যভবনের সামনে। ঠিক এমনই ভাবে লালবাজার অভিযানের সময় যেমন ভোরবেলা স্লোগান দিতে দেখা গিয়েছিল আন্দোলনকারীদের। বুধবারেও সেই ট্র্যাডিশন বহন করে চললেন জুনিয়র ডাক্তারেরা। এদিকে জুনিয়ার ডাক্তারদের তরফ থেকে পাঁচ দফা দাবি। বৃষ্টিও তাদের টলাতে পারেনি আন্দোলন থেকে। এই পাঁচ দফা দাবি নিয়ে রাত পেরিয়ে বুদের ভোরেও স্বাস্থ্য ভবনের বাইরেই বসে থাকতে দেখা যায় তাঁদের।

এদিন নজরে আসে শুধু স্লোগান নয়, স্বাস্থ্য ভবনের আশেপাশের দেওয়ালেও রাজ্য সরকারের প্রকল্প দুয়ারে সরকারকে কটাক্ষ করে লেখা নানা স্লোগান। একইসঙ্গে আন্দোলনকারীদের সাফ কথা, যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের দাবি পূরণ না করা হবে, অনির্দিষ্টকালের জন্য অবস্থান বিক্ষোভ চলতে থাকবে।

জুনিয়র চিকিৎসকদের এই দাবির মধ্যে রয়েছে, দ্রুত চিহ্নিত করতে হবে আরজি কর কাণ্ডে জড়িতদের। এর পাশাপাশি হাসপাতালে কর্মরত চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে হবে। অবস্থান বিক্ষোভের মধ্যরাতে স্বাস্থ্য ভবনের সামনে অবস্থান বিক্ষোভে আসেন নির্যাতিতা চিকিৎসক তরুণীর বাবা-মা। নির্যাতিতার মা বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী উৎসবে ফিরতে বলেছেন। আমরা সবথেকে বড় উৎসবের মধ্যেই তো রয়েছি।' নির্যাতিতার বাবা বলেন, 'মেয়ে আমার বিচার পাবেই।' অন্যদিকে, নির্যাতিতার কাকিমা এদিন প্রশ্ন তোলেন, 'পরিবার ক্ষতিপূরণ চেয়েছে, এটা প্রমাণ করতে পারবেন তো মুখ্যমন্ত্রী?'

গত ২৭শে অগস্ট ছাত্র সমাজের ডাকা নবান্ন অভিযানে পুলিশের হাতে গ্রেফতার হওয়ার পর মুক্তিপ্রাপ্ত ১৯৮জন প্রতিবাদীকে কলকাতার আইসিআইসিআর-এ সংবর্ধনা জ্ঞাপন করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

ফিরহাদের বিরুদ্ধে 'শিরদাঁড়া' দেখিয়ে বিক্ষোভ কলকাতা পুরসভার ইঞ্জিনিয়ারদের

নিজস্ব প্রতিবেদন: জুনিয়র চিকিৎসকদের পথে হাঁটলেন কলকাতা পুরসভার ইঞ্জিনিয়াররাও। মেয়রকে প্রতীকী শিরদাঁড়া দেখিয়ে বিক্ষোভ দেখালেন ইঞ্জিনিয়ারদের একাংশ। মেয়র ফিরহাদ হাকিমের বক্তব্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে ইঞ্জিনিয়রদের একাংশের দাবি, কলকাতার মেয়র এবং পুরসভার শিরদাঁড়া ভেঙে গিয়েছে।

গত শনিবার টক টু মেয়রে কলকাতা পুরসভার মেয়র ফিরহাদ হাকিম ইঞ্জিনিয়রদের বিরুদ্ধে একটি বিতর্কিত বক্তব্য রাখেন। তার জেরেই বুধবার বিক্ষোভ দেখান কলকাতা পুরসভার ইঞ্জিনিয়রদের একাংশ। তাঁদের দাবি, মেয়রের শিরদাঁড়া বেঁকে গিয়েছে। তাই এই প্রতীকী শিরদাঁড়া নিয়েই বিক্ষোভে সামিল হয়েছেন তাঁরা। এদিন, কলকাতা পুরসভার প্রচুর ইঞ্জিনিয়র এই বিক্ষোভ কর্মসূচিতে যোগ দিয়েছেন। চিফ ম্যানেজার পার্সনেল সুজয় ভদ্রের বাড়ির সামনে এসে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। বিক্ষোভকারীদের দাবি, গার্ডেনরিচের ঘটনার পর থেকে মেয়র যে ধরণের বক্তব্য পেশ করছেন, দিনের পর দিন তাতে তাঁরা ভীত। এইভাবে তাঁরা ডিউটি করতে পারছেন না।

বিক্ষোভে সামিল এক ইঞ্জিনয়াররা বলেন, 'প্রশাসন শিরদাঁড়া উঁচু করে কাজ করুক। আমরা চাই আরজি করের ছাত্ররা যেভাবে শিরদাঁড়া উঁচু করার কথা বলেছেন সবার যেন তাই থাকে। কলকাতা কর্পোরেশনের অফিসাররা যেভাবে মেরুদণ্ড বিকিয়ে কাজ করছেন তাঁর বিরুদ্ধে আমরা রাস্তায় নেমেছি।' আরও এক বিক্ষোভকারী ইঞ্জিনিয়র বলেন, 'আমরা কাজ করতে গিয়ে প্রচুর অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি। কাজে গিয়ে বাধার সামনে পড়ছি। এদিকে সব কিছুতে ইঞ্জিনিয়রদের দোষ দেওয়া হচ্ছে। চালাচ্ছে তো প্রশাসন। আমাদের যা বলছে সেই অনুযায়ী কাজ করছি। অথচ বলির পাঁঠা হচ্ছি আমরা।'

আরজি কর ঘটনায় চার ইন্টার্নকে তলব সিবিআইয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ঘটনার পর নির্যাতিতার দেহ কীভাবে উদ্ধার হয় এবং দেহ উদ্ধারের পর কী কী হয়েছিল, সেই ঘটনাক্রম জানা তদন্তের স্বার্থে অত্যন্ত জরুরি সিবিআই আধিকারিকদের। আর সেই কারণেই এবার আরজি কর মামলায় চার ইন্টার্নকে তলব করে সিবিআই। তলব পেয়ে বুধবার সকালেই ওই চার ইন্টার্ন সিবিআই দফতরে হাজিরাও দেন। এই চারজনের একজন আগেই পৌঁছে যান সিবিআই দফতরে। সূত্রের খবর, তাঁদের কাছ থেকে ঘটনার দিন নির্যাতিতার দেহ উদ্ধার হওয়ার পরের ঘটনাক্রম জানার চেষ্টা করেন গোয়েন্দারা। ঘটনার পর প্রাথমিকভাবে যে ঘটনাক্রম জানা যায়, ৮ অগস্টে নাইট ডিউটি ছিল তরুণী চিকিৎসকের। খাওয়া দাওয়ার পর জরুরি বিভাগে চার তলার সেমিনার হলে ঘুমিয়ে পড়েন। সেই রাতে এক ডেলিভারি অ্যাপ থেকে খাবার অর্ডার দিয়ে আরও চারজনের সঙ্গে খাবার খেয়েছিলেন ওই তরুণী। তদন্তে জানা যায়, সেই চারজনের মধ্যে একজন হাউজস্টাফ এবং তিনজন চিকিৎসক। সুপ্রিম কোর্টে ইতিমধ্যেই তথ্য প্রমাণ নষ্টের অভিযোগ তুলেছেন তদন্তকারীরা। ক্রাইম সিন নষ্টের অভিযোগ তোলা হয়। সেক্ষেত্রে সাক্ষ্যের বয়ান তদন্তের স্বার্থে অত্যন্ত জরুরি। আর সেই কারণেই চার ইন্টার্নকে তলব করেন তদন্তকারীরা।

বার্ড ফ্লু'র সংক্রমণ বৃদ্ধি, বাংলা-ওডিশা সীমান্ত বন্ধের নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন বাংলা-ওডিশা সীমান্ত সিল করা হোক এমনই কড়া নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এরপরই ফাঁক রাখতে নারাজ পুলিশ। ২৪ ঘণ্টাই দিঘা বর্ডারে চলছে নানা চেকিং। কারণ, বাংলার প্রতিবেশী রাজ্য ওডিশা। আর সেখানে হানা দিয়েছে 'বার্ড ফ্লু'। এদিকে অভিযোগ উঠেছে, ওডিশার অসুস্থ মুরগি বাংলায় ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ব্যবসার স্বার্থেই এমন কাজ করা হচ্ছে বলে অভিযোগ। ওডিশার এই অসুস্থ মুরগি বাংলায় ঢোকাচ্ছে কিছু অসাধু ব্যবসায়ী। এমনকি রেলপথের মাধ্যমেও যাতে ওডিশার মুরগি বাংলায় ঢুকতে না পারে তাঁর জন্য রেলের সঙ্গে বৈঠক করারও নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যসচিবকে।

ইদানিং রাজ্যের নানা প্রান্তে বার্ড ফ্লু আক্রান্তের খবর মিলেছে। সামনে দুর্গাপুজো। এই পরিস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রী আগাম সতর্ক করে জানান, 'আমার কাছে খবর এসেছে ওডিশায় বার্ড ফ্লু ভয়ানক আকার ধারণ করেছে। তারপরও মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম এই সীমানা দিয়ে কিছু অসাধু ব্যবসায়ী বাংলায় অসুস্থ মুরগি নিয়ে আসছেন। ব্যবসা করার ক্ষেত্রে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু পচা জিনিস নিয়ে এসে মানুষকে অসুস্থ করে ফেলা সমর্থনযোগ্য নয়। আমি অফিসারদের নির্দেশ দিচ্ছি, সীমান্ত সিল করা হোক। যাতে ওডিশার মুরগি বাংলায় না ঢোকে।' একইসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় সরকার এবং বিএসএফ-কে কড়া নির্দেশ দেন। তাঁর বক্তব্য, 'কয়লা, গরু, বালি পাচার দেখার দায়িত্ব বিএসএফের। কেন্দ্রীয় সরকার এবং বিএসএফকে বলব সীমানা কড়া হাতে রক্ষা করুন। কেউ টাকা খেয়ে পাচার করবে আর আমাদের সরকার তার বদনাম কুড়াবে এটা চলতে পারে না। সীমান্ত সুরক্ষা দেওয়ার কাজ বিএসএফের। এখানে কোনওরকম গাফিলতি চলবে না। আমি পুলিশকেও বলব চোখ কান খোলা রাখতে। যাতে এমন কোনও কাজ হতে না পারে।' এদিকে কয়েকদিন বাদেই দুর্গাপুজো পালিত হবে রাজ্যজুড়ে। সেখানে অসুস্থ হলে পুজো মাটি হয়ে যাবে। তাই মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, 'ওডিশায় অসুখ সেরে গেলে আমরা ওদের জিনিস নেব। কিন্তু মানুষকে বিপদে ফেলে এটা করতে দেওয়া যায় না। বার্ড ফ্লু যতক্ষণ না ঠিক হচ্ছে ততক্ষণ রাজ্য সরকারের সব নির্দেশ মানতে হবে।'

বিরূপাক্ষের বিরুদ্ধে বিপুল অভিযোগ সাগরদত্ত মেডিক্যালের অধ্যক্ষেরও

নিজস্ব প্রতিবেদন: স্বাস্থ্য বিভাগে থ্রেট কালচার এখন সংবাদ শিরোনামে। এবার এই ইস্যুতে প্রকাশ্যে মুখ খুললেন সাগরদত্ত মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ পার্থপ্রতিম প্রধান। টোকাটুকি থেকে তোলাবাজি-নৈরাজ্য চলত সাগরদত্ত মেডিক্যাল কলেজে। বাধা দিলে জুটত বদলির হুমকি। বিরূপাক্ষ-বাহিনীর দাপটে ত্রস্ত থাকতে হতো বিভাগীয় প্রধানদেরও। ডিএমই, স্বাস্থ্য ভবনের শীর্ষ কর্তাকে জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি বলে অভিযোগ করছেন অধ্যক্ষ।

এই প্রসঙ্গে সাগরদত্তের অধ্যক্ষ পার্থপ্রতিম প্রধান জানান, 'এখানকার যা পরিস্থিতি আমি এসে ফেস করেছি, সেটা অকল্পনীয়। দীর্ঘ ৩০ বছরের শিক্ষক জীবনে আমাকে এই ধরনের অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হয়নি। ২০২২ সালে আসার পর থেকেই একটা নাম বারবার আমার কাছে আসত, তাঁকে আমি কখনও চোখে দেখিনি। নাম বিরূপাক্ষ বিশ্বাস। তিনি এখানে দুটো ঘর দখল করে ছিলেন। ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে কম অভিযোগ পেয়েছি, যাঁরা অন্যান্য ক্যাটাগরি অফ স্টাফ, তাঁদের থেকেই বেশি অভিযোগ পেয়েছি।'

সাগরদত্তের অধ্যক্ষের অভিযোগ যে একটা তা নয়। বহুবিধ। যেমন, কে কোন ক্লাস করাবেন, কে করবে, কে হস্টেল পাবে কি পাবে না, সে সব কিছু ঠিক হত বিরূপাক্ষের সিদ্ধান্তেই। তিনি বলেন, 'আমি নিজে পদক্ষেপ করি। আমি বলেছিলাম লিখিত অভিযোগ জানাতে। কিন্তু কেউ ভয়ে লিখিত দেয়নি। এখনও পর্যন্ত যা যা লিখিত পড়েছে, তা স্বাস্থ্যভবনে জমা দেওয়া হয়েছে। জুলাই মাসে এক ছেলেকে বুঝিয়ে অভিযোগ দায়ের করাই। বরানগর থানার পুলিশ তার অভিযোগের ভিত্তিতে একজনকে গ্রেফতার করে। তাঁর বিরুদ্ধে আনঅথারাইজড কার্যকলাপের অভিযোগ ছিল। কিন্তু তারপর থেকে আড়াই বছরে আমি ও আমার স্টাফরা বিভিন্নভাবে হেনস্থার শিকার হই। ছাত্রছাত্রীদের ক্লাস করতে দেওয়া হয় না, তাদের মিটিং মিছিলে ব্যস্ত রাখা হয়। মার্কস কম পায়। অনেক বিভাগীয় প্রধান বলেও ফেলেন। এরপর তাঁরা থ্রেটও পেতেন।' শুধু তাই নয়, অভিযোগ, টুকলি করলে কাদের ধরতে হবে, আর কাদের ধরা যাবে না, সেটাও ঠিক করে দিত বিরূপাক্ষবাহিনী। এরই পাশাপাশি সাগরদত্ত মেডিক্যালের এক করণিক জানান, 'কলেজের প্রিন্সিপ্যালের নির্দেশে গার্ড দিতে হয়। সেখানেও বাধার সম্মুখীন হতে হয়। সেই ফুটেজ সিসিটিভি ক্যামেরাতেও রয়েছে। যদি টুকলি তোলা হয়, তাহলে রীতিমতো থ্রেট দেওয়া হয় কেন টুকলি তোলা হয়েছে? সেটা ওরাই ঠিক করে দেবে কার টুকলি তোলা হবে, কার নয়। আর তা হতো বিরূপাক্ষ বাহিনীর দলের নির্দেশেই। এখানে রয়েছে। প্রত্যেকেই মেধাবী ছাত্র। তাদের রেজাল্ট সেকথাই বলছে। কিন্তু এখানে এসেই ইউনিয়নে ঢুকে গেল।'

রাজ্যকে হুঁশিয়ারি সর্বভারতীয় চিকিৎসক সংগঠনের

নিজস্ব প্রতিবেদন: বুধবার স্বাস্থ্য ভবনের বাইরে বিক্ষোভ আন্দোলনে বসে জুনিয়ার ডাক্তারেরা। এই পরিস্থিতিতে এবার রাজ্যকে সর্বভারতীয় চিকিৎসক সংগঠনগুলি দিল কড়া বার্তা। কাজে ফেরা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের বিক্ষোভরত ডাক্তারদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিলে দেশ জুড়ে ফের আন্দোলনে নামতে পারেন তাঁরা।

ফেডারেশন অফ রেসিডেন্ট ডক্তারস অ্যাসোসিয়েশন এবং অল ইন্ডিয়া রেসিডেন্টস অ্যান্ড জুনিয়র ডক্তরটস জয়েন্ট অ্যাসোসিয়েশন ফোরাম-এর তরফ থেকে হুঁশিয়ারির সুরে স্পষ্ট জানানো হয়, জুনিয়র চিকিৎসকদের কর্মবিরতির জেরে রোগী মৃত্যুর যে হিসেব সুপ্রিম কোর্টে দেওয়া হয়েছে ভুল। চিকিৎসক সংগঠন দু'টির অভিযোগ, চিকিৎসকদের কাজে ফেরাতে যেভাবে পরোক্ষ চাপ দেওয়া হচ্ছে। এমনই এক প্রেক্ষিতে খুব দ্রুত সব রাজ্যের রেসিডেন্ট ডক্টরস-রা বৈঠক ডাকতে চলেছে। ওই বৈঠকেই ঠিক হবে পরবর্তী কর্মসূচি।

সুপ্রিমকোর্টে আরজি কর মামলায় দ্বিতীয় দিনের শুনানির পর নিরাপত্তা পরিকাঠামো সুনিশ্চিতের আশ্বাসের ভিত্তিতে সর্বভারতীয় স্তরে কর্মবিরতি প্রত্যাহার করে চিকিৎসক সংগঠনগুলি। সংগঠনের অভিযোগ, এখনও চিকিৎসকদের কোনও দাবি মেটেনি।

সম্পাদকীয়

বিকল্প পদ্ধতি না থাকলে, প্রচলিত পদ্ধতিতেই শাসনভার দিতে হবে

এক শোষক শক্তির বদলে আর এক শোষক শক্তি। রাষ্ট্রের হাতেই পুলিশ, রাষ্ট্রের হাতেই অস্ত্র, রাষ্ট্রের হাতেই অর্থ। আর মানুষেরই কি অন্তর্লীন প্রবণতা নয় সেই সমস্ত সম্পদ এক বার হাতের নাগালে পেলে উন্মত্ত হার্মাদ হয়ে উঠে অপরের নিপীড়ন? সেই চিরপুরাতন বচনের কাছেই কি তবে ফিরে আসা, যে-ই যায় ক্ষমতায় সে-ই হয় নিপীড়ক? এর থেকেও একটা ভয়ের কথা থাকতে পারে। রাষ্ট্রের ক্ষমতা, কিংবা আইনের শাসন, এই শব্দবন্ধগুলির মধ্যেই লুকিয়ে আছে সেই ভয়। সেই ভয়; সামূহিক সামাজিক স্বীকৃতির। অন্যায়কারী অন্যায় করলে তাকে চিনে নেওয়া যায়, কিন্তু আইনের শাসন বে-আইন বা অপ-শাসনের পথে গেলে অনেক সময়ই তাকে চিনতে পারা যায় না, কিংবা চিনেও অসহায় ভাবে নিজেকে তার কাছে সমর্পণ করতে হয়। ভোলা কি যায় যে, রাষ্ট্রীয় গণতন্ত্রের উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গেই এসেছিল হেবিয়াস কর্পাস-এর মতো চেতনাও, যেখানে মানুষের অধিকারকে সম্পূর্ণত খর্ব করার অধিকার অর্পিত হয়েছিল রাষ্ট্রেরই হাতে। বিচারের সঙ্গে সঙ্গেই চলতে থাকে প্রমাণলোপ, সাক্ষী লোপাট, দীর্ঘসূত্রতার নামে বিচারের প্রহসন। সমাজবাদীদের একাংশ বলে আসছেন, এই জন্যই রাষ্ট্র বিষয়টারই বিলোপ চাই, রাষ্ট্রকে শুকিয়ে মারার পথ সন্ধানই নাকি জরুরি। কিন্তু সমাজকে পরিচালনা করার উপযুক্ত কোনও বিকল্পও এত দিন যখন উদ্ভাসিত হয়নি, বা যে বিকল্পের ভাবনা শোনা গিয়েছে, তা স্বপন-বয়নের মতো অধরা থেকে গিয়েছে; সেখানে কোন পথটি শ্রেষ্ঠ ও নিরাপদতম রাজপথ, আজও তা অজানা। এই বিরাট অজ্ঞানতার গহ্বর থেকে যদি ফিরে তাকানো যায় আজকের বঙ্গভূমির দিকে, তা হলে পড়ে থাকে একটি কথাই। শাসনের বিকল্প পদ্ধতি যদি জানা না থাকে, তা হলে প্রচলিত পদ্ধতির মধ্যেই শাসককে শাসনভার দিতে হবে। এবং সে ক্ষেত্রে শাসককে বোঝাতে হবে, অন্তত বোঝানোর চেষ্টা করে যেতে হবে যে, এই পর্যন্তই, আর নয়!

শব্দবাণ-৪২

■	■	১			২	■
৩			■	■		■
	■		■	৪		৫
	■	■	■	■	■	
৬	৭		■	৮	■	
■		■	■	৯		
■	১০				■	■

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. প্রিয়মিলনের জন্য দুঃখকষ্ট বরণ ৩. ঋতুরাজ ৪. সিংহ রাগে — ফোলায় ৬. নভোমণ্ডল ৯. মধ্য এশিয়ার জাতিবিশেষ ১০. হাজত, ফাটক।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. হৃদয়, মন ২. নারায়ণ ৩. বায়ু, পবন ৫. সপ্তাহের একটি ছুটির দিন ৭. সন্তান, পুত্র ৮. পরাক্রম।

সমাধান: শব্দবাণ-৪১

পাশাপাশি: ২. অল্পবিস্তর ৫. দর্প ৬. তট ৭. ভাব ৮. সেবা ১০. দলমাদল।

উপর-নীচ: ১. মস্ত ২. অদ্বৈতবাদ ৩. বিভু ৪. দরদালান ৯. জমা ১১. লঙ্কা।

জন্মদিন

আজকের দিন

দুর্গা যশরাজ

১৯১২ বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ফিরোজ গান্ধির জন্মদিন।
১৯৭১ বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী দুর্গা যশরাজের জন্মদিন।
১৯৫৮ বিশিষ্ট টিভি ও চলচ্চিত্রাভিনেতা পুনিত ইসারের জন্মদিন।

মাননীয়ার চিন্তা প্রতিবাদীদের সমাবেশে জনভোগান্তি

অশোক সেনগুপ্ত

ক'দিন আগের কথা। রাস্তা বন্ধ করে দুর্গা পুজো করার অভিযোগ উঠেছে কলকাতার একটি বড় পুজো কমিটির বিরুদ্ধে। অভিযোগ, পুলিশকে জানানো সত্ত্বেও তাঁরা কোনও পদক্ষেপ করেনি। গত ২৯ অগস্ট ওই মামলাতেই রাজ্যকে ভর্ৎসনা করল কলকাতা হাইকোর্ট। এ ব্যাপারে হলফনামা জমা দেওয়ার নির্দেশও দিয়েছে আদালত।

আদালত সূত্রে জানা গেছে, হাতিবাগান সর্বজনীন দুর্গাপুজোর বিরুদ্ধে আবাসনের রাস্তা বন্ধ করে প্যান্ডেল তৈরির অভিযোগ উঠেছে। মামলাকারীদের অভিযোগ, ক্ষুদিরাম বোস রোডে বাড়ির উত্তর দিকে একেবারে আবাসনের দরজা বন্ধ করে প্যান্ডেল করছে উদ্যোক্তারা। এমনকী বাড়ি এসে উদ্যোক্তারা চাপ দিচ্ছে, কনসেন্ট দিতে।

রাজ্যকে তীব্র ভর্ৎসনা করে বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজ বলেন, এমনভাবে প্যান্ডেল হলে যে কোনও মানুষের সমস্যা হবে। এই সমস্যা পুজোয় বহু এলাকার মানুষকে ভোগ করতে হয়। যেটুকু ফুটপাত যাতায়াতের জন্য থাকে তাতে বৃদ্ধদের পক্ষে হাঁটাচলা করায় সমস্যা হয়। তারপরে তো মাইকের উপদ্রব রয়েছেই।

মাননীয়া সোমবার নবান্নে চড়া গলায় হুঁশিয়ারি দিয়ে মিছিল থেকে প্রতিবাদীদের বিরত থাকতে বলেছেন। বলেছেন, রাস্তা আটকালে লোকের অসুবিধা হয়। এর পর এই প্রতিবেদক খোঁজ নিলেন কোথায়, কীভাবে রাস্তা আটকে মণ্ডপ হচ্ছে। এর জন্য যাঁরা সমস্যায় পড়ছেন, চুপচাপ হজম করতে বাধ্য হচ্ছেন। থানা-পুলিশ করেও লাভ হচ্ছেনা। আদালতে আর ক'জন যেতে পারছেন? তাহলে মাননীয়া, আপনার ইচ্ছে অনুযায়ীই তৈরি হবে আমজনতার সুবিধা-অসুবিধার চরিত্র?

রাস্তা আটকে মণ্ডপ বা মঞ্চ আজ নতুন কোনও বিষয় নয়। কিন্তু গত এক যুগে সমস্যাটা অনেকটা বেড়েছে। এর প্রথম কারণ, এই সময়কালে লোক এবং গাড়ির সংখ্যা বেড়েছে অনেকটাই। অন্যদিকে, প্রশাসনিক সদিচ্ছার অভাবে মণ্ডপের অবয়ব বেড়েছে বই কমেনি। দ্বিতীয় কারণ, আয়ের আশায় আগের চেয়ে অনেক বেশি লোক মণ্ডপের আশপাশে নানা ধরণের (বিশেষ করে ফাস্ট ফুডের) স্টল দিচ্ছেন। এসবে কেবল সাধারণ মানুষের চলাফেরার পরিসরই কমেনি, কমেছে আলো-বাতাস পাওয়ার অধিকার। অনেক বাড়ির লোক একতলার ঘরের জানলা খুলতে পারছেন না। দোকানের সম্মুখভাগ আটকে রয়েছে স্টল।

রাস্তায় মিছিলের ভিড়ে মানুষের অসুবিধা নিয়ে যে উদ্বেগ মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, তা অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত। তা, এই উদ্বেগ যখন তাঁর দলের সমাবেশ হয়, সেই সময় থাকে না? লেকটাউনে দুর্গাপুজোর রমরমায় ভিআইপি রোডের মতো প্রশস্ত রাস্তাও অচল হয়ে যায়।

২০২৩-এর ২২ আগস্ট নেতাজি ইন্ডোরে পুজো সংক্রান্ত বৈঠকে সুজিত বসুকে রীতিমতো কড়া সুরেই হুঁশিয়ারি দেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলে দিলেন, ধুমধাম করে শ্রীভূমি স্পোর্টিংয়ের পুজোর জন্য যাতে এয়ারপোর্ট যাওয়ার রাস্তায় যানজট না হয়, সেই বিষয়টি সুনিশ্চিত করতে হবে। যদি কড়া হাতে ব্যবস্থা না করা হয়, তাহলে সুজিত বসুর বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেবেন মুখ্যমন্ত্রীই। কোনও কড়া ব্যবস্থা তিনি নেননি, সবাই জানেন। এর পর গত ('২৪-এর) ২৩ জুলাই নেতাজি ইন্ডোরে পুজো সংক্রান্ত বৈঠকে ফের একই নাটক মঞ্চস্থ হয়।

একটি নামী ইংরেজি দৈনিকের সাংবাদিক-পরিবেশবিদ জয়ন্ত বসু লিখেছেন, 'কয়েক বছর আগে দক্ষিণ কলকাতার এক পুজোয় এমন ভাবে পাড়ার বাড়িগুলির গা ঘেঁষে প্যান্ডেল তৈরি করা হয়েছিল যে, পূজা চলাকালীন এক জন অসুস্থ হয়ে পড়ায় প্যান্ডেলের পিছন দিক খুলে, মূর্তি সরিয়ে রোগীকে হাসপাতালে পাঠাতে হয়েছিল। এটাকে বিরল উদাহরণ বলে তর্ক জুড়তে পারেন বারোয়ারি পূজার কর্তাব্যক্তিরা। সে তর্কে না ঢুকে এ কথা বোধ হয় স্পষ্ট করেই বলা যায় যে কলকাতা শহরে দুর্গাপূজার মতো সামাজিক উত্সবের ক্ষেত্রে মাসের পর মাস রাস্তা অর্ধেক বা পুরো বন্ধ রাখার জন্য কমবেশি (কমের ভাগ কম আর বেশির ভাগ বেশি) সমস্যায় পড়েন শহরের আধ কোটি জনসংখ্যার এক বড় অংশ; অভিজ্ঞতা বলে অন্তত পঁচাত্তর শতাংশ! ....

শুধুমাত্র রাস্তা বন্ধ করে প্যান্ডেলই তো নয়; শহরের পুজোগুলি আকারে, প্রকারে ও প্রচারে যত বাড়ছে, রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীদের মদতে পুষ্ট হচ্ছে, ততই লাগামছাড়া হচ্ছে তাদের আড়ম্বর। অনেক পুজোর কর্তাব্যক্তিরাই মনে করছেন, পুজোকে জাঁকজমকে বাড়িয়ে মানুষের অসুবিধা করাটাই আধুনিক পুজোর সাফল্য ও 'স্টেটাস সিম্বল'। পুজোকে ঘিরে যত যানজট, মানুষের থেমে থাকা লাইনের দৈর্ঘ্য যত, ততই তো বাড়তি আমোদ আর 'বড় পুজো'র তকমা!'

(আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৫ অক্টোবর ২০১৮)

কলকাতায় মণ্ডপের জন্য রাস্তা বন্ধ হয়ে যাওয়া বা এর পরিসর তলানিতে ঠেকার নিদর্শন অজস্র। মুখ্যমন্ত্রী এসবে মাথা ঘামাতে নারাজ। উল্টে বেড়েছে ক্লাবগুলোকে পুজোর অনুদানের পরিমাণ। '২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে আগামী বছরের পুজো। এই অনুদান ৮৫ হাজার টাকা থেকে বেড়ে ১ লক্ষ টাকা হবে, সেই আশ্বাসও দিয়ে রেখেছেন মাননীয়া। সঙ্গে বিদ্যুতের বিলের ছাড়। উদ্যোক্তারাও এ বলে আমায় দ্যাখ, তো ও বলে আমায়। প্রতিবাদ করে, কার ঘাড়ে দুটো মাথা?

এই মূহুর্তে দক্ষিণ কলকাতার মুদিয়ালি, শিবমন্দির; এই দুই বড় পুজোর মণ্ডপের কথা মনে পড়ছে। এ ছাড়াও লেক রোডের সমাজসেবী সঙ্ঘ, লেক ভিউ রোডের বালিগঞ্জ কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন। একডালিয়া এভারগ্রিন, সিংঘি পার্ক; তালিকা দীর্ঘ। গত ১৩ আগস্ট গিয়েছিলাম রাজা বসন্ত রায় রোডে। পুজোর বাকি দেড় মাসেরও বেশি। রাসবিহারী সুহৃদ সঙ্ঘের বিশাল মণ্ডপে রাস্তা প্রায় অবরুদ্ধ। এবার ওঁদের পুজোর পঁচাত্তর বছর। বিগ বাজেট। অনুগ্রহ করে মণ্ডপের পাশে এক চিলতে জায়গা ছেড়ে রেখেছেন। ওখানে পাকানো জটে গাড়ির ভেতর আটকে থাকছেন অনেকে। পথচারীরাও যেতে পারছেন না। পুজো যত এগিয়ে আসবে, কী অবস্থা হবে ওখানে মানসচক্ষে বুঝে নিন!

এমনই আর একটি মণ্ডপ পূর্ব যাদবপুরের সন্তোষপুর লেকপল্লীর। বড় বাজেটের পুজো। দখল করা জমির ওপর খরচ করে তৈরি ক্লাবভবন। সংলগ্ন লেক ওয়েস্ট রোড যাতায়তের অগম্য হয়ে ওঠে পুজোর মাস দেড় আগে থেকে। লাগোয়া সন্তোষপুর অ্যাভিনিউ বাইপাস কানেকটর হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ওই রাস্তা দিয়ে বেশ ক'টি বাস রুট রয়েছে। বেশ ক'বছর ধরে পুজোর ক'দিন সরকারি বাস চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এর ফলে প্রতি বছর সমস্যায় পড়েন ওই দীর্ঘ রাস্তার আশপাশে থাকা মানুষজন। অপরিসর মোড়। মাছির মত ভিড়। সন্তোষপুর ভদ্র রোড-সহ পূর্ব যাদবপুরেই অন্তত আধ ডজন রাস্তা পুজোর আগেপড়ে মাস দেড়েক অবরুদ্ধ হয়ে যায়। আর বৃহত্তর কলকাতায় কত হাজার, কে তার হিসেব রাখে?

মাননীয়া সব জানেন, কেবল এই শারদীয় জনভোগান্তির খবর রাখেন না। কারণ, ভোট বড় বালাই। তাতে ক্লাবের ছেলেদের গুরুত্ব অনেক বেশি। পুজো-জলসা প্রভৃতি আয়োজনে ওঁরা যত উল্লাসে থাকে, ততই মঙ্গল। মানুষের যত অসুবিধা কর্মরত চিকিৎসকের নৃশংস ধর্ষণ-খুনের প্রতিবাদ এবং হাসপাতালের সার্বিক নৈরাজ্যে প্রশাসনিক ব্যর্থতার প্রশ্ন তুলে সমাবেশ করলে।

আজ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ১৩০তম জন্মদিন উপলক্ষে শ্রদ্ধার্ঘ্য

জীবদ্দশায় কোনও পুরস্কার পাননি 'তিন বাড়ুজ্জে'র বিভূতিভূষণ

সিদ্ধার্থ সিংহ

প্রখ্যাত ডাক্তার ও রাজনীতিবিদ বিধানচন্দ্র রায় এক সময় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। তাঁর মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে গিয়ে, একটি গরিব ছেলে কী ভাবে তাঁর আনুকূল্য পেয়েছিল, সেই গল্পই ধরা পড়েছে — 'একটি পেরেকের কাহিনী'তে। এ রকম অসামান্য একটি কাহিনি লিখেও যিনি শুধুমাত্র সম্পাদনায় মনোনিবেশ করবেন বলে লেখালিখি থেকে প্রায় হাত গুটিয়ে নিয়েছিলেন, সেই প্রবাদপ্রতিম সম্পাদক সাগরময় ঘোষ বলেছেন, লেখক হতে গেলে বিশেষ করে তিনটি ক্ষমতার অধিকারী হওয়া প্রয়োজন। প্রথমত, প্রচুর পড়াশোনা, মানে বিদ্যা-বুদ্ধি থাকা চাই। দ্বিতীয়ত, জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হবে। আর তৃতীয়ত হল, কতখানি সিমেন্টের সঙ্গে কতখানি বালি মেশালে ইমারত গাঁথা যায়, সেই কলাকৌশলটুকুও জানতে হবে। অর্থাৎ কতখানি বাস্তব ঘটনার সঙ্গে কতটুকু কল্পনার মিশেল দিলে সেটা সাহিত্য হয়ে উঠবে, সে সম্পর্কে অবশ্যই টনটনে জ্ঞান থাকতে হবে।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে এই তিনটি গুণই একেবারে পরিপূর্ণ ছিল। তাঁর ছেলেবেলা কেটেছিল অভাব আর দারিদ্র্যের মধ্যে। তবে তাঁর মনের মধ্যে লেখক হওয়ার বীজ রোপন হয়েছিল সেই সময়, যখন তিনি সবেমাত্র পাঠশালায় যাতায়াত শুরু করেছেন। পাঠশালায় কিছুতেই তাঁর মন বসত না। সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়লেই তাঁর বাবা তাঁকে নিয়ে বেরিয়ে পড়তেন গাছ-গাছালি, পাখ-পাখালির জগতে। চলে যেতেন ইছামতির পাড়ে। এতে সুবিধাই হয়েছিল বিভূতিভূষণের।

একদিন তাঁর হাত ধরে বনমরিচের জঙ্গলের মধ্য দিয়ে প্রকাণ্ড এক গাছের কাছে এসে দাঁড়ালেন তাঁর বাবা। তাঁকে বললেন, এই হল সপ্তপর্ণ জুনিপার গাছ। বুঝেছিস? তোর দাদু এই গাছের বাকল দিয়ে ওষুধ তৈরি করতেন। আর আমি সেগুলো ছেঁচে-বেটে দিতাম।

মাঝে মধ্যে এই গাছ সেই গাছ দেখিয়ে বিভূতিভূষণ তাঁর বাবাকে জিজ্ঞাসা করতেন, বাবা, এই গাছটির নাম কী?

একবার এ রকমই একটি প্রশ্ন শুনে তাঁর বাবা সঙ্গে সঙ্গে গাছটির কাছে গিয়ে বললেন, সে কী রে! তোকে না দু'দিন আগেই এই গাছটি চিনিয়ে দিয়েছিলাম! এই তো সে দিন তোর মায়ের গলা ভেঙে গেল, এই গাছের লতাপাতা থেঁতলে রস করে তোর মাকে খাইয়ে দিলাম আর অমনি তার গলা ভাঙা সেরে গেল।

বিভূতিভূষণ বললেন, ও, তার মানে এটাই সেই অপরাজিতা গাছ!

এ ভাবে কিছু দিন চলার পর তাঁর হঠাৎ কী খেয়াল হল কে জানে। নোটবুকের মতো একটি খাতা তৈরি করলেন তিনি এবং নতুন কোনও গাছ, লতা, পাখির নাম পেলেই সঙ্গে সঙ্গে পেন্সিল দিয়ে তাতে লিখে রাখতে লাগলেন।

বিভূতিভুষণের মা তাঁর ছোট ছোট ভাইবোনদের নিয়ে বাপের বাড়ি মুরাতিপুরে চলে গেলেন। বড় ছেলে বিভূতি কী করবেন? পড়ার পাঠ সাঙ্গ করে ফিরে যাবেন গ্রামে? না, কিছুতেই না। বোর্ডিংয়ে খরচ তখন চালাচ্ছেন সহৃদয় প্রধান শিক্ষক চারুবাবু। চারুবাবু জানেন, অতি মেধাবী ছাত্র বিভূতি। কিন্তু চারুবাবু বিভূতিকে পছন্দ করেন অন্য কারণে। নানাবিধ বই পড়তে পছন্দ করে বিভূতি। চারুবাবু বিলক্ষণ বুঝতে পারেন, এই ছেলে জীবনে সফল হবেই।

চারুবাবুর সুপারিশে ডাক্তার বিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যয়ের বাড়িতে তাঁর খাওয়া ও থাকার ব্যবস্থা হল। তবে শর্ত হল, ডাক্তার সাহেবের ছেলে জামিনীভূষণ এবং মেয়ে শিবরানীকে তাঁর পড়াতে হবে। বিভূতিভূষণ রাজি হয়ে গেলেন। বিধু ডাক্তারের বাড়ির পাশেই মন্মথ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ি। আর এই বাড়ির আকর্ষণ হল এখানকার একটি ক্লাব, নাম — লিচুতলা ক্লাব। এই ক্লাবের প্রধান পৃষ্ঠপোষক মন্মথ চ্যাটার্জি। তিনি একজন মোক্তার হলেও আসলে মনেপ্রাণে তিনি ছিলেন একজন সাহিত্য সাধক। বিভূতিভূষণ বুঝতে পারলেন, মন্মথদা শুধু নিজেই সাহিত্য রচনা করেন না, 'বালক' ও 'যমুনা' নামের দুটো সাহিত্য পত্রিকারও গ্রাহক। তিনিও সেগুলোর অনুগ্রাহক হয়ে গেলেন। একেকটি সংখ্যা লিচুতলা ক্লাবে আসতে না আসতেই ছোঁ মেরে নিয়ে তিনি পড়া শুরু করে দিতেন।

এই লিচুতলায় বসেই 'যমুনা' পত্রিকায় বার্মা প্রবাসী এক বাঙালি লেখকের একটি ধারাবাহিক উপন্যাস পড়ে বিস্মিত হয়ে গেলেন তিনি। কে এই লেখক, যাঁর নাম শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়? কী জাদুময় তাঁর লেখনীশক্তি! তিনিও কি কোনও দিন পারবেন এ রকম লেখা লিখতে?

এ ভাবেই লেখক হওয়ার দুর্বার আকর্ষণ তাঁকে যেন হাতছানি দিয়ে ডাকতে থাকল। তবে বিভূতির প্রথম লেখার সূত্রপাত অবশ্য হয় যখন সে রিপন কলেজের ছাত্র। বিশিষ্ট সাহিত্যিক রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী তখন রিপন কলেজের অধ্যক্ষ। তাঁর প্রেরণায় কলেজে তখন পুরোদমে চলছে বিতর্ক সভা, সাহিত্যচক্র, সাহিত্যপত্র প্রকাশ প্রভৃতি। আর এই সাহিত্যচক্রের একটি অনুষ্ঠানে বন্ধুদের উৎসাহে 'নতুন আহ্বান' নামে একটি প্রবন্ধ লিখে সেটি পাঠ করেন বিভূতিভূষণ। সবার কাছ থেকে অকুণ্ঠ বাহবা ও সুখ্যাতি পেয়ে একদিন কবিতাও লিখে ফেললেন তিনি। কলেজের ম্যাগাজিনে। তারই মধ্যে বিভূতিভূষণ তাঁর লেখাপড়া শেষ করলেন।

অবশেষে কলকাতার একটি স্কুলে চাকরি জুটিয়ে নিলেন। কিন্তু সেটাও পোষাল না বেশি দিন। অগত্যা শেষমেশ পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিটোলায় খেলাত ঘোষদের জমিদারির সেরেস্তায় নায়েবের কাজ নিয়ে চলে গেলেন ভাগলপুরে। তিনি কিন্তু তখনও সেভাবে লেখালেখি শুরু করেননি।

এই ভাগলপুরেই 'পথের পাঁচালী' লেখার মধ্য দিয়ে তাঁর লেখক জীবনের

সূত্রপাত। পথের পাঁচালী লেখার আগে অবশ্য 'স্মৃতির রেখা' নামে তিনি দৈনন্দিন খুঁটিনাটি নিয়ে ব্যক্তিগত জার্নালের মতো কিছু একটা লিখতেন।

এই ভাগলপুরে তিনি যেমন পথের পাঁচালী লিখেছিলেন, তেমনি নজরে পড়েন উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের। এই উপেন্দ্রনাথ সাহিত্যের ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছেন দু'জন কিংবদন্তি সাহিত্যিককে আবিষ্কার করার জন্য। তাঁদের একজন হলেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় আর দ্বিতীয় জন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়।

কলকাতা থেকে আইন পাস করে উপেন্দ্রনাথ চলে এসেছিলেন ভাগলপুরে আইন ব্যবসার উদ্দেশ্যে। কলকাতায় লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়ার সময়ই তিনি সাহিত্যের নেশায় আসক্ত হয়ে পড়েছিলেন। ওই সময়ের বিখ্যাত সব পত্রিকা 'ভারতবর্ষ', 'সাহিত্য' ইত্যাদি পত্রিকায় তাঁর লেখা বেরিয়েছে। ওকালতি করতে এসে উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর নিজ বাসভূম ভাগলপুরে একটি সাহিত্যিক পরিবেশ সৃষ্টি করে ফেললেন তাঁর চারপাশে। উপেন্দ্রনাথ একদিকে সাহিত্য পাগল অন্য দিকে মজলিসি। তাঁর বাড়ির কাছারিঘরে নিত্যদিন জমজমাট সাহিত্য আড্ডা বসে।

সেই আড্ডায় একটি অপরিচিত যুবকের ছিল নিত্য যাওয়া-আসা। পরনে হাঁটু ছুঁই ছুঁই খাটো ধুতি। গায়ে নিজের হাতে কাচা ইস্ত্রিবিহীন পাঞ্জাবি। এক হাতে লণ্ঠন, অন্য হাতে একটি লাঠি। এই লোকটি তাঁর জমাটি সাহিত্য জলসায় যেন শুধুই একজন শ্রোতা। যেমন নিঃশব্দে আসেন তেমনি নিঃশব্দে চলে যান। সেই আড্ডায় কত জন কত রকম আলোচনা করেন। মন্তব্য করেন। কিন্তু এই লোকটি*কোনও*আলোচনাতেই অংশ নেন না।

বৈশাখ মাসের এক বিকালে হঠাৎ শুরু হল প্রচণ্ড কালবৈশাখী ঝড়। আর সেই ঝড়-জল ভেঙে সে দিনকার আড্ডায় উপস্থিত হল না কেউই। উপেন্দ্রনাথ কাছারিঘর থেকে নেমে মাঝে মাঝেই উঁকি মেরে দেখতে লাগলেন, কেউ আসছে কি না। হঠাৎ রাস্তার দিকে তাকিয়ে দেখেন, দূরে একটি লণ্ঠনের আলো। সঙ্গে একটা ছায়ামূর্তি। ছায়ামূর্তিটি এসে হাজির হলেন তাঁর বৈঠকখানায়। আর তাঁকে দেখেই চমকে উঠলেন উপেন্দ্রনাথ। আরে এ যে বিভূতিভূষণ!

তার পর একেবারে পিছনের বেঞ্চে গিয়ে বসলেন তিনি। উপেন্দ্রনাথ বললেন, এ কী, আপনি পিছনে বসলেন কেন? তিনি বললেন, আরও অনেকে আসবেন তো, আমি কী করে সামনের বেঞ্চে গিয়ে বসি! উপেন্দ্রনাথ বললেন, ঝড়-জল ভেঙে আজকে মনে হচ্ছে আর কেউ আসবে না। আসুন, আপনি সামনের চেয়ারটায় এসে বসুন।

নানা রকম গল্পগুজব করতে করতে উপেন্দ্রনাথ হঠাৎ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, তা আপনার কবিতা কিংবা গল্প-উপন্যাস লেখার বাতিক-টাতিক আছে নাকি কিছু?

বিভূতি বললেন, না, তেমন কিছু নয়, তবে একটা উপন্যাস লিখেছি। কিন্তু লেখাটি আদৌ পড়ার মতো কিছু হয়েছে কি না, বুঝতে পারছি না। উপেন্দ্রনাথ বললেন, তা হলে উপন্যাসের খাতাটি একবার নিয়ে আসুন। দেখি, কেমন লিখেছেন।

এ ঘটনার কয়েক দিনের মধ্যেই তিনি তাঁর পথের পাঁচালী উপন্যাসের পাণ্ডুলিপিটা দিয়ে গেলেন উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে। একদিন-দু'দিন করে কেটে গেল পুরো দুটো মাস। কিন্তু উপেন্দ্রনাথ তাঁকে কিছুই বলেন না। বিভূতিভূষণও মনে মনে ভাবেন, তা হলে তাঁর উপন্যাস কি আদৌ কিছু হয়নি!

হঠাৎ একদিন মজলিস শেষ করে একে একে সবাই যখন উঠে চলে যাচ্ছেন, ঠিক সেই মুহূর্তে উপেন্দ্রনাথ বিভূতিভূষণকে বললেন, আপনি যাবেন না। আপনার সঙ্গে একটু কথা আছে। সাহিত্য আসর থেকে সবাই চলে যাওয়ার পরে উপেন্দ্রনাথ বিভূতিকে বললেন, ভাই আপনার হবে। হবে বলছি কেন? আপনার হয়েছে। কী এক অসাধারণ উপন্যাস লিখেছেন আপনি। পড়েই মনপ্রাণ দুটোই জুড়িয়ে গেছে আমার। যা হোক, এ বার আসল কথা বলি, আমি ভাগলপুরে আর থাকছি না। কলকাতায় চলে যাচ্ছি। তবে আমার কলকাতায় যাওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে সেখান থেকে একটি পত্রিকা বের করব 'বিচিত্রা' নামে। সেখানেই আমি ছাপাব আপনার এই উপন্যাসটি। আপনার এই উপন্যাস দিয়েই যাত্রা শুরু করবে 'বিচিত্রা' পত্রিকাটি।

এর কিছু দিনের মধ্যেই কলকাতা থেকে প্রকাশিত হতে শুরু করল বিচিত্রা পত্রিকা এবং কিস্তিতে কিস্তিতে বের হতে লাগল বিভূতিভূষণের উপন্যাসও।

উপন্যাসটি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাঠক মহলে গুঞ্জন শুরু হয়ে গেল, কে এই লেখক? যে এত দরদ দিয়ে সমাজ ও দেশ-গ্রামের তুচ্ছ তুচ্ছ জিনিসগুলো এত মনোমুগ্ধ করে তাঁর লেখনীতে ফুটিয়ে তুলেছেন?

হঠাৎ একদিন সে-সময়কার বিখ্যাত পত্রিকা 'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদক সজনী কান্ত দাস অনেক খোঁজাখুঁজি করে অবশেষে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে গিয়ে হাজির হলেন। নব্বই টাকা তাঁর হাতে গুঁজে দিয়ে বললেন, বিভূতিবাবু আপনি যদি অনুমতি দেন, তবে পথের পাঁচালী উপন্যাসটি বই আকারে আমি ছাপব।

এর পর বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পথ চলা কেউ আর থামাতে পারেনি। দু'হাতে লিখেছেন এবং যা লিখেছেন মোটামুটি সবই বিখ্যাত হয়েছে।

বিভূতিভূষণের জন্ম ১৮৯৪ সালের ১২ সেপ্টেম্বর। পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগনার কল্যাণীর কাছে ঘোষপাড়া অঞ্চলের মুরাতিপুর গ্রামে। তাঁর মামার বাড়িতে। তাঁর পৈত্রিক বাড়ি ছিল উত্তর চব্বিশ পরগনার বনগাঁ-ব্যারাকপুরে। বাবার নাম মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মায়ের নাম মৃনালিনী দেবী উ তাঁদের ছিল পাঁচটি সন্তান। তার মধ্যে বিভূতিভূষণই ছিলেন সব থেকে বড়।

তাঁর বাবা ছিলেন সংস্কৃতের একজন প্রখ্যাত পণ্ডিত। সংস্কৃতে তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্বের জন্য তাঁকে শাস্ত্রী উপাধিতে ভূষিত করা হয়। বিভূতিভূষণ তাঁর বাবার কাছেই প্রথম পড়াশোনা শেখেন এবং নিজের গ্রাম আর আশপাশের গ্রামের বেশ কয়েকটি পাঠশালা থেকেও তিনি প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। এর পর তিনি ভর্তি হন বনগ্রাম উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে। সেখানে তিনি একজন অবৈতনিক শিক্ষার্থী হিসাবেই পড়াশোনা করেন।

ছোটবেলা থেকেই নিজের পড়াশোনার ব্যাপারে তিনি ছিলেন ভীষণ মনোযোগী। সে জন্যই পরে তিনি হয়ে ওঠেন ক্লাসের সব চেয়ে মেধাবী ছাত্র।

কিন্তু তিনি যখন ক্লাস এইটে পড়েন, তখন হঠাৎই কয়েক দিনের রোগে ভুগে তাঁর বাবার মৃত্যু হয়। তবু ছোট্ট বিভূতিভূষণ নিজের পড়াশোনা কিন্তু চালিয়েই যেতে লাগলেন। ১৯১৪ সালে এনট্রান্স পরীক্ষায় তিনি ফার্স্ট ডিভিশনে পাস করেন এবং ভর্তি হন রিপন কলেজে। যেটা এখন সুরেন্দ্রনাথ কলেজ।

সেখানেও তিনি আই. এ পরীক্ষায় ফার্স্ট ডিভিশন পান এবং ১৯১৮ সালে একই কলেজ থেকে বি.এ পরীক্ষায়ও ডিস্টিংশন-সহ পাশ করেন।

এর পর তিনি আবার আইন নিয়ে পড়ার জন্য ভর্তি হন কিন্তু কোর্সের মাঝপথে আর্থিক অনটনে তাঁকে পড়াশোনা ছেড়ে দিতে হয়।

এর পরে তিনি প্রথমে হুগলির জাঙ্গীপাড়ার দ্বারকানাথ উচ্চবিদ্যালয়ে এবং পরে সোনারপুরের হরিনাভির একটি স্কুলে শিক্ষকতা শুরু করেন। দ্বারকানাথ উচ্চবিদ্যালয়ে পড়ানোর সময় ১৯১৯ সালে বসিরহাটের মোক্তার, শ্রীকালীভূষণ মুখোপাধ্যায়ের মেয়ে গৌরী দেবীর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। কিন্তু বিয়ের ঠিক এক বছর পরেই গৌরী দেবী মারা যান। তার প্রায় কুড়ি বছর পরে তাঁর পরিবারের লোকেরা, ১৯৪০ সালের ৩রা ডিসেম্বর, বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার ছয়গাঁওয়ের ষোড়শীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের মেয়ে রমা দেবীর সঙ্গে তাঁর আবার বিয়ে দেন। সেই বিয়ের সাত বছর পরে অবশেষে তাঁর একটা ছেলে হয় — তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

তার বহু আগেই অবশ্য তিনি লেখালিখি শুরু করেন। ১৯২১ সালে 'প্রবাসী' পত্রিকায় তাঁর প্রথম গল্প 'উপেক্ষিতা' প্রকাশিত হয়। তিনি যখন ভাগলপুরে থাকতেন, তখন তিনি 'পথের পাঁচালী' লেখা শুরু করেন। এটা আসলে নিশ্চিন্দীপুর গ্রামকে কেন্দ্র করে অপু আর দুর্গাকে নিয়ে লেখা একটি উপন্যাস। লেখাটা শেষ হয় ঠিক তিন বছর পরে। অর্থাৎ ১৯২৮ সালে। এটাই তাঁর লেখা সব চেয়ে সেরা উপন্যাস।

'পথের পাঁচালী'র পরের অংশের নাম — অপরাজিতা। এই উপন্যাসে আছে অপুর কলকাতা-সহ বিভিন্ন অঞ্চলের জীবন যাপন, অপর্ণার সঙ্গে বিয়ে এবং স্ত্রীর মৃত্যুর পর ছেলে কাজলকে নিয়ে ফিরে আসার ঘটনা।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই দুটো উপন্যাসেই তাঁর নিজের ব্যক্তিগত জীবনের বেশ খানিকটা আভাস পাওয়া যায়।

সত্যজিৎ রায় এই পথের পাঁচালী' দিয়েই তাঁর চলচ্চিত্র পরিচালনার জীবন শুরু করেন। আর এই ছায়াছবির জন্যই ১৯৯২ সালে তিনি অস্কার পান। আর এই উপন্যাসটি ভারতের বিভিন্ন ভাষায় তো বটেই, ইংরেজি এবং ফরাসি ভাষাতেও অনূদিত হয়েছে।

এর পরেই তাঁর সব চেয়ে জনপ্রিয় উপন্যাস — চাঁদের পাহাড়। মূলত অ্যাডভেঞ্চার বিষয়ক কাহিনি। আফ্রিকার আমাজন জঙ্গলের ওপর ভিত্তি করে লেখা। শঙ্কর নামের একটি বাঙালি ছেলের আফ্রিকায় কাজের উদ্দেশ্যে যাওয়া। সেখানে আলভারেজের সঙ্গে আলাপ। সেই সঙ্গে বুনিপের আক্রমণ এবং শেষে হিরের খনির খোঁজ। সব মিলিয়ে এক অসাধারণ কাহিনি।

এই লেখালিখির জন্যই ১৯৫১ সালে 'ইছামতী' উপন্যাসের জন্য তিনি রবীন্দ্র পুরস্কার পান। অবশ্য সেই পুরস্কারপ্রাপ্তি তিনি তাঁর জীবদ্দশায় পাননি। পুরস্কার পাওয়ার অনেক আগেই ১৯৫০ সালের ১ নভেম্বর, (১৭ই কার্তিক ১৩৫৭, বঙ্গাব্দ, বুধবার) হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ঝাড়খন্ডের ঘাটশিলায় তিনি প্রয়াত হন।

সরকারি রাস্তা ও নদী দখলের অভিযোগ বেসরকারি কারখানা কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে, বিক্ষোভ গ্রামবাসীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুড়িয়া: এলাকায় হচ্ছে বহু শিল্প ক্ষেত্র, একদিকে আনন্দের উল্লাস, অন্যদিকে শিল্পের জন্য জমি দেওয়ার পরেও কাজ পাচ্ছে না এলাকাবাসী, জমি হারিয়ে একরাশ কাতর যন্ত্রণায় হাহাকার জমিহারা একাধিক পরিবারের।

জমি দিলে নির্মাণ হবে কারখানা, আর সেই কারখানায় নানান কর্মক্ষেত্রে প্রথম অগ্রাধিকার পাবে জমিদাতারা। কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতি বাস্তবে মিলল কোথায়? এলাকায় শিল্প ক্ষেত্র হবে, তার জন্য দরকার অনেকটা পরিমাণ জমি। তাই কারখানা নির্মাণের জন্য জমি অধিগ্রহণ শুরু করে বেসরকারি এক সংস্থা।

অভিযোগ, জমি হারাদের চাকরি নিয়োগে প্রতিশ্রুতিবদ্ধও হয় কারখানা কর্তৃপক্ষ। কিন্তু কারখানা চালু হওয়ার পরেও সেই প্রতিশ্রুতি আজ কোথাই? প্রশ্ন তুলছেন খোদ জমিদাতারা। এলাকাবাসীর আরো দাবি ভিন রাজ্য থেকে শ্রমিক এনে কারখানা কর্তৃপক্ষ কাজ করাচ্ছেন।

এলাকার মানুষ তাদের চাষযোগ্য জমি কারখানা কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দিয়েছে, কেননা এলাকায় শিল্প হলে এলাকার উন্নয়ন হবে, স্থানীয় মানুষরা চাকরি পাবে। কিন্তু বাস্তব বলছে অন্য কথা। জমি হারাদের দাবি দিনের পর দিন এমনকি বছরের পর বছর কারখানা কর্তৃপক্ষ মিথ্যা প্রতিশ্রুতির পর প্রতিশ্রুতি দিয়েই চলেছে, কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতি আজও বাস্তবে রূপ নেয়নি। ফলস্বরূপ নিজেদের কৃষি জমি হারিয়ে আজ অসহায় একাধিক পরিবার। কারখানা কর্তৃপক্ষ দুটি সরকারি রাস্তা বন্ধ করে কারখানা তৈরি করছে। জোরপূর্বক এলাকার এক নদীর গতিপথ সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে দেওয়ার ফলে গ্রামের কয়েকশো বিঘা জমি এখনো পর্যন্ত জলমগ্ন। যার ফলে চাষিরা এ বছর চাষ করতে পারেনি। তার প্রতিবাদে সকাল থেকেই পশ্চিম বর্ধমান জেলার জামুরিয়া শিল্পতালুকের ধসল মোড়ে গ্রামবাসীরা বিক্ষোভ দেখায়। বিক্ষুব্ধ গ্রামবাসী

জানায়, তাদের চাষযোগ্য জমিও জোরপূর্বক কারখানা কর্তৃপক্ষ ঘেরাও করে রেখেছে। এমনকি যেসব জমিতে কারখানা কর্তৃপক্ষ উৎপাদন শুরু করে দিয়েছে সেই সমস্ত জমি মালিকদের পরিবারও এখনো পর্যন্ত চাকরি পায়নি। পাশাপাশি তারা আরো জানায় যতবারই তারা কারখানা কর্তৃপক্ষের কাছে বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে বিক্ষোভে বসে ততবারই পুলিশ প্রশাসনের আশ্বাসে এবং কারখানা কর্তৃপক্ষের আশ্বাসে তারা বিক্ষোভ তুলে নেয়, কিন্তু তাদের দেওয়া আশ্বাস এখনো পর্যন্ত পূরণ হয়নি।

বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্যার স্বামীকে মারধরের অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে, অভিযোগ অস্বীকার শাসকদলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, লাউদোহা: বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্যার স্বামীকে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ, ধারালো অস্ত্রের কোপ বাম চোখে। গুরুতর জখম ওই বিজেপি কর্মী দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনাটি ঘটেছে দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লকের লাউদোহা থানার অন্তর্গত গৌরবাজার পঞ্চায়েতের শ্রীকৃষ্ণপুর গ্রামে। এই ঘটনায় এখন অভিযোগের কাঠগড়াতে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা। ভিত্তিহীন অভিযোগ পাল্টা দাবি তৃণমূল নেতৃত্বের। পান্ডবেশ্বরের প্রাক্তন বিধায়ক তথা বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তিওয়ারির নেতৃত্বে এই শ্রীকৃষ্ণপুর গ্রামে 'গ্রাম চলো অভিযানের' অঙ্গ হিসেবে বিজেপির একটি কর্মসূচি ছিল, যেখানে দুঃস্থদের ত্রিপল বিতরণের পাশাপাশি মেধাবী কৃতি ছাত্র ছাত্রীদের সংবর্ধনা কর্মসূচি ছিল। অভিযোগ আচমকা বাইকে চেপে বেশ কয়েকজন সশস্ত্র দুষ্কৃতী এই কর্মসূচি বানচাল করার জন্য তাণ্ডব শুরু করে এরপর প্রোগ্রাম শেষ হতেই স্থানীয় বিজেপি পঞ্চায়েত সদস্যা জিতা লাহার স্বামীকে ঘিরে ধরে ব্যাপক মারধর শুরু করে। রক্তাক্ত অবস্থায় প্রথম লাউদোহা ব্লক স্বাস্থ্য কেন্দ্র পরে দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে আজ সকালে নিয়ে আসা হয়। চোখের আঘাত গুরুতর বলে জানা গেছে। এই ঘটনার জেরে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে দুর্গাপুরের লাউদোহা থানার শ্রীকৃষ্ণপুর গ্রাম এলাকায়, পুলিশ এসে শান্ত করে পরিস্থিতি।

অন্যদিকে এই বিষয়ে তৃণমূলের দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লক সভাপতি শতদীপ ঘটক ও গৌরবাজার তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি উৎপল দত্ত জানান, তৃণমূলের বিরুদ্ধে ওঠা বিজেপির অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। তৃণমূলের তরফে জানানো হয় শ্রীকৃষ্ণপুরে বিজেপির যে কর্মসূচি ছিল সেই জায়গার পাশ দিয়ে তার গরু নিয়ে যাচ্ছিল কাঞ্চন রাউত নামে তৃণমূলের এক সক্রিয় কর্মী, সেই সময় বিজেপি কর্মী সমর্থকরা তাকে গালিগালাজ করে এবং তার ওপর চড়াও হয় বলে অভিযোগ। ঘটনাই গুরুতর আহত কাঞ্চন রাউত দুর্গাপুর মহাকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বলে জানান অঞ্চল সভাপতি। দুই পক্ষের তরফেই লাউদোহার ফরিদপুর থানায় অভিযোগ পাল্টা অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

PUBLIC NOTICE

Satish Bacheli | Ramakant Nag | David Nayak | Simon Nanda | Ritwik Bodhak | Soroj Mishal | Swarnaprava Barik | Faiz Rahaman

It has come to our notice that some unscrupulous persons as mentioned above are passing themselves off as representatives or being elected members of our organization named "SALGADIA HAPPY & HOLY HOME SOCIETY" with some malafide intention for wrongful gain and also to cheat deceive general Public & Government Officials. The general public should take note as anyone who engages with the said persons or with them shall do so at their own risk and responsibility, our organization SH & HHS shall not be liable or responsible for the same.

It is clarified that the said persons has no authority in any way to transact any function, to receive any money, to Sale, Rent Mortgage, Gift, Lease or to act in any way whatsoever on or behalf of SALGADIA HAPPY & HOLY HOME SOCIETY.

Sd/- **Rowde Hansda,** President, SH & HHS
For any clarification & Communication, you may contact via
Email- shhhsociety1994@gmail.com | 08145269634, 06294287258

দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লি. (Karur Vysya Bank — Smart way to bank)
গড়িয়া শাখা
১১১বি, রাজা এস. সি. মল্লিক রোড, ১ম তল
এস.বি. টাওয়ার, গড়িয়া - ৭০০০৪৭

রত্ন অলংকার নিলাম নোটিশ

ক্রম নং	লোন অ্যাকাউন্ট নং	ঋণগ্রহীতার নাম	ঋণের তারিখ	মোট ওজন
১.	৩১০৪৯৫২০০০০০২৪৪৫	শ্যামল কুমার নস্কর	১৫/০২/২৩	১৬.৬৩
২.	৩১০৪৯৫১০০০০০২৪০৫	ইন্দ্রনীল দাশগুপ্ত	৩০/০৫/২৩	২৫.৪৭

নিলামের তারিখ : ২৫/০৯/২০২৪
সময় : বিকেল ৪.৩০
নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহণের জন্য ১০,০০০.০০ টাকা (ফেতরযোগ্য) টাকা দাখিল করতে হবে। ব্যাঙ্ক যথাযথ কোনও সূচনা ব্যতীতই যেকোনও সময়েই নিলাম বাতিল করার অধিকার রাখে।

সংখ্যা-১এ/১এন/২০২৪/০৭ **বিজ্ঞপ্তি** তারিখ ঃ ১২.০৯.২০২৪

বিষয় ঃ ম্যানুয়াল স্ক্যাভেঞ্জার সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত খসড়া তালিকা

এতদ্বারা সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানানো হচ্ছে যে, বিগত ০২.০৯.২০২৪ থেকে ১১.০৯.২০২৪ তারিখ পর্যন্ত চন্দননগর পৌর নিগমে Manual Scavenger (মনুষ্য মল বহনকারী) সহ Insanitary Latrine (স্বাস্থ্যসম্মত নয় এমন শৌচাগার) সমীক্ষার যে কর্মসূচি গৃহীত হয়েছিল, তাতে কোনো এ ধরনের কাজ করা ব্যক্তি বা শৌচাগারের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়নি এবং এ বিষয়ে ৩০.০৮.২০২৪ তারিখে জারিকৃত বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী উক্ত সময়কালে চন্দননগর পৌর নিগমের বোরো-২ কমিটি কার্যালয়ে একটি স্বেচ্ছা ঘোষণা শিবির (Self Declaration Camp) আয়োজিত হলেও নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সেখানে কোনো ব্যক্তি উপস্থিত হননি সংশ্লিষ্ট ফর্মটি পূরণ করার জন্য।

এর পরিপ্রেক্ষিতে চন্দননগর পৌর নিগমের এলাকায় Manual Scavenger সমীক্ষার দ্বারা প্রাপ্ত তালিকা এবং Insanitary Latrine -এর সংখ্যা শূন্য বলে মনে করা হচ্ছে, যার বিরুদ্ধে যদি কোনো আপত্তি/অভিযোগ থেকে থাকে, তাহলে সেটি আগামী ১৯.০৯.২০২৪ তারিখের মধ্যে চন্দননগর পৌর নিগমের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে লিখিতভাবে জমা দিতে হবে। উক্ত সময়কালে কোনা আপত্তি বা অভিযোগ না পাওয়া গেলে বর্তমান খসড়া তালিকাটি চূড়ান্ত বলে গণ্য করে পরবর্তী বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হবে।

স্বাঃ কমিশনার
চন্দননগর পৌর নিগম

ব্যাঙ্ক অফ বরোদা, ভবানীপুর শাখা
১৩, আব্দুল রাজ রোড, কলকাতা - ৭০০ ০২৬, পশ্চিমবঙ্গ
ইমেল : bhowan@bankofbaroda.co.in

পরিশিষ্ট IV [রুল -৮(১)]
দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **ব্যাঙ্ক অব বরোদা,** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **২৬.১২.২০২৩** তারিখে ঋণগ্রহীতা **শ্রী বাসুদেব অধিকারী, পিতা প্রয়াত বিমল অধিকারী, ঠিকানা গ্রাম - কাউগাছি, বিবেকানন্দ নগর, পো- শ্যামনগর, থানা - জগদ্দল, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, পিন কোড - ৭৪৩১২৭** কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **বরোদা হোম লোন (০০৩৫০৬০০০০৯০০২) ৪১১৬৭৫.৮৯ টাকা (চার লাখ এগার হাজার ছশো পঁচাত্তর টাকা এবং উননব্বই পয়সা) টাকা এবং বরোদা টপ আপ লোন (০০৩৫০৬০০০০৯৩৭০) ৮১৫৯৯৪.০০ টাকা (আট লাখ পনের হাজার নশো চুরানব্বই টাকা) টাকা, মোট ১২,২৭,৬৬৯.৮৯ টাকা (বারো লাখ সাতাশ হাজার ছশো উনসত্তর টাকা এবং উননব্বই পয়সা) টাকা অধার্য সুদ সহ ০১.১০.২০২৩ থেকে কার্যকর মতে** নোটিশ পাওয়ার ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দেওয়ার জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতাগণ বকেয়া পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাগণকে এবং সাধারণের প্রতি বিজ্ঞাপিত হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নে উল্লিখিত জামিনদত্ত সম্পত্তি নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক **৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪** তারিখে স্বত্ব দখলীকৃত হয়েছে।

ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির কোনরূপ লেনদেন না করতে। কোনওরূপ লেনদেন **ব্যাঙ্ক অব বরোদা,** নিকট বকেয়া **১২,২৭,৬৬৯.৮৯ টাকা (বারো লাখ সাতাশ হাজার ছশো উনসত্তর টাকা এবং উননব্বই পয়সা) টাকা** এবং চুক্তি মোতাবেক হারেপরবর্তী সুদ, ব্যয়, চার্জ ইত্যাদি সহ আদায়দানের তারিখ পর্যন্ত।

ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন পরিমাণ আনুমানিক ২ কাঠা ৪৩ বর্গফুট , বাসুদেব অধিকারীর নামে, নির্মিত জমি অবস্থিত মৌজা : কাউগাছি, জেএল নং ২০, এলআর খতিয়ান নং ৩৪৭০, এলআর দাগ নং ৫২২, আরএস দাগ নং ১৬১. ১৬১/১৫৪৮, কাউগাছি ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা : জগদ্দল, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, পিন কোড : ৭৪৩১২৭, পশ্চিমবঙ্গ, এবং সংশ্লিষ্ট সকল এলাকা, নিকাশি, নালা, জল, জলের উৎস, আলো, সুবিধা, সহজগম্যতা এবং অধিকার সংযুক্ত **চৌহদ্দি : উত্তরে :** শ্রী অনিল দে এর ভবন, **দক্ষিণে :** ১০ ফুট সাধারণ চলার পথ, **পূর্বে :** কালীপদ চ্যাটার্জি এবং অনুরানি চ্যাটার্জির ভবন; **পশ্চিমে :** প্রাণনাথ রায় এর ভবন।

তারিখ : ০৭.০৯.২০২৪ অনুমোদিত অফিসার
স্থান : কলকাতা ব্যাঙ্ক অফ বরোদা

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ
জুম ডিলকম প্রাইভেট লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্ত)
রেজি. অফিস : ৬৬ নলিনী শেঠ রোড, একতলা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ: ৭০০০০৭, ভারত
লিকুইডেটর : শ্রীরাম মিত্তাল
যোগাযোগের ঠিকানা : চিত্রকূট বিল্ডিং, রুম নং ৯৮, ১০মতল, ২৩০এ, এ জে সি বোস রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ : ৭০০০২০।
ইমেল আইডি : cirp.zoomdealcomm@gmail.com srirammittal.ey@gmail.com; admin@eauctions.co.in মোবাইল নং : +৯১ ৯৭৪৮৭ ৫৫১৫৫(শ্রী শ্রীরাম মিত্তাল)

২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড অধীনে সম্পদ বিক্রয়

ই-নিলামের তারিখ এবং সময়	১৭ অক্টোবর, ২০২৪, বিকেল ৩ টা থেকে সন্ধে ৫ টা পর্যন্ত (প্রতিটির ক্ষেত্রে অসীমায়িত ৫ মিনিটের সম্প্রসারণ সহ)
ইএমডি দাখিলের শেষ তারিখ	১৫ অক্টোবর ২০২৪ তারিখ দুপুর ৩টে পর্যন্ত
সম্ভাব্য ডাকদাতার উপযুক্ততার নথি দাখিলের শেষ তারিখ	২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪

জুম ডিলকম প্রাইভেট লি. (দেউলিয়াগ্রস্ত) এর **[U51109WB2008PTC121668]** মালিকানাধীন সম্পদ মহামান্য ন্যাশনাল কোম্পানি ল' ট্রাইবুনাল, কলকাতা বেঞ্চ কর্তৃক উল্লেখ্য নির্দেশ তারিখ ১ জুলাই ২০২৪ অনুযায়ী নিযুক্ত লিকুইডেটর কর্তৃক গঠিত লিকুইডেশন এস্টেট এর অংশ বিক্রয় করা হবে। ই-নিলাম প্ল্যাটফর্ম https://www.eauctions.co.in মাধ্যমে নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক বিক্রয় সম্পাদিত হবে।

(লাখ টাকায়)

সম্পদ	সংরক্ষিত মূল্য	ইএমডি পরিমাণ	বর্ধিতকরণ পরিমাণ
লট নং ১ : কোম্পানির : জামিন এবং আর্থিক সম্পদ : ক) অতালিকাভুকত কোম্পানির শেয়ারে বিনিয়োগ, খ) সফল সিস্টেম প্রাইভেট লিমিটেড : ২৬৪৯৭৮ ইক্যুইটি শেয়ার, গ) সুযোগ কর্পোরেট সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড : ১২০,০০০ ইক্যুইটি শেয়ার। ঘ) টপম্যান ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড : ৪৭৮০ ইক্যুইটি শেয়ার। *পি. এস. ই-নিলাম প্রক্রিয়াধীন নথিতে সম্পদের বিস্তারিত বিবরণ তালিকাভুক্ত।*	৩৩.৩৫	৩.০০	১.০০ বা গুণীতকে

ই-নিলাম এর নিয়ম এবং শর্তাদি নিম্নোক্ত মতে :
১. ই-নিলাম সম্পাদিত হবে ''যেখানে যেমন আছে'', ''যেখানে যা আছে'', ''যে অবস্থায় আছে ভিত্তিতে'' এবং ''পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত'' অনুমোদিত পরিষেবা প্রদায়ক অর্থাৎ লিঙ্কস্টার ইনফোসিস প্রা লি.এর মাধ্যমে।
২. সংশ্লিষ্ট বিক্রয় নোটিশ-সম্পূর্ণ ই-নিলাম প্রক্রিয়া নথি যার মধ্যে সম্পদের বিস্তারিত, অনলাইন ই-নিলাম ডাক ফর্ম, ঘোষণা এবং অঙ্গীকার ফর্ম, ই-নিলাম বিক্রয়ের সাধারণ নিয়ম এবং শর্তাদি সহ পড়তে হবে যা পাওয়া যাবে ওয়েবসাইট : **https://www.eauctions.co.in** এবং যোগাযোগ করতে হবে : **শ্রী বিজয় পিপালিয়া/শ্রী আহমেদ - ৯১ ৯৮৭০০৯৯৭১৩, admin@eauctions.co.in বা লিকুইডেটরের ইমেল: cirp.zoomdealcomm@gmail.com** এর সঙ্গে।
৩. আগ্রহী ডাকদাতারা টেন্ডার দাখিলের পূর্বে সংশ্লিষ্ট সম্পদের স্বত্ব সম্পর্কে স্বাধীনভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারেন, যদি কিছু থাকে, এবং নিজের সন্তুষ্টির জন্য নিজ ব্যয়ে সম্পদের পর্যবেক্ষণ করতে পারেন।
৪. আগ্রহী টেন্ডারদাতাদের এনইএফটি/আরটিজিএস মাধ্যমে ''**জুম ডিলকম প্রা লি.**'' এর অ্যাকাউন্ট নং : ৯২৪০২০০৪৬৩৮৩৩০০, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক, ডালহৌসি স্কোয়ার, আইএফএসসি কোড : **UTIB0000153** বা যেকোনও শিডিউলড ব্যাঙ্ক থেকে নেওয়া ''**জুম ডিলকম প্রা লি.**'' এর নামে ডিডির আকারে দাখিল করতে পারেন।

শ্রীরাম মিত্তাল
লিকুইডেটর - জুম ডিলকম প্রাইভেট লিমিটেড
আইপি রেজি নং : IBBI/IPA-001/IP-P02276/2021-2022/13677
তারিখ : ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৪ এএফএ নং : AA1/13677/02/300625/107187 বৈধ ৩০/০৬/২০২৫ পর্যন্ত
স্থান : কলকাতা রেজি.ইমেল : srirammittal.ey@gmail.com

আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড (IDBI BANK)
রিটেল রিকভারি ডিপার্টমেন্ট, ৪৪, শেক্সপীয়র সরণি, ৩য় তল, কলকাতা, পিন - ৭০০০১৭, ফোন নং - ০২৩-৬৮৫৫৭৭২৫/৬১৩/৯৮৩০০৮১৪০৫/৭৯৮০৯২০২৫৩ ওয়েবসাইট : www.idbibank.in, CIN : L65190MH2004GOI148838

পরিশিষ্ট IV [রুল ৮(১)] দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী, **আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.,** অনুমোদিত অফিসার স্বরূপ সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (সারফেইসি) অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ এর ৫৪) অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৩ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) ধারা অধীনে তাঁর উপর ন্যস্ত ক্ষমতা প্রয়োগক্রমে নিম্নে বর্ণিত প্রতিটি অ্যাকাউন্ট এর সাপেক্ষে তারিখে দাবি বিজ্ঞপ্তি প্রদানপূর্বক ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ/আইনি উত্তরাধিকারীগণ ওই অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ/আইনি উত্তরাধিকারীগণ এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর রুল ৮ -এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩ -র সাব-সেকশন (৪) অধীনে তাঁর উপর প্রদত্ত ক্ষমতার প্রয়োগক্রমে অত্র নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন অত্র নিম্নে বর্ণিত তারিখে।

বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ/আইনি উত্তরাধিকারীগণ ও সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার কাজকারবার না করতে এবং এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেনে নোটিসে উল্লিখিত অর্থ এবং তদুপরি সুদ, খরচ এবং চার্জ **আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.,** এর ধার্য সাপেক্ষ হবে।

জামিনযুক্ত পরিসম্পৎ-এর অর্থ পরিশোধের জন্য প্রাপ্তব্য সময় সম্পর্কে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮)-এর বিধানাবলির প্রতি ঋণগ্রহীতাগণ/আইনি উত্তরাধিকারীগণ-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

ক্রম নং	১) ঋণগ্রহীতা/ সহ-ঋণগ্রহীতার নাম ২) অ্যাকাউন্ট নাম্বার	১) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ ২) দখলের তারিখ ৩) দাবি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী দাবির পরিমাণ	স্থাবর সম্পত্তির বর্ণনা
১	বনমালী ঘোষ লোন এ/সি নং ২০৩৩৬৭৫১০০০০২৩৯৪ ২০৩৩৬৭৫১০০০০২৩০১ ২০৩৩৬৭৫১০০০০৩৩৯১	১) ১৫.০৬.২০২৪ ২) ০৭.০৯.২০২৪ ৩) ৫৯,৬০,২৪৯.২৩ টাকা (উনষাট লাখ ষাট হাজার দুশো উনপঞ্চাশ টাকা এবং তেইশ পয়সা) ১৩.০৩.২০২৪ অনুযায়ী, ০১.০৬.২০২৪ এবং ৩০.০৩.২০২৪ একত্রে পরবর্তী সুদ, ব্যয় এবং অন্যান্য চার্জ সহ ১০.০৩.২০২৪, ১০.০৪.২০২৪ এবং ১১.০৩.২০২৪ থেকে।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং '৩বি' তিনতলায় জি-৪ ভবনে, কমবেশি পরিমাণ ১০৯০ বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া), তিন বেড রুম, এক কিচেন, দুই টয়লেট, এক লিভিং তথা ডাইনিং, এক ব্যালকনি মোজাইক তৈরি মেঝে (লিফট সুবিধা সহ), এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ সুবিদা, পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত প্রকল্প/ভবনে নির্মাণে সংশ্লিষ্ট জমিস্থিত পরিমরাণ ৩ কাঠা ৬ ছটাক ১২.৫ বর্গফুট, সিএস এবং আরএস দাগ /প্লট নং ২৩০২ , আরএস খতিয়ান নং ১৩১, আরএস নং ১৮০, তৌজি নং ২২৮, ২২৯, মৌজা : কৃষ্ণপুর, বর্তমানে শ্যামনগর হিসেবে পরিচিত, জেএল নং ১৭, এডিএসআর এবং সাব ডিভিশন কাশীপুর দমদম, থানা : দমদম, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা। সম্পত্তি দক্ষিণ দমদম পুরসভার হোল্ডিং নং ১৯৫ (পুরানো), ৩৬৭ (নতুন) গৌরী নাথ শাস্ত্রী সরণি, কলকাতা : ৭০০০৫৫, ওয়ার্ড নং ২৭ এবং সম্পত্তির চৌহদ্দি নিম্নরূপ : উত্তরে : ১০ ফুট চওড়া জি এন এস সরণি (শ্যামনগর রোড); দক্ষিণে : অন্যান্যর জমি; পূর্বে : ১০ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ; পশ্চিমে : অন্যান্যর জমি।

তারিখ : ১২.০৯.২০২৪ স্বা/ অনুমোদিত অফিসার
স্থান - পশ্চিমবঙ্গ আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank (ইলাহাবাদ ALLAHABAD)
জোনাল অফিস : কলকাতা সাউথ,
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০০১

পরিশিষ্ট - IV-A" [দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬)]
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় নিমিত্ত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ স্থাবর সম্পদের জন্য ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্টর অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে

এতদ্বারা সাধারণকে সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে, নিম্নে বর্ণিত বন্ধকী/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট যা ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, নির্ধারিত ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **প্রতীকী দখলীকৃত** বিক্রয় করা হবে ''যেখানে যেমন অছে'', ''যেখানে যা আছে'', এবং ''যেমন অবস্থায় আছে ভিত্তিতে'' ০১.১০.২০২৪ তারিখে **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (নির্ধারিত ঋণদাতা)** নিম্নোক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়ের জন্য নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণের কাছ থেকে।

ক্র. নং	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ এবং তারিখ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) দায়বদ্ধতা
১	ক) মেসার্স সারদা এন্টারপ্রাইজ (স্বত্বা : শ্রীমতি কল্পনা মজুমদার), ঠিকানা : কেএমসি প্রেমিসেস নং ৯১৪, মোতিলাল গুপ্ত রোড, (ডাক প্রেমিসেস নং ৬৯৫, মোতিলাল গুপ্ত রোড), কলকাতা : ৭০০০৮২। শ্রী সুফল মজুমদার (জামিনদাতা/বন্ধকদাতা), ঠিকানা : কেএমসি প্রেমিসেস নং ৯১৪, মোতিলাল গুপ্ত রোড, (ডাক প্রেমিসেস নং ৬৯৫, মোতিলাল গুপ্ত রোড), কলকাতা : ৭০০০৮২। খ) ডি এইচ রোড শাখা	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ দোতলা ভবন নির্মিত জমির পরিমাণ ১ কাঠা ৩ ছটাক কমবেশি কেএমসি প্রেমিসেস নং ৯১৪, মোতিলাল গুপ্ত রোড, (ডাক প্রেমিসেস নং ৬৯৫, মোতিলাল গুপ্ত রোড), কলকাতা : ৭০০০৮২, থানা : হরিদেবপুর, মৌজা : সৈয়দপুর, কেএমসি ওয়ার্ড নং ১২২,জেএলনং ১২, আরএস নং ১৯৩, তৌজি নং ২৩, পরগনা : মাগুরা, খতিয়ান নং ৩১১, দাগ নং ১৩৮, এসআরও বেহালা, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, শ্রী সুফল মজুমদারের নামে, **চৌহদ্দি :** উত্তরে : জমি দাগ নং ৬১৭, দক্ষিণে : ৪ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ পরবর্তীতে এম সিনহার ভবন, পূর্বে : অংশত ১২ ফুট চওড়া সাধারণ পথের এবং জমি দাগ নং ৬১৭, পশ্চিমে : শ্রী অজিত চক্রবর্তীর জমি এবং ভবন। **দখলের ধরন : প্রতীকী**	৩৯,২২,০৭৪.০০ টাকা (উনচল্লিশ লাখ বাইশ হাজার চুয়াত্তর টাকা) ০৪.০১.২০১৯ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় সহ	ক) ২৮,০০,০০০.০০ টাকা খ) ২,৮০,০০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা ঘ) IDIB50095738568 ঙ) নেই

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : ১ অক্টোবর ২০২৪ (০১.১০.২০২৪) সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি.-এর ওয়েবসাইট **(https://www.ebkray.in)** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. ইউনিট ১, ৪র্থ তল, ভিয়াস কমার্শিয়াল টাওয়ার ওয়াদালা ট্রাক টার্মিনালের নিকট-ওয়াদালা পূর্ব মুম্বই - ৪০০০৩৭ **(যোগাযোগ ফোন নং ৮২৯১২২০২২০, ইমেল আইডি -support.ebkray@psballiance.com)**
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ফটোগ্রাফ এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন **১) www.indianbank.in** এবং **২) https://www.ebkray.in** এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে হেল্প লাইন নম্বর ''৮২৯১২২০২২০''-এ যোগাযোগ করুন।
দরদাতাদের https://www.ebkray.in-এর সাথে ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত **সম্পত্তি আইডি নম্বর** ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/অংশীদার(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ : ১১.০৯.২০২৪ অনুমোদিত অফিসার
স্থান : কলকাতা ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ফর্ম নং আইএনসি-২৬
কেন্দ্রীয় সরকার, রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক, কলকাতা (পশ্চিমবঙ্গ) সমীপে
২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ (৪) ধারা সম্পর্কিত
এবং
২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ (৫) (এ) বিষয় সম্পর্কিত
এবং
ফেমিনা মার্চেন্টস প্রা. লি. (CIN : U51909WB1996PTC078785) রেজিস্টার্ড অফিস ৭, তারা চাঁদ দত্ত স্ট্রিট, ৫ম তল, রুম নং ৪ই, কলকাতা - ৭০০০৭৩, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত সম্পর্কিত
....আবেদনকারী

এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, **১০ সেপ্টেম্বর ২০২৪** তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত বিশেষ প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে '**পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য**' থেকে '**রাজস্থান রাজ্যে**' কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস স্থানান্তর নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইন ১৩ ধারাধীনে কেন্দ্রীয় সরকার, রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক, কলকাতা (পশ্চিমবঙ্গ) সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে।

যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে এমসিএ-২১ পোর্টাল **(www.mca.gov.in)** বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৪ (চৌদ্দ) দিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক, ২৩৪/৪ এ জে সি বোস রোড, নিজাম প্যালেস, II এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, কলকাতা- ৭০০০২০, পশ্চিমবঙ্গ ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি অবেদনকারী কোম্পানির উপরোক্ত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে।

ফেমিনা মার্চেন্টস প্রা. লি. 'এর পক্ষে
স্বা/-
হেমন্ত কুমার শর্মা
তারিখ : ১০.০৯.২০২৪ (ডিরেক্টর)
স্থান : কলকাতা ডিন-১০৫১৯৮৩৩

সাওড়াবেড়িয়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড

রেজি. নং.- ১০, তারিখ- ২৯.০৭.১৯৫৩
গ্রাম-সাওড়াবেড়িয়া, পোষ্ট-বড়দা, থানা-জয়পুর, জেলা-হাওড়া

তারিখ- ১২.০৯.২০২৪

বিশেষ সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সাওড়াবেড়িয়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড-এর সকল সদস্য/সদস্যাদের জানানো যায় যে, আগামী ২৭.১০.২০২৪ তারিখে সকাল ১০ ঘটিকায় পশ্চিমবঙ্গ সমবায় আইন, ২০০৬, পশ্চিমবঙ্গ সমবায় নিয়মাবলী, ২০১১ (সংশোধনী সহ) এবং পশ্চিমবঙ্গ সমবায় নির্বাচন কমিশনের নিয়মাবলী, ২০১২ অনুসরন করিয়া অত্র সমবায় সমিতির পরিচালকমণ্ডলীর সদস্য/সদস্যা নির্বাচনের উদ্দেশ্যে সমিতির কার্য্যালয়ে একটি বিশেষ সাধারণ সভার আহ্বান করা হয়েছে। উক্ত সভায় যথাসময়ে উপস্থিত হয়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে অনুরোধ করা হইল।

আলোচ্যসূচী ঃ পরিচালকমণ্ডলীর সদস্য নির্বাচন।

স্বা ঃ
অর্ণব ভারতী
সমবায় পরিদর্শক, আমতা-২ ব্লক

১) **পরিচালকমণ্ডলীর নির্বাচন সংক্রান্ত জ্ঞাতব্য তথ্যসমূহ ঃ-**
ক) সমিতির পরিচালকমণ্ডলী নির্বাচনে শূন্যপদের সংখ্যা (যাহা নির্বাচনের মাধ্যমে পূরণ করা হবে) তাহা হল- ০৯ (নয়), যার মধ্যে অসংরক্ষিত আসন হল-০৬, মহিলা সংরক্ষিত আসন হল-০২, তপশিলী জাতি/ তপশিলী উপজাতি সংরক্ষিত আসন হল-০১।
খ) নির্বাচন ক্ষেত্রের এলাকা- সমিতির সমগ্র সদস্য পদ এলাকা।
গ) পরিচালক পদে নির্বাচনের যোগত্যাবলী- পরিচালক পদে নির্বাচনের জন্য সমবায় আইন ২০০৬, সমবায় বিধান ২০১১ এবং সংশ্লিষ্ট সমিতির উপবিধি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় যোগত্যাবলী থাকতে হবে।

২) **নির্বাচন সূচী**

ক্রমিক নং	নির্বাচন সূচী	তাং	সময়	স্থান	ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদ
ক)	মনোনয়নপত্র বিলি	২৮.০৯.২০২৪ হইতে ২৯.০৯.২০২৪	সকাল ১১টা থেকে বিকাল ৩টা পর্যন্ত	সমিতির কার্য্যালয়	ARO কর্তৃক ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি
খ)	মনোনয়নপত্র পেশ	৩০.০৯.২০২৪ হইতে ০১.১০.২০২৪	সকাল ১১টা থেকে বিকাল ৩টা পর্যন্ত	সমিতির কার্য্যালয়	অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার (ARO) ও ARO কর্তৃক ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি
গ)	মনোনয়নপত্রের পরীক্ষা	০৩.১০.২০২৪	দুপুর ১২টার সময়	সমিতির কার্য্যালয়	অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার (ARO)
ঘ)	বৈধ মনোনয়নপত্রের তালিকা প্রকাশ	০৩.১০.২০২৪	মনোনয়নপত্রের পরীক্ষার অব্যবহিত পরে	সমিতির কার্য্যালয়ের নোটিশ বোর্ড	অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার (ARO)
ঙ)	মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ তারিখ (স্বাক্ষরিত আবেদন প্রার্থীকে নিজে জমা দিতে হবে)	০৪.১০.২০২৪	বিকাল ৩টা অব্যবহিত পূর্বে	সমিতির কার্য্যালয়	অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার (ARO)
চ)	চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ	০৪.১০.২০২৪	বিকাল ৩টার পর	সমিতির কার্য্যালয়ের নোটিশ বোর্ড	অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার (ARO)
ছ)	ভোটগ্রহণ	২৭.১০.২০২৪	সকাল ১০টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত	সমিতির কার্য্যালয়	RO কর্তৃক নিয়োজিত প্রিসাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসার
জ)	ভোট গণনা	২৭.১০.২০২৪	ভোট গ্রহণের অব্যবহিত পরে	সমিতির কার্য্যালয়	RO কর্তৃক নিয়োজিত প্রিসাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসার
ঝ)	ফল প্রকাশ	২৭.১০.২০২৪	ভোট গণনা অব্যবহিত পরে	সমিতির কার্য্যালয়	অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার (ARO)

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ ভোটের দিন পরিচয়পত্র হিসাবে ভারতের নির্বাচন কমিশন প্রদত্ত সচিত্র ভোটার পরিচয়পত্র অবশ্যই আনতে হবে, যদি কারোর সচিত্র ভোটার পরিচয়পত্র না থাকে, তা হলে ভারতের নির্বাচন কমিশন প্রদত্ত ১৪টি অন্যান্য সচিত্র পরিচয়পত্রের যে কোন একটি অথবা সমিতি প্রদত্ত সচিত্র সদস্য পরিচয়পত্র/ সদস্যবই/ পাশবই অবশ্যই আনতে হবে। নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয়ে যাবতীয় তথ্য সমিতির অফিস থেকে জেনে নিতে পারবেন।

স্বা ঃ
অর্ণব ভারতী
সমবায় পরিদর্শক
আমতা-২ ব্লক, হাওড়া
ও
অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার
সাওড়াবেড়িয়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড

এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড
(পূর্বে যা এল&টি ফাইনান্স হোল্ডিংস লিমিটেড নামে পরিচিত ছিল)
রেজিস্টার্ড অফিস: এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড, বৃন্দবন বিল্ডিং, প্লট নং 177, কালিনা, সিএসটি রোড, মার্সিডিজ শোরুমের কাছে, সান্তাক্রুজ (পূর্ব), মুম্বাই 400 098
CIN No.: L67120MH2008PLC181833
ব্রাঞ্চ অফিস: কলকাতা

L&T Finance

দখলগ্রহণ বিজ্ঞপ্তি
[আইন-8(1)]

যেহেতু নিম্নস্বাক্ষরিত ব্যক্তি এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-এর অনুমোদিত আধিকারিক (রিস্টহোয়াইল, এল&টি হাউসিং ফাইনান্স লি.এল&টি ফাইনান্স লি.-এর সঙ্গে একত্রিত হয়েছে অ্যামালগামেশন স্কীমের অধীনে যেভাবে অন্তর্ভুক্তিকরণ অনুমোদিত এনসিএলটি মুম্বাই দ্বারা সেইসঙ্গে এনসিএলটি কলকাতা, এল&টি হাউসিং ফাইনান্স লিমিটেড একত্রিত হয়েছে এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড ('এলটিএফ') যা হয়েছে 12ই এপ্রিল, 2021) সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইনান্স অ্যাসেট অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সোসাইটি ইন্টারেস্ট আইন, 2002 অনুসারে, এবং উক্ত আইনের ধারা 13(12) প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগে যাতে উক্ত আইন পড়া হয় [আইন 3] সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) আইন, 2002 অনুসারে যা ইস্যু হয়েছে ডিমান্ড নোটিশে ঋণগ্রাহীতা / উপ-ঋণগ্রাহীতা এবং গ্যারেন্টর্সদের আহ্বান জানিয়ে যাতে পুন:প্রদান করা হয় ডিমান্ড নোটিশে উল্লেখিত অ্যামাউন্ট উক্ত নোটিশ প্রকাশিত হওয়ার 60 দিনের মধ্যে এবং পরবর্তী সুদ এব অন্যান্য চার্জেস ডিমান্ড নোটিশের তারিখ থেকে পেমেন্ট / রিয়েলাইজেশন তারিখ পর্যন্ত। ঋণগ্রাহীতা / উপ-ঋণগ্রাহীতা / গ্যারেন্টর্স অ্যামাউন্ট পুন:প্রদানে ব্যর্থ হলে, এতৎদ্বারা নোটিশ জারি করা হবে ঋণগ্রাহীতা / উপ-ঋণগ্রাহীতা / গ্যারেন্টর্স এবং সাধারণ জনগণকে যে নিম্নস্বাক্ষরিত ব্যক্তি বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন উক্ত আইনের ধারা 13-এর প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগে যা আইন 8-এর এই নোটিশের রুলস অনুসারে পড়া হয়।

লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর	ঋণগ্রহণকারী / রা এবং সহ-ঋণগ্রহণকারী / রা এবং গ্যারেন্টারের নাম	বন্ধকী সম্পত্তির বিবরণ	ডিমান্ড নোটিশ তারিখ	ডিমান্ড নোটিশ বকেয়া অ্যাকাউন্ট (₹)	তারিখ এবং পজেশনের গ্রহণের ধরণ
KOLHL17000017, KOLHL20000152, KOLHL20000166	1. সুধাকর শর্মা 2. সুরেন্দ্র কুমার শর্মা 3. সেন্ট্রোনিক ইনফোটেক 4. একজন সহ-ঋণগ্রহীতা /গণ/গণ হিসাবে সুরেন্দ্র কুমার শর্মা	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ **অনুসূচি-I** সম্পত্তির সমস্ত খণ্ড ও অংশের ঠিকানা : বৈদ্যবাটি পৌরসভার সীমার মধ্যেই, রক্ষাকালী মন্দিরের নিকটে, হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ 712222, চতুষ্পতি লেন, পৌরসভার ওয়ার্ড নং 15 অধীনে, পৌরসভার হোল্ডিং নং 63/এ(29) হিসাবে বিধিত ও নাম্বারযুক্ত হুগলী জেলাতে শ্রীরামপুর থানার অধীনে মৌজা বৈদ্যবাটি জে.এল. নং 5, আর.এস. নং 907, তৌজা নং 144'য়ে আর.এস. খতিয়ান নং 340, এল.আর. খতিয়ান নং 19072/1 অধীনে আর.এস. দাগ নং 2382'র অংশ গঠন করা উহার ওপর দণ্ডায়মান ইঁটের দেওয়াল যুক্ত টালির শেডের ইমারতের সঙ্গে একত্রে 2 কাঠা এবং 14 ছটাক পরিমাপের জমি এবং নিম্নরূপে সীমানাবদ্ধ : পূর্ব – 8 ফুট চওড়া রোড পশ্চিম – একতলা ইমারত উত্তর – দু'তলা ইমারত দক্ষিণ – একতলা ইমারত এবং আংশিকভাবে 2 তলা ইমারত	07-04-2022	07/04/2022 তারিখের হিসাবে টাঃ 71,79,159.27/- (টাকা একাত্তর লাখ উনআশি হাজার একশো উনষাট এবং পয়সা সাতাশ মাত্র)	বাস্তবিক দখল 06-07-2024

বিশেষ করে ঋণগ্রাহীতা / উপ-ঋণগ্রাহীতা এবং গ্যারেন্টর্স এবং সাধারণ জনগণকে সতর্ক করা হচ্ছে তাঁরা যেন এই সম্পত্তির কোনও লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তির কোনও রকম লেনদেনের জন্য এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড দ্বারা উক্ত ডিমান্ড নোটিশে ঘোষিত অ্যামাউন্ট ধার্য করা হবে একত্রে সেই সঙ্গে পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য চার্জ ডিমান্ড নোটিশের তারিখ থেকে পেমেন্ট / রিয়েলাইজেশন পর্যন্ত ধার্য করা হবে।

স্বাক্ষরিত
তারিখ: 12.09.2024 **অনুমোদিত আধিকারিক**
স্থান: কলকাতা এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-এর তরফে

আন্দোলনের জেরে আবারও বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু হল দেগঙ্গার এক যুবকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, দেগঙ্গা: জুনিয়র ডাক্তারদের লাগাতার কর্মবিরতির জেরে আবার বিনা চিকিৎসায় যুবকের মৃত্যুর অভিযোগ। এবার মৃত্যু হল উত্তর ২৪ পরগনার দেগঙ্গা বাসিন্দা বছর ৩৮ এর শফিকুল ইসলামের। ঘটনাকে কেন্দ্র করে নতুন করে আরজি কর কাণ্ডে জুনিয়র ডাক্তারদের আন্দোলনকে সামনে রেখে লাগাতার কর্মবিরতি আবারও প্রশ্ন চিহ্নের সামনে। বিচার চাইতে আর কত সাধারণ মানুষের বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু হবে?

পরিবার সূত্রে জানা গেছে, বেশ কিছুদিন আগে স্ত্রীর অসুস্থতার কারণে তাকে দেখে বাড়ি ফেরার সময় বাইক ও লরিতে মুখোমুখি সংঘর্ষে গুরুতর জখম হয়েছিল শফিকুল ইসলাম। গুরুতর অবস্থায় তাকে প্রথমে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল বারাসাত সরকারি মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড হাসপাতালে। সেখানে তার অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাকে পাঠানো হয়েছিল কলকাতার মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। কিন্তু আরজি করের ঘটনা নিয়ে ডাক্তারদের আন্দোলন চলছে তাই কোনও চিকিৎসা হবে না বলে জানিয়ে দেওয়া হয়। সেখান থেকে তারা পিজি হাসপাতালে নিয়ে যায়। কিন্তু দু'ঘণ্টা ঘোরার পরেও কোনও সুরাহা হয়নি। পরে বারাসাতে একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। অবশেষে ওই বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা চলাকালীন শফিকুল ইসলামের মৃত্যু হয়। বাড়ির লোকের অভিযোগ বিনা চিকিৎসায় এক হাসপাতাল থেকে অন্য হাসপাতালে ঘোরার ফলে তাদের ছেলেটি মারা গিয়েছে। যদি সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসা পেতেন এভাবে তাদের ছেলেকে হারাতে হত না।

আরামবাগে শ্লীলতাহানির অভিযোগে গ্রামীণ চিকিৎসককে জুতো পেটা গ্রামবাসীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: এবার আরামবাগের একটি গ্রামে, চিকিৎসার নামে মহিলাকে নিজের চেম্বারে আটকে রেখে শ্লীলতাহানির অভিযোগ। অভিযোগ স্থানীয় এক গ্রামীণ চিকিৎসকের বিরুদ্ধে। চিকিৎসার নামে আবারও কুপ্রস্তাবও দেওয়া হয় ওই মহিলাকে।

ঘটনার পরেই উত্তেজিত জনতা তাকে টেনে নিয়ে এসে মারধর করে। পরে এই গ্রামীণ চিকিৎসককে জুতোর মালা পরিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দেন গ্রামবাসীরা। এতে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। স্থানীয় মানুষজন চিকিৎসককে ধরে আটকে রাখেন। পরে পুলিশ এলে তাকে ওই অবস্থাতেই পুলিশের হাতে তুলে দেন উত্তেজিত জনতা। ঘটনা আরামবাগের ধামসা এলাকার। জানা গেছে, ধামসা এলাকারই বাসিন্দা এক মহিলা গত বেশ কয়েকদিন ধরে বিভিন্ন শারীরিক

সমস্যা নিয়ে কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। এই সময় এসএসকেএম হাসপাতালের চিকিৎসক কিছু ওষুধ খেতে পরামর্শ দিয়ে ছিলেন। কিন্তু তা কিভাবে খেতে হবে তা জানতে নির্যাতিতা মহিলা ধামসা এলাকার ওই গ্রামীণ চিকিৎসকের দ্বারস্থ হন। মহিলা চেম্বারে আসলে ঘরের মধ্যে ওই মহিলার শ্লীলতাহানির করেন এবং এরপর তাকে বিভিন্ন ভাবেই কুপ্রস্তাব দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। প্রায় ২০মিনিট ধরে এই ঘটনা চলার পর কোনো মতে ওই মহিলা ডাক্তারখানার দরজা খুলে বাইরে এসে বিষয়টি স্থানীয়দের জানান। আর এরপরেই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এলাকা। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসার অভাবে হরিপালে যুবকের মৃত্যু ঘিরে তুমুল বিতর্ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, হরিপাল: ফের সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসার অভাবে মৃত্যু ঘিরে আলোড়ন ছড়িয়েছে রাজনৈতিক ও সামাজিক মহলে। গত ১৮ অগস্ট হুগলির হরিপালের বাসিন্দা সদানন্দ পাল (৬২) পথ দুর্ঘটনায় মাথায় গুরুতর চোট পান। জেলার দু'টি সরকারি হাসপাতালে ঠিকমতো চিকিৎসা না পেয়ে পরিবার সদানন্দকে নিয়ে আসে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে। কিন্তু সেখানেও আন্দোলনরত চিকিৎসকরা তাঁর চিকিৎসা করেননি বলে পরিবারের অভিযোগ। বারাসাতের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি থাকার পর ২৯ অগস্ট মৃত্যু হয় রেশন দোকানের কর্মী সদানন্দর। মঙ্গলবার তৃণমূলের পক্ষ থেকে এক্স হ্যান্ডলে মৃতের ছেলের একটি ভিডিও পোস্ট করে ফের চিকিৎসকদের আন্দোলনের দিকে আঙুল তোলে শাসকদল। সেই ভিডিও ভাইরাল হতে প্রশ্ন উঠেছে জেলার হাসপাতালগুলির চিকিৎসা পরিকাঠামো নিয়েও। ওই ভিডিও মৃত সদানন্দর ছেলে সৌমেন পাল বলেন, 'মোটর সাইকেলের ধাক্কায় বাবা রাস্তায় পড়ে মাথার পিছনে চোট পান। পুলিশের গাড়ি করেই প্রথমে হরিপাল গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর চুঁচুড়া ইমামবাড়া হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার কথা বলা হয়। সদর হাসপাতালে সিটি স্ক্যান করানোর পর ডাক্তারবাবু বলেন, বাবার নিউরো সার্জারি করতে হবে। ডাক্তারবাবু কল্যাণী এইমসে রেফার করে ছিলেন। কল্যাণীর দুটো সরকারি হাসপাতালে আমরা ঘুরে ভর্তি করতে পারিনি। কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে যাই। কিন্তু কর্মবিরতির জন্য ডাক্তার না থাকায় বাবাকে আমরা ওখানেও ভর্তি করতে পারিনি।' গত শুক্রবার প্রায় একই অভিজ্ঞতার শিকার হয়েছিলেন কোন্নগর দ্বারিক জঙ্গল রোডের বাসিন্দা কবিতা দাস। গণেশ পুজোর দিন ভোরে বাড়ির কাছেই পায়ের উপর দিয়ে ট্রাক চলে যায় কবিতা দেবীর একমাত্র সন্তান বিক্রম ভট্টাচার্যর (২২)। গুরুতর জখম ছেলেকে নিয়ে ভোরবেলাতেই শ্রীরামপুর ওয়ালশ সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে নিয়ে ছোটেন মা। জরুরি বিভাগে চিকিৎসার পর ছেলেকে রেফার করা হয় আরজি কর হাসপাতালে। কিন্তু সেখানে কয়েক ঘণ্টা ছোটাছুটি করেও ছেলের চিকিৎসা করাতে পারেননি কবিতা। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে বিক্রমের মৃত্যু হয়। ওই ঘটনায় আরজি কর হাসপাতাল ও চিকিৎসকদের কাঠগড়ায় তোলেন মৃত বিক্রমের মা কবিতা। বিষয়টি নিয়ে সোচ্চার হয় তৃণমূলও। কিন্তু কেন জেলার হাসপাতালে পরিষেবা পাননি সদানন্দ বা বিক্রম? হরিপালের বিধায়ক করবী মান্না বলেন, 'গ্রামীণ হাসপাতালের পরিকাঠামোর সংস্কার করা হয়েছে। শয্যা ও অন্যান্য চিকিৎসার পরিসর বৃদ্ধি করা হয়েছে।' বিএমওএইচ মণিকুন্তলা হাজরা বলেন, 'পথ দুর্ঘটনায় জখম ব্যক্তিকে আমরা প্রাথমিক চিকিৎসা পরিষেবা দিয়েছি। কিন্তু আমাদের এখানে সিটি স্ক্যান পরিষেবা নেই। তাই চুঁচুড়া সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়।' বিক্রমের জন্য জাস্টিসের দাবিতে মিছিল চুঁচুড়া ইমামবাড়া সদর হাসপাতালের সুপার অমিতাভ মণ্ডল বলেন, 'আমাদের এখানে সিটি স্ক্যান পরিষেবা আছে। কিন্তু নিউরো সার্জারি বা নিউরো মেডিসিনের চিকিৎসক নেই। মেডিসিনের ডাক্তার আছেন। তাঁরা সাধ্যমতো চিকিৎসা করেন। কিন্তু নিউরোর কোনও স্পেশ্যালিস্ট ডাক্তার নেই।' সিঙ্গুরের বিধায়ক তথা কৃষি বিপণনমন্ত্রী বেচারাম মান্না বলেন, 'মস্তিস্কে চোট বা আঘাতের চিকিৎসা গ্রামীণ বা জেলা হাসপাতালে নেই। জেলায় দুর্ঘটনায় মাথায় চোট লাগলে মেডিক্যাল বা পিজিতে নিয়ে যাওয়াই দস্তুর।' বিক্রমের মা কবিতা বলেন, 'শ্রীরামপুর ওয়ালশ হাসপাতালের ইমার্জেন্সিতে ভোরবেলা ডাক্তারবাবুরা ছিলেন। তাঁরা প্রাথমিক চিকিৎসা করে ছেলের পায়ে ব্যান্ডেজ করে দেন। স্যালাইন ও প্রয়োজনীয় ওষুধ দিয়ে দ্রুত কলকাতায় রেফার করে দেন। আমরা সকাল ৯টা নাগাদ আরজি করে পৌঁছাই। কিন্তু জরুরি বিভাগ আর ট্রমা কেয়ারে ছোটাছুটি করে কোনও চিকিৎসা হয়নি। চোখের সামনে যন্ত্রণা পেয়ে মরে গেল ছেলেটা।' বিক্রমের চিকিৎসা পরিষেবা নিয়ে শ্রীরামপুর ওয়ালশ সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালের সুপার প্রণবেশ হালদারকে ফোনে পাওয়া যায়নি। জবাব মেলেনি এসএমএসের। এ দিনই কোন্নগরে বিক্রমের বাড়িতে তৃণমূল সাংসদ দোলা সেনের নেতৃত্বে দেশ বাঁচাও মঞ্চের প্রতিনিধিরা হাজির হয়ে সাহায্যের আশ্বাস দেন। প্রতিনিধিরা যান পিজি হাসপাতালে বিনা চিকিৎসায় মৃত রাজীব দেবের রিষড়ার বাড়িতেও। নবান্ন অভিযানে গুরুতর আহত হয়েছিলেন দুই পুলিশকর্মীর বাড়িতেও যান তাঁরা।

মায়াপুর ইসকনের পালিত হল রাধাষ্টমী উৎসব

নিজস্ব প্রতিবেদন নদিয়া: দেশজুড়ে মহাসাড়ম্বরে শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী পালিত হলেও রাধাষ্টমী সেই অর্থে পালিত হয় না। ব্যতিক্রম মায়াপুর ইসকন মন্দির। মায়াপুর ইসকন মন্দিরে, রীতি প্রথা অনুযায়ী সারম্বরে পালিত হল রাধাষ্টমী মহোৎসব। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় অধিবাসের মধ্য দিয়ে রাধাষ্টমীর শুভ সূচনা হয়। বুধবার ভোর থেকেই দর্শনারতি মঙ্গলারতি সহ হরিনাম সংকীর্তন মহাভিষেক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। রাধাষ্টমীতে ও দেশ বিদেশের হাজার হাজার ভক্ত সমবেত হয়েছিল ইসকনের চন্দ্রদয় মন্দিরে। ভোর থেকে শুরু হওয়া রাধাষ্টমী অনুষ্ঠান চলবে রাত নটা পর্যন্ত। রাধাষ্টমীতে ও গোটা ইসকনকে সাজানো হয়েছে আলোক মালায়। শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমীর সঙ্গে রাধাষ্টমী মহোৎসব ও পালিত হচ্ছে মায়াপুর ইসকনে। এই বিষয়ে ইসকনের জনসংযোগ আধিকারিক রসিক গৌরাঙ্গ দাস জানান, শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমীর মতোই রাধাষ্টমী পালিত হচ্ছে মায়াপুর ইসকন মন্দিরে। জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সমস্ত ধর্মের মানুষের আগমনে মিলনমেলায় পরিণত হয়েছে মায়াপুর ইসকন।

গৃহবধূর অশ্লীল ছবি তোলায় গ্রেপ্তার যুবক

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: বাথরুমের মধ্যে গৃহবধূর স্নানের অশ্লীল ছবি মোবাইল ক্যামেরায় বন্দি করতে গিয়ে ধরা পড়ল এক যুবক। আর এই ঘটনায় বুধবার দুপুরে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে ইংরেজবাজার থানার ২১ নম্বর ওয়ার্ডে। বিষয়টি জানতে পেরেই পাড়া-প্রতিবেশীরা ওই যুবককে নির্মীয়মাণ একটি বাড়িতে বন্দি করে রাখে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ২১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর এবং ইংরেজবাজার থানার পুলিশ। পরে ওই গৃহবধূর পরিবারের অভিযোগে ভিত্তিতে অভিযুক্ত যুবককে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায় পুলিশ।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ২১ নম্বর ওয়ার্ডের একটি নতুন বাড়ির তৈরির কাজে শ্রমিক হিসাবে যুক্ত ছিল অভিযুক্ত যুবক। বেশ কিছুদিন ধরেই ওই নির্মীয়মাণ বাড়ির পাশের এক গৃহবধূকে কুনজরেই দেখত অভিযুক্ত যুবক বলে গৃহবধূর পরিবারের অভিযোগ। এরপর এদিন কৌশলে ওই গৃহবধূর স্নানের অশ্লীল ছবি বাথরুমের একটি ভেন্টিলেটরের ফাঁকা জায়গা দিয়েই মোবাইলে ভিডিও করে ওই যুবক বলে অভিযোগ। সেই সময় মোবাইল সহ ওই যুবককে দেখে চিৎকার চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করে দেন ওই গৃহবধূ। ওই মহিলার চিৎকারে স্বামীসহ আশেপাশের লোকজন ছুটে আসেন।

এরপর হাতেনাতে অভিযুক্তকে ধরে বেঁধে রাখা হয়।

স্থানীয় কাউন্সিলর সুতপা মুখার্জি জানিয়েছেন, রাজ্যজুড়ে আরজি কর কাণ্ড নিয়ে তোলপাড় চলছে। আর সেই সময় আমার ওয়ার্ডের এক যুবকের এমন ঘটনায় রীতিমতো হতবাক হয়ে গিয়েছি। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্তের কাছ থেকে মোবাইলটি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে পুরো বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

বিশেষ সচেতনতা শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: মানব পাচার ও বাল্যবিবাহ সম্পর্কিত বিষয়ে একটি বিশেষ সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হল বুধবার। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট ব্লকের অন্তর্গত রিস্তারা এসএসআরজি হাইস্কুলে আয়োজিত এদিনের এই সচেতনতা শিবিরে উপস্থিত ছিলেন, বিএসএফ-এর পক্ষ থেকে ইনস্পেক্টর সনত হালদার, এসআই বেবি বর্মন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন শক্তি বাহিনীর ডিস্ট্রিক্ট কো-অর্ডিনেটর মিজানুর রহমান, দেবু সরকার, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক প্রবীর কুমার দত্ত সহ অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকারা।

জানা গিয়েছে, অনেক ক্ষেত্রেই বয়সের আগে মেয়েদের বিয়ে দিয়ে দিচ্ছেন পরিবারের লোকেরা। অন্যদিকে, বিভিন্ন ফাঁদে পা দিয়ে নারী ও শিশু পাচারের শিকার হতে হচ্ছে অনেককেই। সেই কারণে নাবালিকার বিয়ে বন্ধ, নারী, শিশু পাচার, নির্যাতন রুখতে

বিএসএফ-এর অ্যান্টি হিউম্যান ট্রাফিকিং ইউনিট (হিলি) এবং শক্তিবাহিনীর যৌথ উদ্যোগে এই সচেতনতা শিবিরটির আয়োজন করা হয়েছিল। শিবিরের শেষে উপস্থিত পড়ুয়াদের নির্দিষ্ট বয়সের আগে বিয়ে না করা ও নিজের পায়ে দাঁড়ানোর বিষয়ে শপথবাক্য পাঠ করানো হয়।

স্ত্রী খুনে যাবজ্জীবন বারাসাত আদালতের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: স্ত্রীকে নৃশংসভাবে খুন করায় অভিজিৎ দাশগুপ্তকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডাদেশ নির্দেশ দিল বারাসাত আদালতের চতুর্থ এডিজে সৌগত চক্রবর্তী। বুধবার এই নির্দেশ দেন বিচারক। সরকারি পক্ষের আইনজীবী মনোজ প্রামানিক জানান, অপরাধী অভিজিৎ দাশগুপ্ত বারাসাতের কাজিপাড়া এলাকার সুবর্ণপত্তণের একটি বাড়িতে তার স্ত্রী সুনিতা দাশগুপ্ত ও ১২ বছরের ছেলে সন্দীপন দাশগুপ্ত নিয়ে ভাড়া থাকতেন। ২০১৭ সালে অভিজিৎ তার স্ত্রীকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে নৃশংসভাবে আঘাত করে আশঙ্কাজনক অবস্থায় ঘরের মধ্যে আটকে রাখে এবং বিষয়টি গোপন রাখার জন্য ছেলেকে খুনেরও হুমকি দেয়। ওই অবস্থায় কয়েকদিন থাকার পর বিষয়টি বাড়িওয়ালা জানতে পেরে স্থানীয় বাসিন্দাদের সহযোগিতায় সুনিতাকে উদ্ধার করে প্রথমে বারাসাত হাসপাতালে নিয়ে যায়। অবস্থা সংকটজনক হওয়াতে তাকে আরজি কর হাসপাতালে স্থানান্তরিত করলে সেখানেই তার মৃত্যু হয়। শুধু তাই নয় স্ত্রীকে খুনের বছর তিনেক আগে ছত্রিশগড়ে তার শাশুড়িকে খুন করে জেল খাটে অভিজিৎ।

নকল লাইসেন্স বানিয়ে গুলি ও বন্দুক পাচার, ধৃত ৫

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: ভুয়ো লাইসেন্স তৈরি করে গুলি, বন্দুক পাচার করার অভিযোগে আসানসোল থেকে ধৃত ৫। সঙ্গে উদ্ধার গুলি ও বন্দুক।

বুধবার আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারের পক্ষ থেকে সাংবাদিক সম্মেলন করা হয়। পুলিশি সূত্রে জানা গেছে ভুয়ো লাইসেন্স নিয়ে বেআইনি বন্দুক ব্যবহার করে গানম্যানের কাজ করছিল বেশ কয়েকজন। দুর্গাপুরের কোকোভ্যান থানা এই ঘটনায় প্রথম সাফল্য পাওয়ার পর সেই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত অভিযুক্তদের জিজ্ঞাসাবাদ করতেই এই চক্রের নতুন দিশা পায় পুলিশ। এরপরেই কুলটির বিভিন্ন জায়গায় মোট পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করে কুলটি থানার পুলিশ। পুলিশি অভিযানে উদ্ধার হয় পাঁচটি বন্দুক সহ বেশ কয়েকটি কার্তুজ। পুলিশের দাবি, নকল লাইসেন্স নিয়েই এই ব্যক্তিরা গানম্যানের কাজ করতো বেসরকারি সংস্থায়। বিহার থেকে এই বেআইনি বন্দুক আনা হত। পরে এই বন্দুকের নকল লাইসেন্স তৈরি হত। তারপর সাপ্লাই হত সেই বন্দুক। ধৃতরা হল বিকি যাদব, শেখ রেফাই, প্রকাশ নোনিয়া, গোপাল কেসরি, জগনারায়ণ সিং। ধৃতরা কুলটি থানার ধেমোমেইন, কুলটি ও ঝাড়খণ্ডের বাসিন্দা। ধৃতদের কাছ থেকে দুটি দোনলা বন্দুক, তিনটি এক নলা বন্দুক ও ১৮ রাউন্ড তাজা কার্তুজ বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ।

হুইলচেয়ার পেয়ে ফের স্কুলমুখি ছাত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, শ্যামপুর: হাওড়ার শ্যামপুর থানা এলাকার আমড়দহ গ্রাম পঞ্চায়েতের বড় ঘুঘুবেশিয়া একটি গ্রাম। এই গ্রামের ক্লাস এইটের ছাত্রী আনিসা খাতুন (নাম পরিবর্তিত) গত বেশ কিছুদিন ধরে স্কুলে আসছে না। বিষয়টি খোঁজখবর

নিতে গিয়ে স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক নারায়ন বেরা জানতে পারেন স্কুল যাওয়ার মতো তার শারীরিক সক্ষমতা না থাকায় এতদিন ধরে যে হুইলচেয়ারে চেপে সে স্কুল আসতো-সেটি ভেঙে গেছে। আর স্কুল আস্তে না পেরে বাড়িতে কান্নাকাটি করছে। এই গ্রামে শিক্ষার হার ৯০ শতাংশের বেশি। এই গ্রামের একমাত্র জুনিয়র হাইস্কুলটি এক ঝলক দেখলে কোনও বেসরকারি স্কুল বলে ভুল হতে পারে। শুধু বাইরের আবরণ নয় স্কুলের ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠেছে আধুনিকতা। আর এই সব সফল হয়েছে এক ঝাঁক তরুণ শিক্ষক শিক্ষিকার আন্তরিকতায়। শিক্ষার সব উপকরণ মজুত। রয়েছে হিন্দি ক্লাসের ব্যবস্থা ও। এ হেন স্কুলের নাম বুধবার অভিনব ভুরি ভোজে সামিল হল শতাধিক ছাত্র ছাত্রী। কিন্তু এদিন প্রীতিভোজ অনুষ্ঠানের ছাত্রীটির হাতে একটি হুইল চেয়ার তুলে দিয়ে আনন্দের হাসি হাসলেন ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক। উল্লেখ্য যে হুইলচেয়ারের জন্য তার পরিবারকে বিভিন্ন জায়গায় ছুটতে হয়েছিল তা হাতে পেয়ে আনন্দের অশ্রু দেখা গেল ছাত্রীর চোখে। আর এদিন শতাধিক ছাত্র ছাত্রী, অভিভাবক, শ্যামপুর দুই ব্লক আধিকারিক, জনপ্রতিনিধি তার সাক্ষী থাকল।

বাসের চাকায় পিষ্ট হয়ে শিশুর মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, গাইঘাটা: বেপরোয়া বাসের চাকায় পিষ্ট হয়ে মৃত্যু ২ বছরের শিশু কন্যার,গুরুত্বর আহত বাবা। মঙ্গলবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনার গাইঘাটা থানার ধর্মপুর দাসপাড়া এলাকায়। মৃত শিশু কন্যার নাম জানা যায়নি। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অশোকনগর বনবনিয়ার বাসিন্দা বাপ্পা দেবনাথ এদিন রাতে বাইকে করে তার বছর ২ এর শিশু কন্যাকে নিয়ে গাইঘাটার দিক থেকে হাবড়ার দিকে যাচ্ছিল। ধর্মপুর দাসপাড়া এলাকায় দুর্ঘটনা ঘটে। বাচ্চাটির মাথার উপর দিলে চলে যায় বাসের চাকা। ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় তার।গুরুতর আহত হন বাপ্পা। তাকে হাবড়া হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে বনগাঁ মহকুমা হাসপাতে পাঠায়। ঘাতক গাড়ি ও তার চালককে আটক করা হয়েছে।

মেদিনীপুরে ৭২ ঘণ্টার ট্রাক ধর্মঘট

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: ১১ সেপ্টেম্বর বুধবার থেকে ৭২ ঘণ্টার ট্রাক ধর্মঘট ঘোষণা করা হয়েছে, যা আসন্ন দুর্গাপূজার উৎসবকে ব্যাহত করার আশঙ্কা রয়েছে। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা ট্রাক অপারেটরস ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন পুলিশ হয়রানি, ওভারলোডিং এবং বাংলাদেশে ট্রাক ড্রাইভারদের উপর অত্যাচার সহ বিভিন্ন ইস্যুর প্রতিবাদে এই ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে।

সংগঠনটি পুলিশ এবং সিভিকদের হয়রানি, ওভারলোডিং এবং ট্রাক ড্রাইভারদের বিরুদ্ধে যত্রতত্র অনলাইন কেস দেওয়া বন্ধ করার দাবি জানিয়েছে। তারা মোহনপুর ব্রিজে যানবাহনের চলাচলের জন্য ব্যবস্থা অথবা নিচ দিয়ে বিকল্প ব্যবস্থারও দাবি করেছে। এদিন তারা জেলাশাসক ও পুলিশ সুপারকে স্মারকলিপি জমা দেন। এই দাবিগুলি নিয়েই ১১, ১২ ও ১৩ সেপ্টেম্বর ৭২ ঘণ্টার ট্রাক ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে। প্রায় ৪,০০০ সদস্য এবং ১০,০০০ ট্রাক নিয়ে সংগঠনের ধর্মঘটের ফলে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের ঘাটতি এবং দাম বাড়ার আশঙ্কা রয়েছে। সংগঠনটি পূর্বেও এই ইস্যুগুলো নিয়ে প্রতিবাদ করেছে কিন্তু কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলে দাবি করেছে।

প্রধান বিচারপতির বিরুদ্ধে আপত্তিকর পোস্ট, গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির বিরুদ্ধে আপত্তিকর পোস্ট সামাজিক মাধ্যমে, ঘটনায় সুজিত হালদার নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে কৃষ্ণগঞ্জ থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর নদিয়ার কৃষ্ণগঞ্জের বার্নপুর গ্রামপঞ্চায়েতের ফুলবাড়ি এলাকার বাসিন্দা ধৃত সুজিত হালদার। পুলিশ জানায় গ্রেপ্তারের পর জিজ্ঞাসাবাদে পুলিশ জানতে পারে ধৃত ব্যক্তিকে ওই আপত্তিকর পোস্টগুলি করতে নির্দেশ দিয়েছিল। তবে আরও কে বা কারা এর পেছনে রয়েছে সেটা পরবর্তীতে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানার চেষ্টা করবে পুলিশ। তবে ধৃতকে পুলিশ হেপাজত চেয়ে আদালতে পাঠায় পুলিশ। পুলিশ আরও জানায় ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ হওয়ার পরই তাকে গ্রেপ্তার করেছে কৃষ্ণগঞ্জ থানার পুলিশ। এদিন এই ঘটনা নিয়ে একটি সাংবাদিক বৈঠক করেন কৃষ্ণনগর পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মিত কুমার। যদিও ঘটনা স্বীকার করেছে ধৃত সুজিত হালদার।

বিধি-বিধান মেনে শাস্ত্রমতে খুঁটি পুজো হল মহিলা সার্বজনীন দুর্গাপুজো কমিটির

নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল: আরজি কর মেডিক্যাল কলেজে ডাক্তারি পড়ুয়া ছাত্রীর ধর্ষণ খুনের ঘটনায় এখনো জারি রয়েছে আন্দোলন। ঘটনার প্রতিবাদে বেশ কিছু পুজো কমিটি এবার সরকারি অনুদান প্রত্যাখ্যান করেছে। অন্যদিকে পুজো উৎসবে সামিল হতে আহ্বান জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। যা নিয়ে তৈরি হয়েছে নতুন বিতর্ক। প্রতিবাদে সরব হয়েছেন আন্দোলনকারীরা। এই আবহে বুধবার বিকেলে খান্দরা হাই স্কুল চত্বরে খুঁটি পুজোর মাধ্যমে পুজোর প্রস্তুতি শুরু হল মহিলাদের পরিচালিত সর্বজনীন দুর্গা পুজোর। বিধি-বিধান মেনে শাস্ত্রমতে খুঁটি পুজোর মাধ্যমে এদিন মণ্ডপ তৈরির কাজ শুরু হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের সদস্য কালোবরণ মণ্ডল, কৃষ্ণা

বন্দ্যোপাধ্যায়, অন্ডাল পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য কৌশিক মণ্ডল সহ মহিলা পুজো কমিটির পদাধিকারিক ও সদস্যরা।

জেলা পরিষদের সদস্যা কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, তিলত্তোমার জন্য সবার মন ভারাক্রান্ত। সবার মতো আমরাও চাই তিলোত্তমা বিচার পাক দ্রুত। দোষীর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হোক । পাশাপাশি দুর্গাপুজোও হোক। কারণ দুর্গাপুজো বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব এই পুজোর সঙ্গে প্রতিটি বাঙালির আবেগ জড়িয়ে আছে।

এক আদিবাসী যুবক তার স্ত্রী ও ছোট্ট সন্তানকে নিয়ে দুর্গা প্রতিমা গড়ার কাজে ব্যস্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: আর মাত্র হাতে গোনা কয়েকটা দিন, তারপরেই বাঙালির সর্বশ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজো। আর এই দুর্গাপুজোকে ঘিরে বাঙালি অবাঙালি নির্বিশেষে দুর্গাপুজোর উৎসবে মেতে ওঠেন। সারা দেশজুড়ে দুর্গাপুজো ঘিরে মাতোয়ারা থাকে বাঙালি। আর দুর্গাপুজো এলেই মৃৎ শিল্পীদের কর্ম ব্যস্ততা থাকে তুঙ্গে। কারণ তাদের হাতের ছোঁয়ায় দুর্গা প্রতিমা হয়ে ওঠে অনন্যা। শহর থেকে শুরু করে গ্রামাঞ্চল, সাবেকি বনেদি বাড়ি থেকে শুরু করে বারোয়ারি পুজো, সব জায়গাতেই এই মৃৎশিল্পীদের হাতের ছোঁয়ায় দুর্গা প্রতিমা পৌঁছে যায়। বিভিন্ন পূজা পার্বণে প্রতিমা গড়েই চলে মৃৎশিল্পীদের রুজি রুটি। তার

মধ্যে দুর্গাপুজো একটা অন্যতম তাদের কাছে।

পাণ্ডবেশ্বর শ্যামসুন্দরপুর গ্রামের আনন্দ মাঝি নামে এক আদিবাসী যুবক ছোট থেকেই মাটি নিয়ে প্রতিমা গড়ার কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখত। যেখানে আদিবাসী সমাজে বন জঙ্গলে খেটে খাওয়া মানুষেরা দিনরাত এক করে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে পরিবারের জন্য সংগ্রাম করতেন। ঠিক সেই সময় আদিবাসী এই যুবকের মাথায় মাটির মূর্তি তৈরি করার জেদ চাপে। আনন্দ জানায়, ছোটবেলায় যখন মৃৎশিল্পীরা মাটি দিয়ে মূর্তি তৈরি করত তখন তিনি বসে বসে দেখতেন, এবং তখন থেকেই মাটি দিয়ে মূর্তি তৈরি করার চিন্তা জাগে তার মাথায়। পরিবারের তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি মৃৎশিল্পীর কাজ করেন। পড়াশুনা খুব একটা হয়ে ওঠেনি তার। আজ মৃৎশিল্পীর পেশাটাকে তিনি তার জীবিকা অর্জনের উপায় হিসেবে বেছে নিয়েছেন। পরিবারে তার ছোট্ট ছেলে এবং স্ত্রী সকলেই তার এই কাজে হাত লাগান। আনন্দর স্ত্রী ও রাধা মেঝেন জানান, তিনি সেভাবে শিল্পীর কাজ কখনো শেখেননি তবে বিয়ের পর স্বামীর কাছ থেকে সব কিছু শেখা, স্বামীকে একটু তার কাজের সাহায্য করার ইচ্ছা নিয়েই প্রথম প্রথম স্বামীর কাজে হাত লাগাতেন তিনি। তারপর ধীরে ধীরে মূর্তির রং করা থেকে শুরু করে মাটির ডাকের কাজ তৈরি করেন তিনি। পাশাপাশি তাদের ছোট্ট ছেলে ও মা বাবার সঙ্গে হাত লাগায়। কিছু না পেলেও ছোট ছোট মাটির ঢেলা তৈরি করে বাড়িয়ে দেয় মা-বাবার দিকে। আনন্দ জানায়, এবারে দুর্গা পুজোয় অর্ডারটা ঠিকই আছে। তবে মাঝেমাঝে বাদ সাধছে নিম্নচাপ। যদি ভগবানের কৃপা থাকে বৃষ্টি যদি ভিলেন হয়ে না নেমে আসে তাহলে এবারে দুর্গাপুজোয় লাভের আশা দেখবেন তারা।

স্থগিত মহমেডান-ভবানীপুর সুপার সিক্সের ম্যাচ

নিজস্ব প্রতিনিধি: মহমেডানের সিনিয়র দল যখন আইএসএলের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত, তখন জুনিয়র দল নেমে পড়ল কলকাতা লিগের সুপার সিক্সের লড়াইয়ে। বুধবার ব্যারাকপুরে ভবানীপুরের মুখোমুখি হয়েছিল মহমেডান। প্রবল বৃষ্টির জন্য ম্যাচ স্থগিত করতে বাধ্য হন রেফারি। মহমেডান-ভবানীপুর ম্যাচ শুরু হয়েছিল নির্বিঘ্নেই। প্রথমার্ধে দু'পক্ষের মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হয়। যদিও কোনও দলই গোল করতে পারেনি। এর পর শুরু হয় প্রবল বৃষ্টি। মাঠের বিভিন্ন অংশে জল জমে যায়। বেশ কিছু ক্ষণ অপেক্ষা করার পরেও ম্যাচ শুরু করাতে পারেননি রেফারি। শেষ পর্যন্ত ম্যাচ স্থগিত করতে বাধ্য হন তিনি। আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার দুপুর ৩টেয় নৈহাটিতে মহমেডান-ভবানীপুর ম্যাচের দ্বিতীয়ার্ধের খেলা হবে। উল্লেখ্য, এর আগে লিগ পর্বেও মহমেডানের একটি ম্যাচ বৃষ্টির জন্য এক দিনে শেষ করা সম্ভব হয়নি।

গত তিন মরসুম টানা কলকাতা লিগ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে মহমেডান। যদিও এ বার তাদের অবস্থা খুব একটা ভাল নয়। গ্রুপ 'এ'তে তৃতীয় হয়ে সুপার সিক্সে উঠেছে সাদা-কালো ব্রিগেড। ১২ ম্যাচে তাদের সংগ্রহ ১৯ পয়েন্ট। অন্য দিকে, গ্রুপ 'বি'তে ১২ ম্যাচে ৩১ পয়েন্ট পেয়ে সুপার সিক্সে উঠেছে ভবানীপুর।

খেলা বানচালের হুমকির মুখে পিছু হটছে না ভারতীয় বোর্ড, কানপুরেই হবে রোহিত-শান্তদের দ্বিতীয় টেস্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি: হুমকির কাছে মাথা নত করছে না ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। হামলার হুমকি সত্ত্বেও ভারত-বাংলাদেশ দ্বিতীয় টেস্ট পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী কানপুরেই হবে। ১৯ সেপ্টেম্বর থেকে হবে দু'দেশের টেস্ট সিরিজ।

ভারত-বাংলাদেশ টেস্ট সিরিজরে কোনও মাঠ পরিবর্তন হচ্ছে না। পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছেন বিসিসিআই কর্তারা। নিরাপত্তা নিয়ে কথা বলা হচ্ছে পুলিশের সঙ্গেও। দ্বিতীয় টেস্ট বানচাল করার হুমকিকে গুরুত্ব দিচ্ছেন না বোর্ড কর্তারা বিসিসিআইয়ের এক কর্তা সর্বভারতীয় এক সংবাদমাধ্যমকে বলেছেন, ''আমরা পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছি এবং সংশ্লিষ্ট সব কর্তৃপক্ষের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে চলেছি। সূচি অনুযায়ী ম্যাচ আয়োজন করতে প্রয়োজনীয় সব পদক্ষেপ করা হচ্ছে। দু'দলের টেস্ট ম্যাচ আয়োজনের জন্য স্টেডিয়ামও সম্পূর্ণ প্রস্তুত।''

বিসিসিআইয়ের ওই কর্তা আরও বলেছেন, ''আমরা ম্যাচ সরানোর কথা ভাবছিই না। কানপুরেই খেলা হবে। তবু আমরা পরবর্তী পরিস্থিতির দিকেও নজর রাখব। কানপুরের পাশাপাশি আর একটি কেন্দ্রের দিকেও নজর রাখা হচ্ছে।'' উল্লেখ্য, ১৯ সেপ্টেম্বর থেকে ভারত-বাংলাদেশ প্রথম টেস্ট হওয়ার কথা চেন্নাইয়ে। ২৭ সেপ্টেম্বর থেকে দ্বিতীয় টেস্ট হওয়ার কথা কানপুরে। দু'টি টেস্টই সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন করতে বিসিসিআই এবং স্থানীয় প্রশাসন এক যোগে কাজ করছে। গত রবিবার প্রথম টেস্টের জন্য ১৫ সদস্যের ভারতীয় দল ঘোষণা করেছে বিসিসিআই।

নয়ডার ক্রিকেট মাঠে আবার বিতর্ক, শৌচাগারে ধোয়া হল বাসন, আফগানিস্তান ম্যাচে নতুন সমস্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি: গ্রেটার নয়ডার শহীদ বিজয় সিংহ পথিক স্পোর্টস কমপ্লেক্সে আফগানিস্তান বনাম নিউ জল্যান্ড ম্যাচ। মাঠ ভিজে থাকার কারণে যে খেলা সম্ভব হচ্ছে না। রবিবার বৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু তাতেও সোমবার এবং মঙ্গলবার মাঠ শুকনো করা সম্ভব হয়নি। সেই বিতর্কের মাঝেই নতুন সমস্যা। শৌচাগারে ধোয়া হল বাসন।

মাঠে খাবার পরিবেশনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এক সংস্থাকে। সেই সংস্থার এক কর্মীকে দেখা যায় শৌচাগারে খাবার পরিবেশন করার বাসন ধুতে। যা খুবই অস্বাস্থ্যকর বলে মনে করা হচ্ছে। মাঠে কোনও রকম পরিষেবা নেই বলেও অভিযোগ উঠেছে। সাংবাদিকদের বসার জায়গা নিয়েও সমস্যা রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। সেই সঙ্গে শৌচাগারের অবস্থা ভাল নয়। খাওয়ার জলও পর্যাপ্ত পরিমাণে ছিল না বলে অভিযোগ।

গ্রেটার নয়ডার মাঠের অবস্থা দেখে অনেক জল্পনা প্রকাশ্যে আসছে। কেউ জানিয়েছেন, স্রেফ টাকা রোজগার করতেই এই মাঠে ম্যাচ আয়োজন করা হয়েছিল। কারও দাবি, গ্রেটার নয়ডা সম্ভবত শেষ ম্যাচ আয়োজন করে ফেলল। ভারতীয় বোর্ডের দাবি, তারা তিনটি মাঠের প্রস্তাব দিয়েছিল। কিন্তু আফগানিস্তান বোর্ডই গ্রেটার নয়ডাকে বেছেছে। ফলে তাদের কিছু করার নেই।

নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক এক কর্তা একটি ওয়েবসাইটে বলেছেন, স্টেডিয়ামটি গ্রেটার নয়ডা কর্তৃপক্ষের। টাকা রোজগার করতেই তাদের কয়েক জন কর্তা এবং আফগান বোর্ডের কয়েক জন কর্তা ওখানে বর্ষার মরসুমে ম্যাচ আয়োজন করেছেন। উত্তরপ্রদেশ ক্রিকেট সংস্থা (ইউপিসিএ) অনেক বার ফোন করে বৈঠকের জন্য ডেকেছিল। যা দরকার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। ইউপিসিএ প্রস্তাব দিয়েছিল, কানপুরের গ্রিনপার্ক স্টেডিয়ামে ম্যাচ করতে।

অদৃশ্য এক প্রতিপক্ষও ছিল আর্জেন্টিনা ও কলম্বিয়ার

নিজস্ব প্রতিনিধি: বারানকিয়ায় আর্জেন্টিনার প্রতিপক্ষ কি শুধুই কলম্বিয়া ছিল? খাতা-কলমে সেটা হলেও আর্জেন্টিনা দল থেকে কিন্তু ভিন্ন দাবিও উঠেছে। শুধু কলম্বিয়া নয়, আরও এক প্রতিপক্ষের বিপক্ষে লড়তে হয়েছে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের। গরম!

ম্যাচের ফল এতক্ষণে সবার জানা। গত রাতে দক্ষিণ আমেরিকা অঞ্চলের ২০২৬ বিশ্বকাপ বাছাইয়ে স্বাগতিক কলম্বিয়ার কাছে ২-১ গোলে হেরেছে আর্জেন্টিনা। ম্যাচটি শুরু হয়েছে কলম্বিয়ার স্থানীয় সময় বেলা সাড়ে তিনটায়। আর্জেন্টিনার সংবাদমাধ্যম টিওয়াইসি স্পোর্টস জানিয়েছে, ম্যাচ চলাকালীন স্থানীয় তাপমাত্রা ওঠা,নামা করেছে ৩১ থেকে ৩৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে। বাতাসে আর্দ্রতাও ছিল ১০০ শতাংশের কাছাকাছি। এতে শ্বাস আটকে আসার মতো প্রচণ্ড গরমে ভুগেছেন দুই দলের খেলোয়াড়েরা।

আর্জেন্টিনা কোচ লিওনেল স্কালোনি ম্যাচের আগেই এ নিয়ে সুর চড়া করেছিলেন, 'আমরা এমন একটি জায়গায় খেলতে যাচ্ছি, যেখানে খুব গরম এবং খেলাটা এমন সময়ে যখন খেলা উচিত নয়। তাতে (গরমে) ঠিকমতো খেলাও যায় না। কিন্তু সময়টা তারা (কনমেবল কর্তৃপক্ষ) ঠিক করেছে। এটা বলছি না যে কোনো একটি দল এতে সুবিধা পাবে।'

কলম্বিয়ার কোচ নেস্তর লরেঞ্জোও ম্যাচের আগে বারানকিয়ার গরম নিয়ে কথা বলেছিলেন। তবে তিনি ব্যাপারটিকে এত বড় করে দেখেননি। সর্বশেষ কোপা আমেরিকায় ৪৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে অনুশীলনের অভিজ্ঞতার উদাহরণও টেনেছেন লরেঞ্জো।

কিন্তু ম্যাচ শেষে সংবাদ সম্মেলনে আবারও গরম নিয়ে কথা বলেছেন স্কালোনি, 'কলম্বিয়ার মানুষ গরম নিয়ে আমার কথা বলাটা পছন্দ করেনি। তবে আমি শুধু গরম নিয়েই কথা বলিনি, ম্যাচের সময় নিয়েও কথা বলেছি। সময়টা দর্শকদের জন্যও খেলা দেখার জন্য অনুকূলে ছিল না। লোকে পছন্দ করবে এমন খেলাও হয়নি দ্বিতীয়ার্ধে। (স্থানীয় সময়) ৫টা, ৬টা কিংবা ৭টায় খেলা যায়। আমার মনে হয় না এমন (বেলা সাড়ে তিনটা) সময়ে ম্যাচ ফুটবলারদের সামর্থ্য দেখানোর জন্য উপযুক্ত।'

গত শুক্রবার চিলিকে হারানোর পর স্কালোনি বলেছিলেন, আর্জেন্টিনা দল নিজেদের অন্যদের চেয়ে সেরা মনে করে না, 'আমি মনে করি না, আমরা বাকিদের চেয়ে সেরা।' স্কালোনির কথা তখন অনেকেই হয়তো বিশ্বাস করেননি। করবেন কীভাবে, টানা ১২ ম্যাচ অপরাজিত ছিল তাঁর দল। কিন্তু স্কালোনির সেই কথা মাঠে ফলতেও সময় লাগল না! কলম্বিয়ার কাছে হারটি চলতি বছর আর্জেন্টিনার প্রথম হার। সত্যি সত্যিই সবার চেয়ে ভালো হলে তো আর কলম্বিয়ার কাছে হারত না!

তবে সেই হারে গরমের যে একটা পরোক্ষ ভূমিকা ছিল, সেটা সরাসরি স্বীকার না করলেও খেলোয়াড়দের কথায়ও ব্যাপারটি উঠে এসেছে। মিডফিল্ডার লিয়ান্দ্রো পারেদেস যেমন ম্যাচ শেষে গরম নিয়ে বলেছেন, 'এটা খুব ভালোভাবেই আমরা টের পেয়েছি। গতকাল থেকেই আমরা এটা টের পাচ্ছি, যখন অনেক পরে অনুশীলনে নেমেছিলাম। জানতাম (ম্যাচটা) কঠিন হবে। তবে দুই দলের জন্যই কঠিন ছিল।'

OFFICE OF THE
MUKUNDABAGH GRAM PANCHAYAT
UNDER MURSHIDABAD-JIAGANJ DEV BLOCK
MUKUNDABAGH, AZIMGANJ, MURSHIDABAD, PIN-74302
e-mail: mukundabaghgp@gmail.com
NOTICE INVITING e-Tender

e-Tender are invited through online Bid System under Following Tender **(NIeT) No: 10/MGP/5th FC/2023-24 Dated- 11-09-2024.** The last date for online submission of tender is **20-09-2024 (Friday) up to 14:00 Hours.** For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Jayanti Mahato
(Prodhan, Mukundabagh GP)

OFFICE OF THE
MUKUNDABAGH GRAM PANCHAYAT
UNDER MURSHIDABAD-JIAGANJ DEV BLOCK
MUKUNDABAGH, AZIMGANJ, MURSHIDABAD, PIN-74302
e-mail: mukundabaghgp@gmail.com
NOTICE INVITING e-Tender

e-Tender are invited through online Bid System under Following Tender (NIeT) **No: 03/MGP/15th FC/2024-25 & 04/MGP/15th FC/2024-25 Dated: 10-09-2024.** The last date for online submission of tender is **26-07-2024 (Thursday) up to 14:00 Hours.** For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Jayanti Mahato
(Prodhan, Mukundabagh GP)

Barijahatty Gram Panchayat
Chanditala, Hooghly
Notice Inviting Tender

Sealed Tender is invited from the resourceful and experienced bidders for execution of the work(s) vide **Memo No.: 551/BGP/2024, Date: 11.09.2024. Fund: SBM(G) + 15TH FC (TIED).** Last date of dropping of Sealed Tender Form : **17.09.2024 up to 02.00 PM.** Date of Opening of Tender : **19.09.2024 at 02.00 PM.** For details visit undersigned GP Office.

Sd/-
Prodhan
Barijahatty Gram Panchayat

DIGHARI GRAM PANCHAYAT
VILL + PO: Dighari, P.S – Gopalnagar, DIST – North 24 PGS,WB
Notice Inviting E-Tender

Bid Reference no **173/DIG/15th FC/2024-25,174/DIG/15thFC/2024-25, Dated-05.09.2024** and **175/DIG/15thFC/2024-25,Dated-06.09.2024.Tender ID:2024_ZPHD_745742_1 to 2, Tender ID : 2024_ZPHD_745758_1 to 6, Tender ID : 2024_ ZPHD_ 746187_ 1 to 2.** E-Tender is here by invited vide no **173/DIG/15th FC/2024-25, 174/DIG/15th FC/2024-25** and **175/DIG/15th FC/2024-25** for Pucca Drain, CC road,Community Toilet under Dighari Gram Panchayat area will be available from the folling Website **www.wbtenders.gov.in**. Late Date and time of online Bid Submission on **13.09.2024, 14.09.2024.**

SD/- Prodhan
Dighari Gram Panchayat

KHARDAH MUNICIPALITY
Khardah, North 24 Parganas
NIT

Tender No. KDHM/21/WS/24-25, E-Tender ID: 2024_MAD_749348_1. Categories of Work: Ferrule Shifting Last date of Submission of Tender **19.09.2024**. Details of notice can be seen at: **www.khardahmunicipality.in & https://wbtenders.gov.in**

Sd/-
Chairman
Khardah Municipality

CORRIGENDUM
NOTICE INVITING E-TENDER
1. N.I.T. No.– WBMAD/ULB/RSM/247/24-25
Dated 02.09.2024

E-Tenders are being Invited for:- Construction of surface drain at Devaloke Aqua Greens project at ward no 22, under Rajpur Sonarpur Municipality. a) Tender Value: **Rs. 6,32,746.00.** b) Last Date & Time Limit for Submission of E-Tender is being extended from **11.09.2024 at 11-00 hrs to 14.09.2024 at 17-00 hrs**. c) Date & Time for Opening of Technical Bid is being extended from **13.09.2024 at 11-05 hrs to 17.09.2024 at 11-05 hrs**. d) Date & Time for Opening of Financial Bid: **To be notified**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**.

Sd/- Executive Officer
Rajpur-Sonarpur Municipality

BOLPUR MUNICIPALITY
Bolpur, Birbhum
3. WBMAD/ULB/BM/PW/Green City Mission/N.I.T.-25/2024-2025
Memo No. 1755/PWD/BM/2024-2025, Dated : 10.09.2024
Name of the Work : 1 (One) no. total works (Sl. 1) Supply & installation of hot dip galvanized octagonal pole (6 mtr. long) including s/f 60w led light fitting, armoured cable, feeder pillar box and other accessories for lighting facility in Ward No. 2, 3, 4, 12, 15 & 17 under Bolpur Municipality. Last Date of Submission **28.09.2024**, for details see Bolpur Municipality Notice Board & website : **www.bolpurmunicipality.org, www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Chairman
Bolpur Municipality

Office of the Prodhan,
Bokhara-II Gram Panchayat,
Under Sagardighi Dev. Block.
Vill,-Jotkamal,
P.O –Megha-Sihara,
Dist- Murshidabad.
NOTICE INVITING e-Tender

e-tender are invited through online bid system under following **tender (NIeT) No:- 03/BOKHARA-II /15TH FC/2024-25 Dated:-06/09/2024.** The last date of online submission of tender is **14-09-2024 upto 18:00 hours.**

For details please visit website **http://wbtenders.gov.in**

Sd/- Safirul Islam
(Prodhan,
Bokhara-II GP)

Executive Engineer Murshidabad Highway Division No. I
P.W. (Roads) Directorate

Executive Engineer, Murshidabad Highway Division No.- 1, invites online e-tender for the work of :-

Sl No:- 1, Name of Work- Chunakhali-Jalangi State Highway at Najirpur to Islampur road from Ch. 0.00 kmp to 1.350 km restoration work for damaged shoulder during laying of pipe line by PHED under Murshidabad Highway Division No.-I, in the district of Murshidabad during the year 2024-2025.

2. Krishnagar-Debipur-Jalangi Road from Ch. 3.200 Km. to 4.200 Km. restoration work of damaged shoulder and laying new pipe line across the road by open trench cutting by PHED under Murshidabad Highway Division No.I. in the district of Murshidabad during the year 2024-2025.

NIET NO 12 of 2024-2025 (Sl NO 1 to 2) Tender ID: - 2024_SH_749422_1/2

Bid Submission start date (Online) :- **13.09.2024 after 11.00 am**

Bid Submission Closing date (Online) :- **23.09.2024 upto 11.00 am**

Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIET and Tender documents may be downloaded from: **http://wbtenders.gov.in**

Executive Engineer Murshidabad Highway Division No. I
P.W. (Roads) Directorate

BOLPUR MUNICIPALITY
Bolpur, Birbhum

1. WBMAD/ULB/BM/PW/PW/15th Finance Grant/N.I.Q.-04/2024-2025
Memo No. 1750/PWD/BM/2024-2025, Dated : 10.09.2024
Name of the Work : 1 (One) no. total works (Sl. 1) Supply of equipment and other essential works under Bolpur Municipality.

2. WBMAD/ULB/BM/PW/PW/15th Finance Grant/N.I.Q.-05/2024-2025
Memo No. 1751/PWD/BM/2024-2025, Dated : 10.09.2024
Name of the Work : 1 (One) no. total works (Sl. 1) Supply installation of approved quality vending machine in 4 Schools under Bolpur Municipality.

3. WBMAD/ULB/BM/PW/PW/15th Finance Grant/N.I.Q.-06/2024-2025
Memo No. 1752/PWD/BM/2024-2025, Dated : 10.09.2024
Name of the Work : 1 (One) no. total works (Sl. 1) Supplying, fitting and fixing with installation of Aqua water ATM in different areas under Bolpur Municipality.

4. WBMAD/ULB/BM/PW/PW/OWN FUND/N.I.Q.-07/2024-2025
Memo No. 1753/PWD/BM/2024-2025, Dated : 10.09.2024
Name of the Work : 4 (Four) no. total works (Sl. 1-4) Supply of Electrical and other materials under Bolpur Municipality.

5. WBMAD/ULB/BM/PW/PW/OWN FUND/N.I.Q.-08/2024-2025
Memo No. 1754/PWD/BM/2024-2025, Dated : 10.09.2024
Name of the Work : 1 (One) no. total works (Sl. 1) Preparation of DPR for B+G+IV Municipal Office Building under Bolpur Municipality. Last Date of Submission **19.09.2024**, for details see Bolpur Municipality Notice Board & website : **www.bolpurmunicipality.org, www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Chairman
Bolpur Municipality

UTTARPARA-KOTRUNG MUNICIPALITY

e-Tender No.: UKM/PWD/007(e)/2024-25 (2nd Call) dt. 11.09.2024. 1. Installation of Grid connected Solar PV Power Plant of cumulative array capacity 100 Kwp at Makhla SWM Project area under Uttarpara-Kotrung Municipality. Bid Submission Closing Date: **28/09/2024. e-Tender No. : UKM/041(e)/2023-24(2nd Call) dt. 11.09.2024.** 1. Repairing and Laying Water Supply Pipe Line at different location including allied work for providing uninterepted water supply at ward no.1 to ward no. 6 under U.K.M. 2. Repairing and Laying Water Supply Pipe Line at different location including allied work for providing uninterepted water supply at ward no.7 to ward no. 12 under UKM. 3.Repairing and Laying Water Supply Pipe Line at different location including allied work for providing uninterepted water supply at ward no.13 to ward no. 18 under UKM. 4. Repairing and Laying Water Supply Pipe Line at different location including allied work for providing uninterepted water supply at ward no.19 to ward no. 24 under UKM. 5. 100 mm dia D.I. Pipe Line Shifting under the Drain at Makhla Dolui Para, MakhlaSaradapally, Makhla T.N.Mukherjee Road, Makhla Roy Para, MakhlaSasthiTala in Ward no. 22, 21, 20 under U.K.M. Bid Submission Closing Date: **20/09/2024.** For Details: **wbtenders.gov.in**

Sd/-
Chairman,
U.K. Municipality

Daluibazar-I Gram Panchayat
Rasulpur, Memari, Purba Bardhaman
Notice Inviting e-Tender

e-Tenders are invited from Reputed, Bonafied Tenderer for executation the different development work vide **Tender Reference No.: 496/DB-I/24-25 & Tender ID: 2024_ZPHD_748674_1 to 2024_ZPHD_748674_11, Date : 10.09.2024.** Bid Submission Start Date (Online) : **11.09.2024 at 02:00 PM.** Bid Submission Closing Date (Online): **18.09.2024 up to 11.00 AM.** Bid Opening Date (Technical): **20.09.2024 at 11.00 AM.** For details visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP office.

Sd/-
Prodhan
Daluibazar-I Gram Panchayat

Nabastha-I Gram Panchayat
Ausha, Nabastha, Purba Bardhaman
Notice Inviting e-Tender

e-Tenders are invited from Reputed & Bonafied Tenderer vide **Memo No.: 327 /N1GP (NIT No. WB/BWN/N1. G.P./NIT 6 /2024-25), Date-10/09/2024, Date: 10.09.2024** for 02 (Two) nos. scheme under **SBM(G) Fund.** Bid Submission Start Date: **11.09.2024 from 05:00 PM.** Bid Submission Closing Date: **19.09.2024 up to 02:00 PM.** Bid Opening Date (Technical): **21.09.2024 at 02:00 PM.** For details visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.

Sd/-
Prodhan
Nabastha-I Gram Panchayat

Kanaipur Gram Panchayat
Vill.+P.O.- Kanaipur, P.S.- Uttarpara, Dist.- Hooghly
Notice Inviting Tender

e-Tender is invited from the experienced and resourceful bidders having proper credential for execution of 1 No. development work vide **NIT No.: 430/KGP/2024 (Sl.- 01), Fund: 5th SFC-TIED, Date: 11.09.2024.** Work Comp. Time: 180 Days. Document Download & Bid Submission Start Date (Online): **12.09.2024 at 09:00 AM.** Bid Submission Close Date (Online): **28.09.2024 up to 05:00 PM.** Submission of EMD & Cost of Tender Paper (Offline): **30.09.2024 up to 02:00 PM.** Tender Opening Date (Online): **01.10.2024 at 09:00 AM.** For more details visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.

Sd/-
Pradhan
Kanaipur Gram Panchayat

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/RSM/290/24-25 Dated 07.09.2024	Repairing & restoration of road at D.N.STREET at ward no 18, under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs. 2,87,057 .00
WBMAD/ULB/RSM/291/24-25 Dated 07.09.2024	Repairing & restoration of road at Ashoke Nath Sastri road at ward no 18, under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs. 2,44,290 .00
WBMAD/ULB/RSM/292/24-25 Dated 07.09.2024	Repairing and restoration of road at Mitra Para 2nd lane & Chandra Mohun Guha road at ward no 18, under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs. 2,83,377 .00
WBMAD/ULB/RSM/293/24-25 Dated 07.09.2024	Repairing and restoration of road at RNT road at ward no 18, under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs. 2,67,604 .00
WBMAD/ULB/RSM/294/24-25 Dated 07.09.2024	Ornamental Grill and Painting Work and Bamboo Pilling Work at Vivek Sarobar,in Ward No-32,under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 2,20,547 .00

Bid Submission end date: **20.09.2024 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman
e-Tender Notice

1) Name of the work : Installation of 2 no. Mark II Tubwell by ring boring system at Tikulia Para, Bhiringi within Ward No.-19 under DMC
e-Tender No. : WBDMC/COMM/WS/NIT-93/24-25 (2nd Call)
Tender ID : 2024_MAD_749265_1 ● Est. Amt. : Rs. 5,67,771.00
Last Date : **20.09.2024 upto 5.00 p.m.**

2) Name of the work : Sinking of 1 no. borewell (250.00 mtr. depth) with installation of Submersible Pump & Laying of 75mm dia. HDPE Pipe-line (Supplying, fitting and fixing) at Old Garage Maidan Basti, Akbar Road within Ward No.-09 under DMC
e-Tender No. : WBDMC/WS/COMM/NIT-12/24-25 (3rd Call)
Tender ID : 2024_MAD_749295_1 ● Est. Amt. : Rs. 12,95,646.00
Last Date : **27.09.2024 upto 5.00 p.m.**
For details : **wbtenders.gov.in**

Sd/-
Executive Engineer, DMC

e-Tender Inviting Notice

Various development work (38 nos) under Debra Panchayat Samity. e-N.I.T. No.:- 8 of 2024-25 (Memo No.- 1040/ Deb-PS, Dated- 02.09.2024). e-N.I.T. No.:- 7 of 2024-25 (2nd Call) (Memo No.- 1066/ Deb-PS, Dated- 07.09.2024). e-N.I.T. No.:- 10 of 2024-25 (Memo No.- 1078/ Deb-PS, Dated- 11.09.2024). e-N.I.T. No.:- 11 of 2024-25 (Memo No.- 1082/ Deb-PS, Dated- 11.09.2024)
Last Date & Time of submission tender documents:- **14.09.2024 upto 17:00 hrs.** (e-NIT no.- 8 of 24-25), **17.09.2024 upto 17:00 hrs.** (e-NIT no.- 7 of 24-25, 2nd call), **21.09.2024 upto 17:00 hrs.** (e-NIT no.- 10 of 24-25), **21.09.2024 upto 17:00 hrs.** (e-NIT no.- 11 of 24- 25).
Details may be had from the office in official date & time &, **www.wbtenders.gov.in,**

Sd/-
Executive Officer
Debra Panchavat Samiti

Gobardanga Municipality
DATE CORRIGENDUM
Tender Reference Number:**WBMAD/ULB/GOBAR/NIT-03(e)/24-25**, DT: 29/08/2024
Bidders are requested to follow the given below amended.

Description	Amended Date
Bid Submission start Date (On line)	30.08.2024
Bid Submission closing Date (On line)	12.09.2024
Last Date of submission of original copies of documents. (Offline)	Up to 12.09.2024 4:00PM
Opening of bid (Online) (Techno-commercial bid)	13.09.2024

Instead of previous BOQ we want to upload new BOQ

Sd/- Executive Officer
Gobardanga Municipality

ভ্রম সংশোধনী

গত 09/07/2024 আমাদের পত্রিকায় Murshidabad Municipality এর NIET No-463/MM/NIET/23-24 (3rd Call) -এর Matter এ Chairman Indrajit Dhar এর স্থানে Lalita Das Nandi ভুলবশত ছাপা হয়ে গেছে। অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী

e-Tender are being invited by Superintending Engineer (P.W.D.) Western Electrical Circle, behalf of the Office of The Municipal Councilor's, Habra Municipality from eligible contractors bearing NIQ No. and Tender ID as follows :-
NIT No. : WBPWD/SEWEC/HM/NIT-65/2024-25
Tender ID : 2024_WBPWD_749201_1
Name of the Work : Illumination of street light with 8.5 mtr MS Pole with single arm and 90 w LED fixtures at different places under Habra Municipality.

Sd/-
Superintending Engineer, P.W.D.
Western Electrical Circle

e-Tender are being invited by Superintending Engineer (P.W.D.) Western Electrical Circle, behalf of the Office of The Municipal Councilor's, Habra Municipality from eligible contractors bearing NIQ No. and Tender ID as follows :-
NIT. No. WBPWD/SEWEC/HM/NIT-66/2024-25
Tender ID : 2024_WBPWD_749330_1
Name of the Work : Supply, delivery & replacement of existing luminaries by 60 watt and 45 watt LED luminaries at different places under Habra Municipality

Sd/-
Superintending Engineer, P.W.D.
Western Electrical Circle

e-Tender are being invited by Superintending Engineer (P.W.D.) Western Electrical Circle, behalf of the Office of The Municipal Councilor's, Purulia Municipality from eligible contractors bearing NIQ No. and Tender ID as follows :-
NIT No. WBPWD/SEWEC/PM/NIT-67/2024-25
Tender ID : 2024_WBPWD_749432_1
Name of the Work : Supply, Fitting and Fixing of 90 Ward LED Street Light in Existing Poles at different Location of Purulia Municipality Area under Green City Mission.

Sd/-
Superintending Engineer, P.W.D.
Western Electrical Circle

E-TENDER NOTICE
LABPUR PANCHAYAT SAMITY
Labpur, Birbhum
NIeT No.- 07/EO/2024-25

E-Tenders are invited for 1 nos Civil works. Bid Submission start- **11/09/2024**, Ends- **18/09/2024** For more details please visit **www.wbtenders.gov.in** or office notice board.

Sd/-
Executive Officer
Labpur Panchayat Samity

Kurkuba Gram Panchayat
Galsi-II Panchayat Samity
Kurkuba, Purba Bardhaman
NOTICE INVITING E-TENDER

E-NIT NO:- 04/KGP/2024-25 & 05/KGP/2024-25, DTD:-10/09/2024 (5th SFC TIED & UNTIED) 4 Nos. of Works (Road & Drain) & **E-NIT N0:-06/KGP/2024-25 & ENIT NO:- 07/KGP/2024-25** (15TH FC TIED & UNTIED) 3 Nos. Works (Road & Solar Submarsible) is hereby invited by the Prodhan, KURKUBA GP from Bonafied & Eligible Resourceful Agency. Last date of online bid submission at e-Tender portal **18/09/2024 up to 4.00 P.M.** For More Details Please Contact at GP Office or may visit **https://wbtenders.gov.in**.

Sd/-
Prodhan
Kurkuba Gram Panchayat

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

আসছে মা সাজছে শহর

কার্গিলের ২৫ বছরে কণাদকে স্মরণ টালা ফ্রেন্ডস অ্যাসোসিয়েশনের

শুভাশিস বিশ্বাস

ক্যাপ্টেন কণাদ ভট্টাচার্যকে মনে আছে কী? এই প্রজন্মের অনেকের কাছেই এই নামটা খুব একটা পরিচিত নয়। অথচ এই বাঙ্গালি ক্যাপ্টেন শহিদ হয়েছিলেন ১৯৯৯ -এর কার্গিল যুদ্ধে। দেখতে দেখতে মাঝে কেটে গেছে ২৪টা বছর। সময়ের সঙ্গে বিস্মৃতির আড়ালে চলে গেছেন আমাদের এই বীরভোগ্যা বঙ্গজননীর সন্তান। তবে কণাদকে ভুলে যায়নি টালা ফ্রেন্ড অ্যাসোসিয়েশন। ২০২৫-এ এই কণাদকেই বীরের সম্মান জানাতে দুর্গাপুজোর সামগ্রিক পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে তাদের তরফ থেকে। থিম রাখা হয়েছে-'কণাদ কনায় বিজয় ধ্বজা।'

খুব সত্যি কথা বলতে টালা ফ্রেন্ডসের এই পুজোয় একেবারে গোড়া থেকেই জড়িয়ে রয়েছে কণাদের নাম। কারণ, এই পুজো যাদের হাতে প্রাণ পেয়েছিল তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রে যাঁর নাম করতে হয় তিনি হলেন বিমান বিহারি চক্রবর্তী। এই বিমানবাবু হচ্ছেন সম্পর্কে কণাদের মামা। আরও একটা কথা না বললেই নয়, কণাদ কিন্তু বড় হয়েছেন এই মামার বাড়িতেই। এমনকি কৈশোর থেকে যৌবনের তাঁর অধিকাংশ সময়েই কেটেছে মামার বাড়িতেই।

এই টালা ফ্রেন্ডসের পুজোর একটা ইতিহাসও রয়েছে। ২০০৮ সালে কণাদের মামা বিমান বিহারি চক্রবর্তীর বাড়িতেই শুরু হয় এর পথচলা। অবশ্য তখন এই পুজোর দায়িত্ব ছিল 'বিকেলে ভোরের ফুল' নামে এক সংগঠনের

হাতে। যার সভাপতি ছিলেন এই বিমান বিহারিবাবুই। আর পুজোও হতো তাঁরই বাড়িতে। ধীরে ধীরে এই পুজো জনপ্রিয় হয়ে উঠতে থাকে এলাকাবাসী থেকে শুরু করে তিলোত্তমাবাসীর কাছেও। খুব স্বাভাবিক ভাবেই এককালে যে পুজোর শুরু একেবারে ঘরোয়া পুজো হিসেবে তার আকারও বড় হতে থাকে সময়ের তালে তালে। সবার মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে 'বিকেলে ভোরের ফুল'-এর পুজোর কথা। আর শহিদ সেনানির নামাঙ্কিত এই পুজো দেখা জন্য দূর-দুরান্ত থেকে লোকে আসা শুরু করলেন অনেকেই।

একদিকে সময়ের তালে যখন পুজোর জনপ্রিয়তা আকাশ ছুঁচ্ছে তখন উল্টোদিকে পুজো উদ্যোক্তাদের গ্রাস করছে বার্ধক্যও। ফলে দুর্গাপুজোর মতো বিরাট পুজোকে সামাল দেওয়ার ক্ষমতা তাঁদের পক্ষে সামাল দেওয়া খুবই কঠিন হয়ে পড়ে। উপায়-অন্তর না পেয়ে পাড়ারই ক্লাব টালা ফ্রেন্ডস অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে কথা বলেন তাঁরা। আর্জি জানান, পাড়ার পুজো তথা বীর শহিদের মামার বাড়ির পুজো যাতে বন্ধ না হয়ে যায় সেদিকে নজর দেওয়ার জন্য। বিমান বিহারিবাবুর কথা ফেলতে পারেননি টালা ফ্রেন্ডস অ্যাসোসিয়েশনের কর্তারাও। সাগ্রহে এগিয়ে এসে দায়িত্ব নেন এই পুজোর। এরপরই পুজো বিমান বিহারিবাবুর বাড়ি ছেড়ে উঠে আসে টালা ফ্রেন্ডসের ছোট্ট মাঠটিতে। আর এরই সূত্র ধরে মিলেমিশে এক হয়ে যায় 'বিকেলে ভোরের ফুল' আর 'টালা ফ্রেন্ডস অ্যাসোসিয়েশন'।

তবে এই পুজোর সরকারি স্বীকৃতি পাওয়ার ব্যাপারটিও মোটেই সহজ ছিল না। বহু চেষ্টার পর কোভিড আবহে ১০ বছরের পুরনো পুজোগুলোকে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে রেজিস্ট্রেশন দেওয়া শুরু করার পরই ২০২১-এ এই পুজোর সরকারি স্বীকৃতি মেলে।

তবে নানা কারণে ২০২৪-এর দুর্গাপুজোর আবহটা একটু গুমোট হলেও পরিকল্পনা সারা টালা ফ্রেন্ডস অ্যাসোসিয়েশনের। এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলতেই হয়, ২০২৪ কার্গিল যুদ্ধের ২৫ বছর আর এই বছরই আভার কণাদের ৫০ বর্ষপূর্তি। এক অদ্ভুত সমাপতন। এই যোগাযোগকে হাতছাড়া করতে রাজি হননি টালা ফ্রেন্ডস অ্যাসোসিয়েশনের কর্তারা। আর সেই কারণেই পুজো হয়ে উঠেছে কণাদময়। প্যান্ডেল হচ্ছে এক্কেবারে কার্গিলকে থিমকে কেন্দ্র করেই। প্যান্ডেলকে সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরা হবে কার্গিল মেমোরিয়াল হিসেবে। মাতৃমূর্তি সাবেকি, তবে তার সঙ্গে থিমের একটা সাযুজ্য যে রাখা হচ্ছে তা বলতে ভোলেননি পুজোর কর্মকর্তা অনুজিত কুমার নান। সঙ্গে এও জানান, রাহুল সেনাপতির দায়িত্বে চলছে মাতৃমূর্তি রূপদানের পালা। মণ্ডপ সজ্জাও হচ্ছে তাঁরই পরিকল্পনাতে। আলোক সজ্জাও সাবেকি।

টালা ফ্রেন্ডসের পুজোর আকার বাইরে থেকে দেখতে অন্যান্য পুজোর তুলনায় ছোট হলেও এর এমন কিছু বিশেষত্ব রয়েছে যা পিছনে ফেলে হাই প্রোফাইল বহু পুজোকে। প্রথমেই এই পুজো সম্পর্কে বলতে গেলে একটা কথা বলতেই হয়, এই পুজো প্রাঙ্গনে চারটে দিন পা রাখলে বোঝা দায়, এটা একটা পারিবারিক পুজো অনুষ্ঠান না সর্বজনীন পুজো। বাড়ির পুজোর সমস্ত ছোঁয়া মেলে এখানে। নজর কাড়া ঘটনাটি হল, পুজোর দায়িত্বে রয়েছেন এলাকার মহিলারা। নারী শক্তিই আরাধনা করেন দশভুজার। সঙ্গে সঙ্গত দেন পুরুষেরা। পুজোর চারটে দিন এলাকার প্রত্যেকেরই ভুরিভোজের ব্যবস্থা থাকে এই পুজো প্রাঙ্গনেই। এরপর দশমীর দিন থাকে 'কাঙালি ভোজন'। আর্থিক দুদর্শার কারণে বছরে যাঁদের একটি দিনও হয়তো পেট ভরে খাওয়া হয় না, তাঁদের এই দশমীতে পাত পেড়ে খাওয়ান টালা ফ্রেন্ডসের উদ্যোক্তারা। এরপর মাকে বিদায় জানানো হয় এক্কেবারে সাবেকি বাঙালিয়ানায়। মায়ের আশীর্বাদ নিয়েই শুরু হয় পরের বছরের পরিকল্পনা নতুন করে।

সুব্রত নাগ

'বয়কট!'

'আজ্ঞে হ্যাঁ প্রভু, পুরোপুরি বয়কট - পুজোর চারদিনই বয়কট।'

'বলছ কী হে চিত্রগুপ্ত?' তিনটে চোখ থেকেই অবিশ্বাস আর বিস্ময় ঠিকরে বেরোচ্ছে মহেশ্বরের, 'সত্য -ত্রেতা-দ্বাপর গেল; কলিও শেষ হতে চলল - এরকম অসম্ভব, অদ্ভুত কথা তো শুনিনি কখনো!'

'আমরাই কি আর শুনেছি প্রভু?' হাত কচলায় চিত্রগুপ্ত, 'মহামায়ার পুজো বয়কট!'

'হ্যাঁ হে চিত্রগুপ্ত,' এখনো বিশ্বাস হয় না মহেশ্বরের, 'তোমার গুপ্তচরদের ইনফরমেশনের কোথাও ভুল নেই তো?'

'কী যে বলেন প্রভু। ভীষণ এফিশিয়েন্ট আর ডিউটিফুল গুপ্তচর কমিটির মেম্বাররা।'

'কাঁচকলা! ডিউটিফুল না হাতি!' দাবড়ে দেন মহেশ্বর, 'দু-চারটে বাদ দিয়ে বেশীরভাগই নন্দী-ভৃঙ্গীর সঙ্গে বসে গাঁজার ছিলিমে টান দিতে ব্যস্ত থাকে।'

চিত্রগুপ্ত মিনমিনে গলায় বলার চেষ্টা করে, 'অন ডিউটিতে বোধহয় খায় না প্রভু।'

'আরে অফ্ ডিউটিতে তো খায় — তাহলেই হল,' মহেশ্বরকে টলানো যায় না, 'গাঁজার নেশায় ভোম হয়ে থাকলে অন্ ডিউটিতেই বা কী করবে?'

চিত্রগুপ্তের আর এ কথা বলার সাহস হল না যে গাঁজার সিংহভাগ মহেশ্বরের সেবাতেই নিয়োজিত হয়। কী দরকার? নিজের লিমিটেশন ভালো করেই বোঝে চিত্রগুপ্ত। আছে তো ক্লারিক্যাল ডিপার্টমেন্টে — অযুত নিযুত বছর কেটে গেল স্রেফ মড়াখেগো আত্মাদের জাতবিচার করতে করতে। আগে তাও নরকের সাজাপ্রাপ্ত দুচারজনকে ব্যাক ডোর দিয়ে স্বর্গে ঢুকিয়ে টু পাইস ইনকাম হত। এখন অন লাইনেই স্বর্গ-নরকের প্লেসমেন্ট হয়ে যাওয়ায় উপরিটাও বন্ধ। চিত্রগুপ্ত গলাটা একটু কেশে সাফ করে, 'তাহলে এখন কী করণীয় প্রভু?'

'দেখি- কী করা যায়,' যথেষ্ট চিন্তিত লাগে মহেশ্বরকে, 'খবর যখন এনেছ একটা — একবারে উড়িয়ে দেওয়া তো যাবে না। বিষ্ণুদেব আর প্রজাপতি ব্রহ্মার সঙ্গে একবার পরামর্শ করে দেখি। তুমি এখন যাও — নতুন আপডেট পেলে জানিও।'

সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে চলে গেল চিত্রগুপ্ত আর রেখে গেল একরাশ উদ্বেগ আর দুশ্চিন্তা। সেই কবে থেকে মহিষমর্দিনী দুর্গার পূজা হচ্ছে মর্তে। বনেদী বাড়ির সাবেকী পুজোয়; পাড়ায় পাড়ায় সার্বজনীন মণ্ডপে — কী ধূমধাম! কী জাঁকজমক! ছেলে থেকে বুড়ো, নাতনি থেকে দিদিমা — নতুন জামাকাপড় পরে কে না যায় ঠাকুর দেখতে? সেই পুজোকে কিনা বয়কট! এত আনন্দ, এত খুশীর জোয়ার উথলে ওঠে যে উৎসবে — সেই শারদোৎসবকেই কিনা বয়কট! অবাক করল মর্তবাসী!

সমস্ত কৈলাশ পর্বতমালা এখন শেষ বিকেলের আলো মাখছে। বরফের চাদরে মুহুর্মুহু বদলে যাচ্ছে রঙের আলপনা। মন ভালো থাকলে কৈলাসপতি মুগ্ধ হয়ে কোনো কোনোদিন এই রঙের খেলা দেখেন। প্রকৃতির এই অনিন্দ্য সুন্দর রূপের জন্য প্রজাপতি ব্রহ্মার রুচিবোধকে মনে মনে তারিফও করেন। কিন্তু আজ আর অস্তগামী সূর্যের রঙের খেলা দেখার মানসিকতা নেই। দ্রুত আলোচনায় বসে কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হবে।

ত্রিশূল হাতে উঠতে যাচ্ছিলেন মহেশ্বর-পার্বতীকে দ্রুত পায়ে আসতে দেখে থমকে গেলেন। মাথার চুল উসকো খুসকো পার্বতীর - প্রসাধনহীন মুখমণ্ডলে দুশ্চিন্তা বলিরেখার মতো প্রকট।

'খবর শুনেছো তো?' প্রায় হাঁফাতে হাঁফাতে জিজ্ঞেস করেন পার্বতী।

'খবর মানে মর্তের তো?'

'আবার কী? চিত্রগুপ্ত তো এসেছিল তোমার কাছে।'

'এসেছিল — এসে অবিশ্বাস্য খবরও দিয়ে গেল একটা।

'অবিশ্বাস্য মোটেই নয় — চিত্রগুপ্ত যা বলেছে ষোলো আনা সত্যি।'

'সত্যি!' ক্ষীণ আশাটুকুও নিভে গেল মহেশ্বরের। একটু ইতস্তত করে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি শুনলে কার কাছে?'

'কার কাছে আবার?' পার্বতীর গলা চড়ে, 'হাজার হাজার মর্তবাসী তাদের ফেসবুকে লিখছে, ট্যুইট করছে। কেতো, গনশা, লক্ষ্মী, সরো দেখছে না সব?'

'যাব্বাবা! পুরোপুরি ভেবলে যান মহেশ্বর। ব্যাপারটা যদি এতটাই ওপেন সিক্রেট হয় তাহলে আর চিত্রগুপ্তের গাঁজাখোর গুপ্তচর ক্যাডার রাখার দরকার কী? একটু গলা খাঁকরে পার্বতীকে জিজ্ঞেস করেন, 'মর্তবাসী তোমার পুজো বয়কট করতে চাইছে কেন — সেটা নিয়ে কিছু লেখালেখি করেছে? যে যা বর চেয়েছিল, সেগুলো কি ঠিকঠাক দাওনি নাকি?'

'দেব না কেন? তা বলে উল্টোপাল্টা কিছু চাইলে '

'ওসব বর দেওয়া -নেওয়ার কেস নয় দেবাদিদেব — আসল কারনটা আমি বলছি, শুনুন।'

চমকে তাকিয়ে মহেশ্বর দেখলেন মহিষাসুর কখন নিঃশব্দে পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। চোখমুখের চেহারা এরও খুব একটা সুবিধের লাগছে না। পার্বতীর দিকে একবার আড়চোখে তাকিয়ে মহিষাসুরকেই জিজ্ঞেস করেন, 'কারণটা জানিস তুই?'

'জানব না কেন? মর্তে তিন মাসে দশ দশটা মেয়ে খুন হয়েছে।'

'খুন! দশজন! বলিস কী রে?'

'আর বলিস কী রে — শুনুন দেবাদিদেব — শুধু খুন হলেও না হয় কথা ছিল। মায়ের সামনে আর কী বলব — রীতিমতো শারীরিক অত্যাচার করে খুন'

'আঃ মহিষাসুর, বড় বেশী কথা বলিস তুই' পার্বতী ধমক দেন।

'ধমক দিয়ে আমাকে চুপ করাবেন, কিন্তু মর্তবাসীকে পারবেন? সবাই যেমন খেপে আছে'

'খেপে আছে মর্তবাসী?' মহেশ্বরের কপালে আবার ভাঁজ পড়ে।

'খেপবে না? এটা তো প্রথম নয় - মেয়েদের উপর অত্যাচার, খুন-জখম লেগেই আছে মর্তে। কারও মেয়ে, কারও বোন, কারও বন্ধু- লাশ হয়ে যাচ্ছে।'

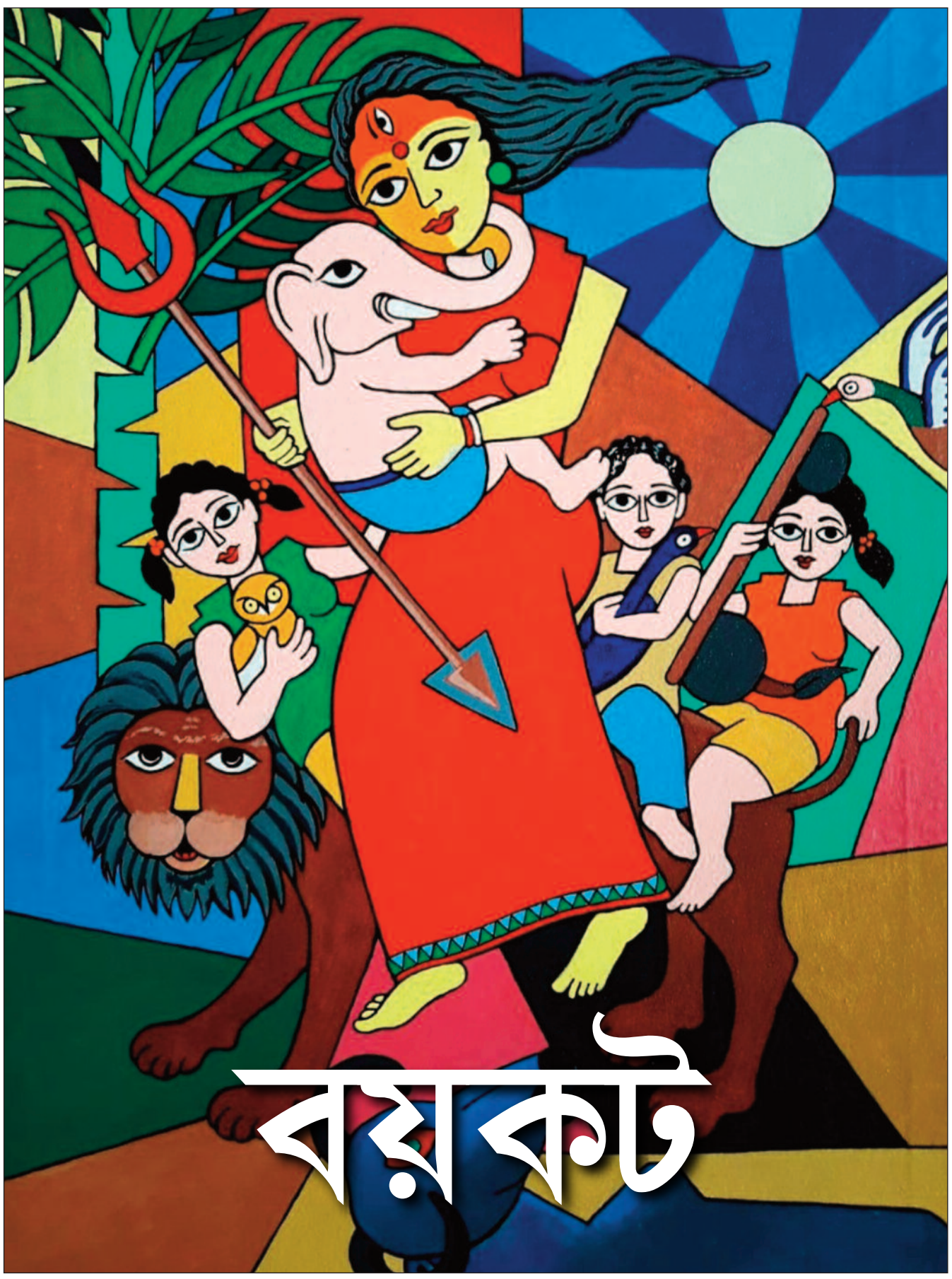

'তুই থামবি?' পার্বতী আবার ধমক দেন, 'বকবক করেই যাচ্ছে, করেই যাচ্ছে। যা এখন'

মহিষাসুর গাঁই গুঁই করতে ছাড়ে না, 'আপনি শুধু আমার দোষ দেখেন — আমাকেই প্রতি বছর বধ করেন। আমি আর এমন কী অপরাধ করেছিলাম বলুন তো? দেবতাদের যুদ্ধে হারিয়ে স্বর্গটাই শুধু দখল করেছিলাম- তাও অন্যায় যুদ্ধে নয়। মর্তের অসুরদের মতো অন্যান্য পাপ তো করিনি -দ

পার্বতী এবার আর মহিষাসুরকে ধমকাতে পারেন না; অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকেন। মহিষাসুর যেতে যেতে শেষ খোঁচাটা দিয়ে যায়, 'ত্রিশূল দিয়ে আমাকেই বধ করতে পারেন; মর্তের অসুরদের বধ করা ক্ষমতা আপনার ত্রিশূলের নেই।'

চলে যায় মহিষাসুর। পার্বতী কাঁদো কাঁদো মুখে মহেশ্বরকে বললেন, 'হতভাগাটা কী বলে গেল শুনলে?'

স্মিত মুখে মহেশ্বর বলেন, 'শুনলাম। ব্যাটা অসুর হতে পারে; কিন্তু যে কথাটা বলে গেল অতবড় জ্ঞানের কথাটা দেবতারাও বোধহয় বলতে পারবেন না পার্বতী। যুগে যুগে নারায়ণ আবির্ভূত হয়েছেন, দশাবতারে দশজন অসুরকেও বধ করেছেন। কিন্তু আজকের মর্তের অসুরদের বধ করা বোধহয় তাঁরও সাধ্যাতীত।'

'তাহলে?' পার্বতী প্রায় কঁকিয়ে ওঠেন, 'বাপের বাড়ি যাওয়াটা এবছর তবে হচ্ছে না?'

সান্ত্বনা দিতে চান মহেশ্বর, 'নেহাতই যদি না হয়; তাহলে অন্য কোথাও বরং ... কন্টিনেন্টাল ট্যুরে যাবে?'

এবার মুখ ঝামরে ওঠেন পার্বতী, 'তোমরা পুরুষ মানুষ; বাপের বাড়ির মর্ম তোমরা কী বুঝবে? সারাটা বছর চেয়ে থাকি এই চারটে দিনের জন্য। ছেলেমেয়েগুলোও আশা করে থাকে মামাবাড়ি যাবে বলে — ওদের বোঝাব কীভাবে?'

অস্তমিত সূর্যের শেষ মায়াবী আলোটুকুও এখন তুষারভূমি থেকে মুছে গেছে — সন্ধ্যার ধোঁয়াটে চাদর এখন কৈলাসশিখরে। নক্ষত্রের দল আস্তে আস্তে রাতের আকাশের দখল নিচ্ছে। কাল ভোর হলেই এই দেবভূমি আবার আলোয় ভাসবে- কিন্তু মর্তধামে? সেখানেও তো সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হয়ে এসেছে। সেখানে আলো ফুটবে কবে? অস্থির চিত্তে মাথা নাড়তে নাড়তে বিষ্ণুলোকের দিকে পা বাড়ান মহেশ্বর।

আজ কদিন থেকেই মনমেজাজ ভীষণ বিগড়ে আছে রুম্পার। শুধু রুম্পা কেন, ওর বন্ধু রিঙ্কি, রনি, টায়রা — পাড়ার প্রত্যেকটা বাচ্চাই মুখে একরাশ কালির ছোপ নিয়ে ঘুরছে। শরতের নীল আকাশে সাদা পেঁজা তুলোর মতো মেঘ ভাসছে; নদীর ধারে ধারে গোছা গোছা দিলখুশ কাশফুলের ঝাড় মাথা দোলাচ্ছে। এমন সময়ে কোথায় পাড়ায় পাড়ায় প্যাণ্ডেলের বাঁশ পড়বে; চ্যাটার্জিদের দরদালানে ঠাকুর তৈরির কাজ চলবে পুরোদমে- তা নয়; বড়দের যাকেই জিজ্ঞেস করতে যাও - মুখে একটাই কথা - বয়কট, বয়কট। এই তো সেদিন রুম্পা কাঁচুমাচু মুখে পাড়ার পুজো কমিটির সেক্রেটারি দত্তকাকুকে জিজ্ঞেস করতে গিয়েছিল, 'হ্যাঁ কাকু - প্যাণ্ডেলের লোক আসবে কবে?'

দত্তকাকু ঠোঁট উল্টে বলেন, 'পুজোটাই হবে না এবার — প্যাণ্ডেল কীসের জন্য?'

'পুজো হবে না?' শুকিয়ে মুখ আমসি হয়ে গিয়েছিল রুম্পার, 'দুর্গাঠাকুর মণ্ডপে আসবে না?'

'না রে, এবার আর প্রতিমা বানানো হবে না। মণ্ডপে মণ্ডপে শুধু ঘট পুজো হবে।'

বাড়ি এসে বাবাকে জিজ্ঞেস করেছিল রুম্পা, 'পুজো কেন হবে না এবার?'

রুম্পার গম্ভীর বাবা চশমাটাকে চোখে এঁটে আরও গম্ভীর হয়ে বলেছিলেন, 'তোমরা ছোট - ওসব এখন বুঝবে না।'

বেশ কথা যা হোক! বুঝবে না! আর পুজো না হলে, মণ্ডপে দুর্গাঠাকুর না এলে কচি কচি বাচ্চাদের মনে যে দুঃখ হবে- তা বুঝবে কি বড়রা? বুঝবে না তো।

কীভাবে বড়দের বোঝানো যায় সেটা নিয়েই পাড়ার বাচ্চাদের একটা জরুরী সভা বসেছিল টায়রাদের দোতলার চিলেকোঠার ঘরে। রিঙ্কি অবশ্য প্রথমেই ঘোষনা করে দিল, 'আমার মাকে বোঝানো ইমপসিবল্। আমার কোন সমস্যাই মা বুঝতে চায় না।' দেখা গেল বাকিরাও তাদের বাবা-মা সম্পর্কে প্রায় একই ধারণা পোষণ করে।

'তাহলে উপায়?' রনি জিজ্ঞেস করে।

টায়রা বিজ্ঞের মতো বলে, 'আমরা যদি মা দুর্গাকে জানাই যে আমরা পুজো বয়কট করছি না — তুমি এসো মা, তাহলে?'

'জানাবি কীভাবে?' রুম্পা জানতে চায়, 'ফোন নম্বর জানিস? জানলে না হয় হোয়াটস্ অ্যাপ করে দিতাম।'

'ফেসবুকে পোষ্ট করা হয় যদি?' রিঙ্কি মন্তব্য করে।

'মা দুর্গা কি আমাদের ফ্রেণ্ড লিস্টে আছেন? না থাকলে দেখবেন কী করে?' রনি সন্দেহ প্রকাশ করে।

তাই তো! কচি কচি মুখগুলো আবার গম্ভীর আলোচনায় ডুবে যায়। অনেক তর্ক-বিতর্কের পর ঠিক হয় মেসেঞ্জারে মা দুর্গার উদ্দেশ্যে লিখে পাঠানো হবে — 'মা দুর্গা, আমরা রিঙ্কি, রনি, টায়রা, রুম্পা পুজো বয়কট করছি না। তুমি সবাইকে নিয়ে এসো মা'

স্বর্গে এই মুহূর্তে খুব জরুরী দুটো সভা বসেছে। বিষ্ণুলোকে মহেশ্বরের সভাপতিত্বে প্রায় সব দেবতার উপস্থিতিতে সভা চলছে। দ্বিতীয় সভাটা অবশ্য খুব ছোট — উপস্থিত মাত্র চারজন — স্থান পার্বতীর অন্দরমহল। লক্ষ্মী কার্তিককে জিজ্ঞেস করে, 'ওদিকের হাওয়া কেমন দেখে এলি?'

কার্তিক মাথা নাড়ে, 'আশাব্যঞ্জক নয়।'

গণেশের মুখ শুকিয়ে যায়, 'হবে না যাওয়া?'

'মনে হয় না। ব্রহ্মা জেঠু যেরকম আপত্তি করছে'

'আর মা কী করছে?' জিজ্ঞেস করে লক্ষ্মী।

'মা আর কী করবে? শাড়িতে মুখ ঢেকে ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ করে কাঁদছে।'

সরস্বতী এতক্ষণে মুখ খোলে, 'কিন্তু মর্তের ওই যে চারটে বাচ্চা ছেলেমেয়ে আমাদের যাওয়ার জন্য এত করে অনুরোধ করছে — তার কী হবে?'

গণেশ বলে, 'আচ্ছা মা কে বাদ দিয়ে আমরা চারজন যদি যাই?'

'ছাড়বে আমাদের একা?' লক্ষ্মীকে চিন্তিত লাগে, 'তাছাড়া রাস্তা চিনতে পারব?'

'না পারার কী আছে? প্রতিবছর যাচ্ছি আসছি তো। আর একান্তই না পারলে গুগল্ ম্যাপ তো আছেই'

চারটে মাথা গভীর অলোচনায় ঝুঁকে পড়ে।

মহাষষ্ঠীর দিন ভোরবেলায় রুম্পা, রিঙ্কি, রনি আর টায়রার বাবা-মায়ের মাথায় হাত। বাচ্চাগুলোকে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। থানা পুলিশ করার যোগাড়।

স্বর্গেও হুলুস্থুল পড়ে গেছে — শেষ রাত থেকেই লক্ষ্মী, গণেশ, কার্তিক, সরস্বতী নিখোঁজ! আঁতিপাতি করে স্বর্গ-নরক খোঁজা হচ্ছে।

রুম্পা, রিঙ্কি, রনি আর টায়রা নদীর ধারে দাঁড়িয়ে আছে। ভরা নদী কুলকুল করে বয়ে যাচ্ছে- মাঝে মাঝে ছলাত ছলাত ঢেউ উঠছে। ভোরের মিষ্টি হাওয়ায় দুলছে কাশবন — রুম্পারা কোঁচড় ভ'রে শিউলি ফুল এনেছে। ক্রমশ পরিষ্কার হচ্ছে পুবের আকাশ; ভোরের সূর্য রঙ ছড়াতে শুরু করেছে।

নদীর বুকে ছোট একটা ডিঙি নৌকা পাল তুলে পাড়ের দিকে আসছে।

রিঙ্কি চেঁচিয়ে উঠল, 'ওই যে — ওই যে আসছে।'

বাকিরা চিৎকার করে উঠলো, 'কই, কই?'

রনি বলে, 'আমি বলেছিলাম না ওরা ঠিক নৌকাতেই আসবে। পাঁজিতে লেখা যে এবার নৌকায় আগমন আর দোলায় গমন।'

নৌকা আরো কাছে এলে দেখা যায় দুটি ছেলে আর দুটি মেয়ে তাদের উদ্দেশ্যে হাত নাড়ছে।

রুম্পারা সমবেত কণ্ঠে উচ্চারণ করে, 'আশ্বিনের শারদ প্রাতে আলোক মঞ্জীর ...'